Cover Design__01

স্থাপিত ঃ ১৮২৩

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বাংলাদেশ, ঢাকা

শিক্ষায় উদ্ভাবন

বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী Bangladesh 50

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

শিক্ষায় উদ্ভাবন

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বাংলাদেশ, ঢাকা

www.dshe.gov.bd

শিক্ষায় উদ্ভাবন

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বাংলাদেশ, ঢাকা

www.dshe.gov.bd

প্রকাশ কাল

জুন, ২০২১

পৃষ্ঠপোষক

প্রফেসর ড. সৈয়দ মো. গোলাম ফারুক

মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বাংলাদেশ, ঢাকা

উপদেষ্টা

১। প্রফেসর মো: শাহেদুল খবির চৌধুরী

পরিচালক (কলেজ ও প্রশাসন)

২। প্রফেসর ড. প্রবীর কুমার ভট্টাচার্য্য

পরিচালক (প্রশিক্ষণ) ও ইনোভেশন অফিসার

৩। প্রফেসর মোহাম্মদ বেলাল হোসাইন

পরিচালক (মাধ্যমিক)

৪। প্রফেসর ড. একিউএম শফিউল আজম

পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)

৫। প্রফেসর মো: আমির হোসেন

পরিচালক (মনিটরিং অ্যান্ড ইভালুয়েশান)

৬। প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম খান

পরিচালক (ফিন্যান্স অ্যান্ড প্রকিউরমেন্ট)

সম্পাদনা পরিষদ

১। মো: জহিরুল আলম

উপ-পরিচালক (প্রশিক্ষণ)

২। সেলিনা জামান

উপ-পরিচালক (মনিটরিং অ্যান্ড ইভালুয়েশান উইং)

৩। মোহাম্মদ আজিজ উদ্দিন

উপ-পরিচালক (মাধ্যমিক)

৪। রূপক রায়

সহকারী পরিচালক (সা. প্র.)

৫। মো: তানভীর হাসান

সহকারী পরিচালক (প্রশি-২)

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ

রূপক রায়

মুদ্রণ

এ্যাড ভিলেজ লিমিটেড

৫৫/বি, নোয়াখালী টাওয়ার, স্যুইট # ই (৬ষ্ঠ তলা) পুরানা পল্টন
ঢাকা-১০০০। ফোন: ০২ ৪৭১১৮২৬৭, ০১৭১১ ৮৭১১৩৬
ই-মেইল: advillage2009@gmail.com
ওয়েব: www.advillagebd.com

বাণী

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর অন্যতম লক্ষ্য হলো মুখস্থ বিদ্যার পরিবর্তে বিকশিত চিন্তাশক্তি, কল্পনাশক্তি ও অনুসন্ধিৎসু মননের অধিকারী হয়ে শিক্ষার্থীরা যাতে প্রতি স্তরে মানসম্পন্ন প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় অপ্রতিরোধ্য বাংলাদেশের সর্বক্ষেত্রে মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করতে ইনোভেশন কার্যক্রম বিশেষ ভূমিকা রাখে। বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ বাস্তবায়ন এবং এসডিজি ৪ বাস্তবায়নে সবার জন্য সমতাভিত্তিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার পরিবেশ গড়ে তুলতে শিক্ষায় ইনোভেশন আবশ্যক। মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী ডা. দীপু মনি, এমপি ও মাননীয় শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী, এমপি মহোদয়ের দিক নির্দেশনায় মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের প্রোজেক্ট ভিত্তিক শিখন কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষায় ইনোভেশন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। যে কোন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে মাউশি অধিদপ্তর উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। সরকারি উদ্যোগে সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে সকল ধরনের সেবা সহজিকরণের লক্ষ্যকে সামনে রেখে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় উদ্ভাবনকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। শিক্ষা ব্যবস্থায় গুণগত পরিবর্তনের লক্ষ্যে এবং আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিশ্বমানে উন্নীত করতে শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মকর্তাদের উদ্ভাবনী উদ্যোগগুলো বিশেষ অবদান রাখবে। মাউশি অধিদপ্তরের ইনোভেশন কমিটির ২০২০-২১ অর্থবছরের কার্যক্রমের আলোকে শিক্ষাক্ষেত্রে উদ্ভাবনের যে কার্যক্রমসমূহ কিংবা উদ্যোগসমূহ এক্ষেত্রে তুলে ধরা হয়েছে, তা আমাদের এগিয়ে চলতে সাহায্য করবে। পাঠদান কৌশল, প্রযুক্তির মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম, আধুনিক ক্লাসরুম স্থাপন, অডিও ভিজ্যুয়াল কনটেন্ট ব্যবহার ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে যে কোন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আজকের ইনোভেশন কার্যক্রম আগামী দিনে সহায়ক শক্তিরূপে কাজ করবে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও অফিসসমূহের সার্বিক উন্নয়নে উদ্ভাবনী আইডিয়াসমূহ বাস্তবায়ন হলে আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন সূচিত হবে। আমি এ কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আন্তরিক সাধুবাদ জানাই।

প্রফেসর ড. সৈয়দ মো. গোলাম ফারুক
মহাপরিচালক
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বাংলাদেশ, ঢাকা।

বাণী

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ বাস্তবায়ন, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ বাস্তবায়ন এবং জাতীয় শিক্ষা নীতির আলোকে এসডিজি-৪ বাস্তবায়নে তথ্য প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার করে আধুনিক ও শিক্ষার্থীবান্ধব সেবার মাধ্যমে সকল সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে ইনোভেশন কার্যক্রম শিক্ষাক্ষেত্রে সফলতা আনয়ন করতে পারে। কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শ্রেণি কার্যক্রম বন্ধ থাকাকালে বিশেষ পরিস্থিতিতে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর শিক্ষার্থীদের জন্য বেশ কিছু সৃজনশীল উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। অনলাইনে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে উদ্ভাবনী প্রকল্প বাছাই করে উদ্ভাবন প্রদর্শনী (শোকেজিং) আয়োজন করা হয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের ২০২০-২১ অর্থবছরে পরিকল্পিত ইনোভেশন কার্যক্রম এবং এ সম্পর্কিত চূড়ান্তভাবে বাস্তবায়িত উদ্যোগ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের বাছাইকৃত উদ্যোগসমূহ এ সংকলনে প্রকাশিত হচ্ছে। উল্লেখ্য এ ইনোভেটিভ উদ্যোগসমূহ বাস্তবায়িত হলে আগামী দিনে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের সেবা প্রদানে এবং সারাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। যেকোন পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের কাছে সহজেই সেবা পৌঁছে দিতে সকলের জন্য সমতাভিত্তিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা বাস্তবায়নে মাউশি অধিদপ্তরের ইনোভেশন কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের ইনোভেশন কার্যক্রম সম্পর্কিত 'শিক্ষায় উদ্ভাবন' শীর্ষক প্রকাশনা আগামী দিনে আমাদের এগিয়ে চলার পথে সহায়ক হবে। এ প্রকাশনার মাধ্যমে শিক্ষার উদ্ভাবনমূলক কার্যক্রম আরো গতিশীল হবে এবং আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় ইতিবাচক পরিবর্তন বয়ে আনবে, এ কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

প্রফেসর ড. প্রবীর কুমার ভট্টাচার্য্য
পরিচালক (প্রশিক্ষণ)
ও
ইনোভেশন অফিসার
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বাংলাদেশ, ঢাকা।

সূচিপত্র

বাস্তবায়িত ইনোভেশন কার্যক্রম ২০১৯-২০ অর্থবছরে মাউশি অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত ডিজিটাল কার্যক্রম উদ্ভাবনের শিরোনাম: ডিজিটাল মনিটরিং সিস্টেম (DMS)	সেলিনা জামান, উপ-পরিচালক মোঃ রোকনুজ্জামান, মনিটরিং অফিসার	০৬-১২
প্রস্তাবিত ইনোভেশন আইডিয়া আমার (শিক্ষা প্রতিষ্ঠান) স্ব স্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী পরিচালিত এডুকেশন অ্যাপস	রূপক রায়, সহকারী পরিচালক (সা. প্র.)	১৩-২০
ইনোভেশন সম্পর্কিত গোলটেবিল আলোচনা	মহাপরিচালক মহোদয় এবং পরিচালকবৃন্দ	২১-২৪
বাস্তবায়িত ইনোভেশন কার্যক্রম ২০২০-২১ অর্থবছরে মাউশি অধিদপ্তর কর্তৃক সেবা সহজিকরণ কার্যক্রম সেবার নাম: শিক্ষাছুটি/প্রেষণে উচ্চ শিক্ষা/গবেষণা কাজে নিয়োজিত শিক্ষক/ কর্মকর্তাদের আপডেট ডাটাবেজ সংরক্ষণসহ গবেষণা/ উচ্চ শিক্ষার অগ্রগতি পরীবিক্ষণ সহজিকরণ	মো: তানভীর হাসান, সহকারী পরিচালক মো: আবুল হোসেন, গবেষণা কর্মকর্তা	২৫-২৭
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ইনোভেশন আইডিয়া		২৮-৭৯
■ কেন্দ্রীয় অনলাইন শিক্ষা ব্যবস্থাপনা	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা	
■ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি	সরকারি সিটি কলেজ, চট্টগ্রাম	
■ আমার লাইব্রেরি	চাঁদপুর সরকারি কলেজ, চাঁদপুর	
■ প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা	রাণী ভবানী সরকারি মহিলা কলেজ, নাটোর	
■ হাতের মুঠোয় শিক্ষা তথ্য (শিক্ষা তথ্য শিক্ষার্থীর, যুগ এখন প্রযুক্তির)	দর্শনা সরকারি কলেজ, চুয়াডাঙ্গা	
■ পাঠদান সেবা।	চট্টগ্রাম কলেজ, চট্টগ্রাম	
■ পূর্ণাঙ্গ স্যানিটেশন সার্ভিস	সরকারি মুজিবুর রহমান মহিলা কলেজ, বগুড়া	
■ ক্যাম্পাস পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সেবা	বরিশাল সরকারি মহিলা কলেজ	
■ শিক্ষার্থীদের তথ্য সেবা	ঈশ্বরদী সরকারি কলেজ, পাবনা	
■ তথ্য সেবা	সরকারি আশেক মাহমুদ কলেজ, জামালপুর	
■ শিক্ষালাভে কর্মসুযোগ	সরকারি বি এম কলেজ, বরিশাল	
■ শিক্ষা সেবা	ইডেন মহিলা কলেজ, ঢাকা	
■ দরিদ্র শিক্ষার্থীদের আর্থিক সহযোগিতা	সরকারি বরিশাল কলেজ, বরিশাল	
■ শিক্ষার্থীর উচ্চ শিক্ষা এবং ক্যারিয়ার সমস্যার সমাধান	বগুড়া সরকারি কলেজ, বগুড়া	
■ শিক্ষার্থীর হাসি	পাবনা সরকারি মহিলা কলেজ, পাবনা	

বাস্তবায়িত ইনোভেশন কার্যক্রম

২০১৯-২০ অর্থবছরে মাউশি অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত ডিজিটাল কার্যক্রম

উদ্ভাবনের শিরোনাম: ডিজিটাল মনিটরিং সিস্টেম (DMS)

সেলিনা জামান, উপ-পরিচালক.
মোঃ রোকনুজ্জামান, মনিটরিং অফিসার

একুশ শতকের শিক্ষার্থীদের জন্য গুণগত ও মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কাজ করে আসছে। রূপকল্প ২০২১, ২০৪১ এবং টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য শিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের সাথে সাথে শিক্ষা প্রশাসনকেও ডিজিটালাইজ করা প্রয়োজন। সারাদেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে যথাযথভাবে পরিবীক্ষণ করার জন্য প্রয়োজনীয় জনবলের অভাব রয়েছে। এক্ষেত্রে যুগের সাথে তাল মিলিয়ে পরিদর্শন কার্যক্রমসহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের বিভিন্ন তথ্য সমূহ সংগ্রহ, সংরক্ষণ, বিশেষণ ও এর যথার্থ ব্যবহার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ডিজিটাল পদ্ধতির প্রয়োগ অপরিহার্য।

মনিটরিং অ্যান্ড ইভালুয়েশন শাখায় বিদ্যমান পূর্ব ঘোষণা ব্যতিরেকে পরিদর্শন কার্যক্রম প্রক্রিয়াটি যেরকম ছিল....

- প্রতিষ্ঠানে পূর্ব ঘোষণা ব্যতিরেকে পরিদর্শনের (Sudden Visit) উদ্দেশ্যে গমন;
- প্রতিষ্ঠান প্রধানের সাথে সাক্ষাৎ, পরিচিতি এবং পরিদর্শনের উদ্দেশ্য ব্যক্তকরণ;
- শিক্ষক/ কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের হাজিরা বহিঃ যাচাই;
- শ্রেণি কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ;
- শিক্ষকদের ডায়েরি, রেজিস্টার এবং বার্ষিক পরিকল্পনা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ;
- শিক্ষক/ কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময়;
- পরিদর্শন রেজিস্টারে মতামত প্রদান;
- প্রতিষ্ঠান হতে বিদায় গ্রহণ।

বিদ্যমান প্রক্রিয়ার সমস্যা বিশ্লেষণ এবং প্রস্তাবিত আইডিয়ার মাধ্যমে সুবিধাসমূহ নিচে উল্লেখ করা হলো:

প্রধান সমস্যা সমূহ কী?	সমস্যার পেছনে কারণ সমূহ কী কী?	এতে সেবা গ্রহীতা কিংবা সেবা দাতার কী উপকার হবে?
১. জনবলের অভাব	১. সারাদেশের প্রতিষ্ঠানের তুলনায় অত্র উইং এর পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার সংকট	১. মাঠ পর্যায়সহ আঞ্চলিক ও কেন্দ্রীয় সকল পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাগণ ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে টুলস্ ব্যবহার না করে অ্যাপ এর মাধ্যমে পরিদর্শন করবেন
২. সমন্বিত পরিদর্শন কার্যক্রম	২. বিভিন্ন কার্যালয় থেকে বিচ্ছিন্নভাবে পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা	২. সময় এবং অর্থের অপচয় বন্ধ হবে
৩. স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা	৩. পরিদর্শনকারী প্রতিষ্ঠানে না গিয়ে তথ্য প্রদান করেন, এতে পরিদর্শনের উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়	৩. পরিদর্শনকারী প্রতিষ্ঠানে গিয়ে অ্যাপ এর মাধ্যমে তথ্য প্রদান করবেন, জিপিএস এর মাধ্যমে রিয়েল টাইম মনিটরিং করা হবে

৪. বিভিন্ন তথ্য চেয়ে হয়রানি করা	৪. প্রতিষ্ঠান প্রধান প্রয়োজনীয় তথ্যাদি যথাযথভাবে সংরক্ষণ না রাখা	৪. পরিদর্শন কর্মকর্তা সময়মতো তথ্য না পেলে সঠিক সময়ে কাজটি করা সম্ভব হয় না এবং প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্থ হয়
৫. কাজের দীর্ঘসূত্রিতা	৫. প্রয়োজনীয় উপকরণ এবং জনবলের অভাব	৫. সারাদেশের কয়েক হাজার প্রতিষ্ঠান অ্যাপ এর মাধ্যমে দ্রুত মনিটরিং করা সম্ভব হবে

এছাড়া বিদ্যমান পরিদর্শন প্রক্রিয়া শেষে রিপোর্ট প্রস্তুত করে স্ক্যান করে প্রেরণ করতে আরও সময়ের প্রয়োজন হতো। এছাড়া প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন ছাড়াও অনেকে প্রতিবেদন প্রেরণ করতেন। সর্বশেষ মনিটরিং অ্যান্ড ইভ্যালুয়েশন উইং সারাদেশের সকল প্রতিবেদন প্রিন্ট করে সারসংক্ষেপ প্রস্তুত করে। এটি একটি সময় সাপেক্ষ এবং ব্যয়বহুল প্রক্রিয়া। অনেক কাগজ এবং অন্যান্য উপকরণের প্রয়োজন হয়।

এমতাবস্থায় মাউশি অধিদপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে আইডিয়া সম্পর্কে অবহিত এবং সমর্থন কামনা করা হলে কর্তৃপক্ষ পরবর্তী প্রদক্ষেপ গ্রহণের উদ্যোগ নেয়ার অনুমতি প্রদান করে। মনিটরিং অ্যান্ড ইভ্যালুয়েশন উইং এর পরিচালক প্রফেসর মোঃ আমির হোসেন এর নেতৃত্বে উইং এর উপপরিচালক জনাব সেলিনা জামান, সহকারী পরিচালক জনাব মোহছেনা বেগম এবং মনিটরিং অফিসার জনাব মোঃ রোকনুজ্জামান এর সমন্বয়ে উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়নকারী টিম গঠন করা হয়। টিমের সদস্যগণ স্থানীয় স্টেকহোল্ডার হিসেবে একসেস টু ইনফরমেশন প্রোগ্রাম (এটুআই) এর সাথে মতবিনিময় করেন। কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে পার্টনারশিপ তৈরির জন্য ১৯/০৪/২০১৯ তারিখে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর এবং একসেস টু ইনফরমেশন প্রোগ্রাম (এটুআই) এর মধ্যে একটি MOU স্বাক্ষরিত হয়।

ডিজিটাল প্ল্যাটফরম সম্পর্কিত উদ্ভাবনী উদ্যোগ সম্পর্কে উপকারভোগী হিসেবে জেলা এবং উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা এবং শিক্ষকগণের সাথে মতবিনিময় এবং ফিডব্যাক গ্রহণ করা হয়। সে অনুযায়ী উদ্ভাবনী পরিকল্পনা চূড়ান্তকরণ হিসেবে ডিজিটাল মনিটরিং সিস্টেম (DMS) তৈরি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ডিজিটাল মনিটরিং সিস্টেম (DMS) এর দুইটি ইন্টারফেস হিসেবে ওয়েব ইন্টারফেস এবং APP তৈরির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সে ক্ষেত্রে কারিগরি এবং আর্থিক সহায়তা প্রদান করে একসেস টু ইনফরমেশন প্রোগ্রাম (এটুআই) ।

ডিজিটাল মনিটরিং সিস্টেম (DMS) অ্যাপ এবং এর ওয়েব ইন্টারফেস প্রথম পর্যায়ে গত ০৩ মার্চ ২০২০ তারিখ রাজশাহী বিভাগে পাইলটিং করা হয়। পাইলটিং কার্যক্রমে রাজশাহী অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিচালক, ২ জন উপপরিচালক, ৮টি জেলার ৮জন জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা এবং ১৬ জন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। অ্যাপ এবং এর ওয়েব ইন্টারফেস সম্পর্কে তাদের মতামত প্রদান করেন। পরবর্তীতে মাঠ পর্যায়ে ব্যবহারের পর ফিডব্যাক প্রদান করেন। সে অনুযায়ী অ্যাপ এবং এর ওয়েব ইন্টারফেস আপগ্রেড করে চূড়ান্ত করা হয় এবং এর মাধ্যমে পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সারা দেশের সকল আঞ্চলিক পরিচালক, উপপরিচালক, জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা এবং উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের নিয়ে দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করে তাঁদের অ্যাপ এবং এর ওয়েব ইন্টারফেস সম্পর্কে ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা হয়। বর্তমানে তাঁরা DMS অ্যাপ এর মাধ্যমে অনলাইনে প্রতিবেদন প্রেরণ করছেন।

মুজিববর্ষ উপলক্ষে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে অত্র উইং পরিদর্শন কার্যক্রমকে আরও সহজ এবং নির্ভরযোগ্য করার জন্য পরিদর্শন ছকের তথ্যসমূহ Digital Monitoring System App এর মাধ্যমে সংগ্রহ করা এবং mmcm.gov.bd ওয়েবসাইটের ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে নিয়মিত পরিবীক্ষণ করছে। অ্যাপ এর মাধ্যমে পরিদর্শনের ক্ষেত্রে অনেকগুলো সুবিধা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে। যেমন:

১. পরিদর্শনকারী সকল কর্মকর্তা অ্যাপ এর মাধ্যমে একই পরিদর্শন ফরম্যাট ব্যবহার করছেন;

২. পরিদর্শনের প্রতিবেদন আপলোড দেয়ার সাথে সাথেই উর্ধ্বতন সকল স্তর থেকে তাৎক্ষণিক মূল্যায়নের ব্যবস্থা রয়েছে;

৩. পরিদর্শনকারী সকল কর্মকর্তা একটি করে ইউনিক আইডি এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে তথ্য প্রদান করছেন। এতে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা যাচ্ছে;

৪. আপলোডকৃত পরিদর্শন প্রতিবেদন হতে বিষয় ভিত্তিক রিপোর্টসমূহ দেখা যায়;

৫. জিপিএস এর মাধ্যমে রিয়েল টাইম মনিটরিং করা যাচ্ছে;

৬. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনে প্রাপ্ত দিকসমূহ প্রতিষ্ঠানের পেজে চলে যাচ্ছে;

৭. ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে বিদ্যালয় পরিদর্শনের চিত্র এক নজরে দেখা যাচ্ছে;

৮. ডিজিটাল মনিটরিং সিস্টেমে অনলাইন রিপোর্ট ও ফিডব্যাক এর মাধ্যমে যে তথ্য আসবে তার ভিত্তিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে।

ডিজিটাল মনিটরিং সিস্টেম ব্যবস্থায় একজন পরিদর্শক একটি স্মার্ট ডিভাইস এর সহায়তায় বিদ্যালয় পরিদর্শনপূর্বক প্রাপ্ত তথ্যাদি ইন্টারনেট এর মাধ্যমে আপলোড করতে পারছেন। আপলোডকৃত তথ্যাদি সঙ্গে সঙ্গে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় সার্ভারে জমা হচ্ছে, যা সকলেই তাৎক্ষণিক দেখে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান ও করণীয় নির্ধারণ করতে পারছেন।

ডিজিটাল মনিটরিং সিস্টেম (DMS) প্রবর্তনের পূর্বে মনিটরিং অ্যান্ড ইভালুয়েশন উইং কর্তৃক সারা দেশে পূর্বঘোষণা ব্যতীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহ পরিদর্শন করা হতো। উক্ত পরিদর্শনের তথ্য সংগ্রহ এবং প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ প্রস্তুতকরণ একটি সময়সাপেক্ষ এবং দীর্ঘ প্রক্রিয়া। ডিজিটাল মনিটরিং সিস্টেম এর মাধ্যমে স্বল্প সময়ে এবং সহজভাবে প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে পরিদর্শন কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা যাচ্ছে।

মোবাইল অ্যাপ এর কিছু অংশ:

কর্মকর্তাগণের প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিদর্শনের ক্ষেত্রে বর্তমানে প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক/ কর্মকর্তা, কর্মচারীদের যথাসময়ে উপস্থিতি/ অনুপস্থিতি (অনুমোদিত/ অননুমোদিত) বিষয়টি ছাড়াও আরও মনিটরিং টুলস আছে যা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা শিক্ষা কার্যালয় সঠিক পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য তাৎক্ষণিক ভাবে পাওয়া যাচ্ছে।

ডিজিটাল মনিটরিং সিস্টেম ড্যাশবোর্ডের স্বাগত পেজের কিছু ছবির একটি:

ডিজিটাল মনিটরিং সিস্টেম ড্যাশবোর্ডের লগইন পেজ:

ডিজিটাল মনিটরিং সিস্টেম ড্যাশবোর্ডের হোমপেজ:

বর্তমান বৈশ্বিক অতিমারি কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে সারাদেশের শ্রেণি কক্ষে পাঠদান (face to face) বন্ধ আছে। কিন্তু অনলাইনে নিয়মিত পাঠদান কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এই অনলাইন পাঠদান কার্যক্রম অ্যাপ এর মাধ্যমে নিয়মিত পরিবীক্ষণ করা হচ্ছে। শিক্ষকগণ ক্লাস শেষে অ্যাপ এর মাধ্যমে তথ্য আপলোড করেন।

চিত্র: একনজরে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমের তথ্য

চিত্র: একনজরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিসংখ্যান

ভবিষ্যৎ উদ্যোগঃ

বর্তমানে মাধ্যমিক পর্যায়ে বিভিন্ন শ্রেণির বিভিন্ন বিষয়ের প্রজেক্ট বেইজড লার্নিং এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই প্রজেক্ট বেইজড লার্নিং বিষয়টি পরিবীক্ষণ করার জন্য ডিজিটাল মনিটরিং সিস্টেম (DMS) এর জন্য কিছু টুলস্ প্রস্তুত করা হচ্ছে। অতি নিকটবর্তী সময়ে তা ডিজিটাল মনিটরিং সিস্টেম (DMS) অ্যাপ এর মধ্যে নতুন মডিউল হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হবে।

এছাড়া, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বাংলাদেশ, ঢাকা হতে 'কোভিড-১৯ পরিস্থিতি বিবেচনায় জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'পুনরায় চালুকরণ নির্দেশনা' জারি করা হয়েছে। উক্ত নির্দেশনা হতে পরিবীক্ষণ টুলস্ অনুযায়ী সারাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ মনিটরিং করা হবে। নির্দেশনাসমূহ পালন করা হচ্ছে কিনা তা পরিবীক্ষণ করার জন্য মনিটরিং অ্যান্ড ইভ্যালুয়েশন উইং এর ডিজিটাল প্ল্যাটফরম 'ডিজিটাল মনিটরিং সিস্টেম (DMS)' অ্যাপ এ একটি মডিউল প্রস্তুত করা হচ্ছে। মডিউলে উক্ত নির্দেশনার টুলস্সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকবে এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের 'শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ঝুঁকিমুক্ত ও নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিতে করণীয়' সম্পর্কিত টুলস্সমূহ এই অ্যাপ এর নতুন মডিউলে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

এছাড়াও শুধু মাধ্যমিক পর্যায় নয়, উচ্চ মাধ্যমিক এবং টারশিয়ারী পর্যায়েও DMS এর আরো নতুন নতুন মডিউল খুলে অভিজ্ঞজনদের পরামর্শ নিয়ে বিভিন্ন পরিবীক্ষণ টুলস্ এর মাধ্যমেও মনিটরিং করার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা মনিটরিং অ্যান্ড ইভালুয়েশন উইং এর রয়েছে।

> You can't solve a problem on the same level that it was created you have to rise above it to the next level
>
> **- Albert Einstein**

প্রস্তাবিত ইনোভেশন আইডিয়া

আমার (*শিক্ষা প্রতিষ্ঠান*)

স্ব স্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী পরিচালিত এডুকেশন অ্যাপস

রূপক রায়
সহকারী পরিচালক (সা. প্র.)
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বাংলাদেশ, ঢাকা

শিরোনাম

আমার (*শিক্ষা প্রতিষ্ঠান*) ; স্ব স্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী পরিচালিত এডুকেশন অ্যাপস

উদ্দেশ্য

সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামে এডুকেশন অ্যাপস নির্মান ও পরিচালনা প্রোজেক্ট-ভিত্তিক শিখন কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তাদের আইসিটি বিষয়ের পাঠগ্রহণ করে শ্রেণি কার্যক্রমের অংশ হিসেবে অ্যাপস নির্মাণ করবে এবং নিয়মিত তথ্য আপলোড করবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক শিক্ষার্থী অভিভাবকগণ এই অ্যাপস এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সেবা পাবেন।

কার্যক্রম সম্পর্কেঃ

আমার গ্রাম আমার শহর এ শ্লোগানটি এখন আমাদের এগিয়ে চলার ক্ষেত্রে প্রধান অনুপ্রেরণা। শিক্ষা ক্ষেত্রে অন্যতম প্রতিবন্ধকতা হলো শুধুমাত্র শহরকেন্দ্রিক 'ভালো শিক্ষা'। ভালো স্কুল, ভালো শিক্ষক এই ধারণাগুলো আমাদের কোমলমতি শিক্ষার্থীদের যেমন অসুস্থ প্রতিযোগিতার মুখে ঠেলে দিচ্ছে তেমনি এই প্রক্রিয়া থেকে বের হয়ে আসার পথও সহজ নয়। উন্নত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে গ্রামকে শহরে পরিণত করতে হলে একই মাপকাঠির শিক্ষা ব্যবস্থা, একই সুযোগ সবার জন্য রাখতে হবে। এ ব্যবস্থাপনা সঠিক বাস্তবায়নে মূল চ্যালেঞ্জ হলো ভৌগোলিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও অবকাঠামোগত ভিন্নতা। বিরাজমান প্রতিবন্ধকতা দূর করার গ্রহণযোগ্য সমাধান হতে পারে ডিজিটাল প্ল্যাটফরম।

স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণ

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের যে স্বপ্ন দেখিয়েছেন সেই স্বপ্নের আলোকে আমরা শিক্ষা উন্নয়নমূলক অ্যাপসটি গড়ে তোলার প্রত্যয় নিয়েছি। হয়তো অবকাঠামোগত দিক থেকে আমাদের গ্রামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে কারিগরি সুবিধার অভাব রয়েছে, তবুও আমরা আমাদের বিদ্যাপীঠকে ডিজিটাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার প্রত্যয় নিয়ে সামনে এগিয়ে যাবো।

আমার গ্রাম আমার শহর

বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার 'সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় অপ্রতিরোধ্য বাংলাদেশ' স্লোগান ধারণ করে তারুণ্যের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে গ্রামকে শহরে পরিণত করার কৌশল অবলম্বন করেই শিক্ষা ব্যবস্থায় 'আমার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ' কার্যক্রমটির উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে।

'বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞান সম্পন্ন হবে' মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য প্রযুক্তি উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় মহোদয়ের বক্তব্যকে অনুসরণ করেই আমরা প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রান্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে এ কার্যক্রম শুরু করতে চাই।

এ কার্যক্রম সম্পর্কে মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী ডা. দীপু মনি এম পি বলেন,
এই উদ্ভাবনী প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে আইসিটি নির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থায় একটি সময়োপযোগী দৃষ্টান্ত স্থাপিত হবে।

সকলের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং জীবনব্যাপী শিক্ষা লাভের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার গৃহীত কার্যক্রমকে আরো শক্তিশালী করতে এই উদ্ভাবনী কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে। ইতোমধ্যে সরকার ২ হাজার ৬০০ ইউনিয়নকে ফাইবার অপটিক ক্যাবল সংযোগের আওতায় নিয়ে আসার পরিকল্পনা নিয়েছে। সরকার বড় ধরনের কারিগরি সেবা নিয়ে অবকাঠামো উন্নয়ন করছে। এর প্রয়োগ শিক্ষা ক্ষেত্রে নিশ্চিত করতে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ডিজিটাল মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থাপনা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই কার্যক্রম পরিচালিত হবে। এর সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে 'আমরাই গড়বো আমাদের সেরা বিদ্যাপীঠ'।

স্বপ্ন সোপান ঃ

২০২১
স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী

আমাদের স্বপ্ন
প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তক ভিত্তিক প্রোজেক্ট বেইস্ড লার্নিং এর মাধ্যমে আইসিটি প্রশিক্ষণ স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানে অ্যাপস

২০৩০
উন্নয়ন জংশন

আমাদের স্বপ্ন
বাংলাদেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি নিজস্ব ডিজিটাল প্লাটফর্ম তৈরি করা। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব উদ্যোগে স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের যোগাযোগ, শিক্ষকদের ক্লাস লেকচার ও তথ্য আদান প্রদানের জন্য একটি স্বতন্ত্র অ্যাপস

২০৪১
উন্নত দেশ

আমাদের স্বপ্ন
প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্বতন্ত্র অ্যাপস এর মাধ্যমে শিক্ষার সকল উপকরণ, পরীক্ষা, শিক্ষার্থীদের যোগাযোগ ও বহির্বিশ্বের বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযুক্ত থাকবে। সহশিক্ষা কার্যক্রম ও বেকারত্ব মোচনের লক্ষ্যে ডিজিটাল প্ল্যাটফরম মাধ্যমে তথ্য আদান প্রদানের ব্যবস্থা থাকবে

২০৭১
সমৃদ্ধির সর্বোচ্চ শিখর

আমাদের স্বপ্ন
স্বাধীনতার ১০০ বছর পূর্তি সম্পূর্ণ ডিজিটাল পদ্ধতির শিক্ষা ব্যবস্থা। ভার্চুয়াল রিয়েলিটি এবং আর্টিফিশিয়াল ইনটিলিজেন্সের মাধ্যমে সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনা। নিজস্ব সফটওয়্যার , নিজস্ব ডাটা সিস্টেম, নিজস্ব সার্ভার স্টেশনের মাধ্যমে সকল প্রতিষ্ঠান পরিচালনা। প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষা সম্প্রসারণ

ইতোপূর্বে বাস্তবায়িত পাইলট প্রকল্প

ব্রেইভ এডুকেশন অ্যাপস; চাঁদপুর সরকারি কলেজ ও বি রিলেটেড টু অডিও ভিজ্যুয়াল এডুকেশন (ব্রেইভ) এর উদ্যোগে আইসিটি ডিভিশনের বিশেষ অনুদানে প্রকল্পটির পাইলট কার্যক্রম ২০১৯ সালে বাস্তবায়িত হয়েছে।

মূল বিষয়বস্তু

সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ, আইসিটি বিশেষজ্ঞ, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের আইসিটি বিষয়ক শিক্ষক, অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণ, শিক্ষা প্রশাসনের কমকর্তাবৃন্দ ও একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা প্রোজেক্ট ভিত্তিক শিখন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবেন। প্রাথমিকভাবে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা অ্যাপস ডেভেলপারদের সহযোগিতায় স্ব স্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অ্যাপস তৈরি করে তা প্লে স্টোর বা অন্য কোন প্ল্যাটফরমে আপলোড করবেন। প্রতিনিয়ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তথ্য সমূহ হালনাগাদ করে তা অ্যাপসে প্রদর্শন করবে শিক্ষার্থীরা।

একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা তাদের আইসিটি বিষয়ের পাঠ্যপুস্তকের আলোকে এমন একটি প্রোজেক্ট করবে যার মাধ্যমে তাদের মধ্যে অ্যাপস ডেভেলপমেন্ট এর দক্ষতা তৈরি হবে। পাঠ্য পুস্তকভিত্তিক শ্রেণি পাঠের অংশ হিসেবে ব্যবহারিক কাজে অংশগ্রহণ করে দলগতভাবে তারা অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট জন্য কারিগরি জ্ঞান লাভ করবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কম্পিউটার ল্যাবরেটরিতে/ অনলাইন প্ল্যাটফরম ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক ক্লাসে অংশগ্রহণ করে শিক্ষার্থীরা অ্যাপস নির্মাণে পারদর্শিতা অর্জন করবে।

শ্রেণি : একাদশ-দ্বাদশ
বিষয় : তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি
অধ্যায় : ৫ম অধ্যায় : প্রোগ্রামিং ভাষা
৬ষ্ঠ অধ্যায় : ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম

সংশ্লিষ্ট শিখনফল

৫ম অধ্যায় : প্রোগ্রামিং ভাষা
প্রোগ্রামের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে;
প্রোগ্রামের সংগঠন বর্ণনা করতে পারবে;
প্রোগ্রাম অ্যালগরিদম ও ফ্লোচার্ট প্রস্তুত করতে পারবে;
৬ষ্ঠ অধ্যায় : ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম
ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট এর ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে;
ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট এর কার্যাবলি করতে পারবে;
ডেটা এনক্রিপশনের উপায় ব্যাখ্যা করতে পারবে;
ডেটাবেজ তেরি করতে পারবে;

কার্যক্রমঃ

যেসকল পাঠ্য বিষয় মেধা বিকাশে সহায়তা করে, এমন নির্বাচিত বিষয়গুলো নিয়ে শিক্ষার্থী অ্যাপস নির্মাণ করবে। শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন তথ্যসমূহ অ্যাপস-এ উপস্থাপন করতে পারবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের নোটিশ, ক্লাশ রুটিন, রেফারেন্স বইসমূহ, ফলাফল, সরাসরি চাকুরীর আবেদনের সুবিধা, শিক্ষার্থীদের ডাটাবেজ, স্কিল ডেভেলপমেন্ট এর জন্য বিভিন্ন শিক্ষামূলক কার্যক্রম, স্টুডেন্ট ব্যাংকিং ইত্যাদি সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা থাকবে। অ্যাপসের মাধ্যমে স্ব স্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ সম্পন্ন হবে এবং প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সমূহের নোটিফিকেশন পাওয়া যাবে।

এছাড়া শিক্ষার্থী শিক্ষক যোগাযোগ এর মাধ্যম হিসেবে কিংবা যেকোন উপাত্ত সংগ্রহের জন্য এই অ্যাপস প্রতিষ্ঠানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফরম হিসেবে কাজ করবে। প্রোজেক্ট ভিত্তিক শিখন কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে এ বিষয়ে আই সি টি নির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় অনলাইন প্ল্যাটফরম গড়ে উঠবে। সকল শিক্ষার্থী এ বিষয়ে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করবে।

কার্যধারা:

আমার (*শিক্ষা প্রতিষ্ঠান*)

ধাপ	শিক্ষকের ভূমিকা	শিক্ষার্থীর করণীয়	সময়
প্রাথমিক আয়োজন	প্রকল্পটি বাস্তবায়নে আইসিটি বিশেষজ্ঞ, প্রোগ্রামার, ওয়েব ডিজাইনার, সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ মহোদয়, শিক্ষকগণ ও শিক্ষার্থীগণের সাথে সমন্বয় করবেন আইসিটি বিষয়ক সংশ্লিষ্ট শিক্ষক।	শিক্ষার্থীরা প্রাথমিকভাবে আইসিটি বিষয়ক প্রাথমিক ধারণা অর্জন করে অনধিক ২০ জনের একটি করে দলে বিভক্ত হবে। প্রতিটি দলে বিভক্ত হয়ে আইসিটি শিক্ষকের নেতৃত্বে একটি বিশেষ ধরনের কাজের প্রস্তুতি গ্রহণ করবে।	১০ দিন
সমন্বয় সাধন	সংশ্লিষ্ট শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন করবেন এবং সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান/সংগঠনের আইসিটি বিশেষজ্ঞদের সহযোগিতায় প্রশিক্ষণের প্রস্তুতি নিবেন।	শিক্ষার্থীগণ আলাদা দলে বিভক্ত হয়ে নিজ নিজ বিষয় ভিত্তিক (গ্রাফিক ডিজাইন টিম, কোডিং টিম, আপলোড টিম ইত্যাদি) কার্যক্রম পরিচালনার জন্য স্ব স্ব কাজের ধারণা লাভ করবে এবং তাদের আইসিটি ক্লাসের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ধারণা নিয়ে নিজস্ব নোট বুকে কার্যক্রমের পরিকল্পনা লিপিবদ্ধ করবে। শিক্ষার্থীরা অ্যাপস নির্মাণ সম্পর্কিত আলোচনায় অংশগ্রহণ করবে। পাঠ্য পুস্তকের কোন বিষয় কীভাবে সে অ্যাপস নির্মাণে কার্যক্রম গ্রহণ করতে চায় এমন একটি বিষয়বস্তু শিক্ষার্থী লিপিবদ্ধ করবে।	২০ দিন
ওরিয়েন্টেশন	আইসিটি শিক্ষক প্রতিদলের তিনজন প্রতিনিধি নিয়ে প্রজেক্টের বাস্তবায়ন সম্পর্কিত ধারণা প্রদান করবেন। এই ধারণার আলোকে টিম সমন্বয়কারীগণ টিমের মধ্যে কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করবেন।	শিক্ষার্থীরা আলোচিত ধারণা সমূহ গ্রহণ করে কোন ধরনের কাজে তাদের কী কী বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রয়োজন তা লিপিবদ্ধ করবে।	১০ দিন
প্রশিক্ষণ	আইসিটি বিষয়ক শিক্ষক সহযোগী সংগঠনে সহযোগিতায় প্রশিক্ষণসমূহ আয়োজন করবেন। প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের কম্পিউটার ল্যাবরেটরিতে কিংবা অনলাইন প্ল্যাটফরমে বিরিলেটেড টু অডিও ভিজ্যুয়াল এডুকেশন (ব্রেইভ) এর সহযোগিতায় হতে পারে।	শিক্ষার্থীরা আইসিটি ব্যবহারিক ক্লাসে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রতিটি দলের সদস্যরা স্ব স্ব বিষয়ে হাতে কলমে কার্যক্রম সম্পর্কিত ধারণা অর্জন করবে। প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সমস্যা সম্পর্কিত বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করবে।	১ মাস

বাস্তবায়ন পরিকল্পনা	'আমার (শিক্ষা প্রতিষ্ঠান)' [উদাহরণস্বরূপ : আমার মাতৃপীঠ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়] শীর্ষক অ্যাপস নির্মাণের জন্য কার্যক্রম শুরু হবে। অ্যাপস নির্মাণের জন্য স্ব স্ব টিমের সদস্যরা যাতে দলগতভাবে সঠিক কাজ সম্পাদন করতে পারেন এজন্য সকল তথ্য বিশ্লেষণ করে আইসিটি শিক্ষক ও সহযোগী সংগঠনের আইসিটি বিশেষজ্ঞগণ সহযোগিতা প্রদান করবেন।	শিক্ষার্থীরা নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তথ্য সমূহ সংগ্রহ করবে। প্রাথমিক তথ্য সমূহ বিভিন্ন ভাবে সংরক্ষণ করবে এবং শুদ্ধতা যাচাই করবে। প্রাপ্ত তথ্যসমূহ নিয়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অ্যাপস নির্মাণ ও তথ্যসমূহ আপলোড করবে। শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন নোটিশ, ক্লাশ রুটিন, রেফারেন্স বই, ফলাফল, সরাসরি চাকুরীর আবেদন, শিক্ষার্থীদের ডাটাবেজ, স্কিল ডেভেলপমেন্ট এর জন্য বিভিন্ন শিক্ষামূলক কার্যক্রম, স্টুডেন্ট ব্যাংকিং ইত্যাদি সুবিধা প্রদান করা হবে। অ্যাপস এর মাধ্যমে অনলাইনে ক্লাসসমূহ দেখতে পাবে এবং বিশেষ কারিগরি প্রশিক্ষণের সুবিধা পাবে। স্ব স্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দ্বারা সমন্বিত গ্রুপ নির্মাণ ও পরিচালনার ক্ষেত্রে কাজ করবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক শিক্ষার্থী অভিভাবকগণ এই অ্যাপস এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সেবা পাবেন।	২ মাস
নিয়মিত তথ্য আপলোড ও সংরক্ষণ	নিয়মিত সকল তথ্য আপলোড করা এবং প্রতিনিয়ত অ্যাপসের সাথে প্রতিষ্ঠানের সকল শিক্ষক শিক্ষার্থীর সাথে সমন্বয় সাধনের জন্য আইসিটি শিক্ষক বিশেষ ব্যবস্থাপনায় আয়োজন করবেন।	শিক্ষার্থীরা প্রত্যেক বিষয়ে নিজ উদ্যোগে কার্যক্রম পরিচালনা করবেন এবং অ্যাপটি প্রতিনিয়ত আপডেট রাখবেন। শিক্ষার্থীগণ প্রতিষ্ঠানের সকল শিক্ষার্থীদের মধ্যে অ্যাপস ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা প্রদান করবেন।	বছর ব্যাপী
প্রতিবেদন প্রণয়ন	কার্যক্রমটি বাস্তবায়িত হলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সার্বিক বিষয়ে একটি প্রতিবেদন তৈরি করতে বলবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রতিবেদন তৈরিতে বিশেষভাবে সহযোগিতা করবেন	এ কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষার্থী আলাদা আলাদা প্রতিবেদন তৈরি করবেন। প্রতিবেদনে শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ কাজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করবেন এবং কাজের ক্ষেত্রে কী কী সমস্যা/ চ্যালেঞ্জ এর সম্মুখীন হতে হয়েছে তা লিখবেন।	
ফিরে দেখা ও সার্বিক মূল্যায়ন	▪ প্রকল্প শেষে একটি ক্লাসে শিক্ষার্থীদের নিয়ে আলোচনা করবেন প্রজেক্টটি করতে কেমন লেগেছে, কী অসুবিধা হয়েছে, কী ভালো লেগেছে। পরবর্তী কোনো প্রজেক্ট এই শিখনটি কীভাবে কাজে লাগাবে। ▪ শিক্ষক মূল্যায়ন নির্দেশনা অনুযায়ী ধারাবাহিকভাবে মূল্যায়ন করবে।	▪ তাদের অভিজ্ঞতা উন্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে শেয়ার করবে। শিক্ষার্থীরা তাদের পুরো প্রজেক্টের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আত্ম প্রতিফলন তুলে ধরবে (লিখিত বা মৌখিক হতে পারে)। এই প্রতিবেদনের একটা গুরুত্বপূর্ন দিক হল এখানে সফলতার গল্প জানতে চাওয়া হবেনা। বরং তাদের এই প্রজেক্টে যেসব চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হয়েছে, যেসব ব্যর্থতা এসেছে, সেসব	**২ পিরিয়ড**

		পরিস্থিতি সামাল দেয়ার কৌশল কী নেয়া হয়েছে সেগুলো উঠে আসা জরুরি। শিক্ষার্থী কর্তৃক মূল্যায়ন (আন্তঃদলীয় মূল্যায়ন): এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের একদল আরেক দলকে মূল্যায়ন করবে।	
প্রজেক্ট সম্পর্কিত ঝুঁকি বা চ্যালেঞ্জ	যেসব ঝুঁকি বা চ্যালেঞ্জ তৈরি হতে পারে তা শিক্ষক খেয়াল রাখবেন এবং মোকাবেলা করার জন্য যথাযথ পরিবেশ তৈরি করবেন। ▪ অভিভাবক ও অন্যান্য যারা এই কাজটি নিয়ে ভুল ধারণা পোষণ করেন তাদের সাথে আলোচনা করে প্রজেক্টের উদ্দেশ্য এবং শিক্ষার্থীরা যে দক্ষতা অর্জন করবে তা সম্পর্কে জানাবেন।	▪ আইসিটি সম্পর্কে বিভিন্ন রকমের ভুল ধারণা আছে যা শিক্ষার্থীদের প্রভাবিত করতে পারে। ▪ শিক্ষার্থীদের মধ্যে অ্যাপস এর নির্মাণ সম্পর্কিত প্রাথমিক ধারণা না থাকায় ভুল হবার সম্ভাবনা থাকে।	
বিশেষ নির্দেশনা	▪ প্রজেক্ট বাস্তবায়নে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীসহ সকল শিক্ষার্থী যাতে একই রকম সুযোগ পায় তা নিশ্চিত করতে হবে। কোনো শিক্ষার্থী যেন বৈষম্যের শিকার না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। প্রজেক্ট বাস্তবায়নে মেয়ে ও ছেলে শিক্ষার্থী যাতে সমান সুযোগ পায় তা নিশ্চিত করতে হবে। মেয়ে হবার কারণে কোনো শিক্ষার্থী যাতে কোনো নির্দিষ্ট কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে।	▪ বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন সহপাঠী ও দলের সদস্যকে সমান কাজ ও সুযোগ দিবে। ▪ তার কোনো কাজ নিয়ে উপহাস করবে না এবং তার অপারগতায় তাকে সাহায্য করবে যাতে সে তার অংশটি করতে পারে। ▪ অবশ্যই তাকে কাজ দেবার সময় সে কোন কাজটি করতে পারে তা আলোচনা করে দিতে হবে। ▪ দলে কাজের সময় ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে ভেদাভেদ করবে না।	

সহযোগী সংগঠনের কার্যক্রম:

অ্যাপ নির্মাণ ও নিয়মিত আপডেট করা একটি সমন্বিত কার্যক্রম। শিক্ষার্থী/শিক্ষকদের প্রারম্ভিক পর্যায়ে প্রশিক্ষণের জন্য বি রিলেটেড টু অডিও ভিজ্যুয়াল এডুকেশন (ব্রেইভ) নামক আইসিটি শিক্ষা প্রচারমূলক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সহযোগী সংগঠন হিসেবে কাজ করবে। এই সংগঠন ইতোপূর্বে চাঁদপুর সরকারি কলেজ অ্যাপস নির্মাণের ক্ষেত্রে সহযোগী স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন হিসেবে পাইলটিং সম্পন্ন করেছে। পাইলট কার্যক্রমটি বাস্তবায়নের পর প্রোজেক্ট ভিত্তিক শিখন কার্যক্রমের মাধ্যমে সারা দেশব্যাপী সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের জন্য বাস্তবায়িত হবে। যা হবে ডিজিটাল শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে একটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত।

মূল্যায়ন :

- এই প্রজেক্টভিত্তিক শিখন কার্যক্রমটি একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ের শিখন-শেখানো কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিবেচিত হবে। এ কার্যক্রমের জন্য নির্দিষ্ট নম্বর বরাদ্দ থাকবে।
- এ কার্যক্রমটি ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে সম্পাদিত হবে। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীও শিখন অর্জনের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হবে।
- শিক্ষার্থীরা প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রতিটি ধাপের অভিজ্ঞতা প্রকল্প ডায়েরিতে লিখে রাখবেন এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ছবি তুলে রাখবেন।
- সংশ্লিষ্ট শিক্ষক মূল্যায়ন ছক অনুসারে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন। শিক্ষার্থী কর্তৃক প্রণীত প্রকল্প ডায়েরি, ছবি পর্যালোচনা করে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন।

সীমাবদ্ধতা

- অঞ্চলভেদে এমন অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পাওয়া যেতে পারে যেখানে হয়ত কোনো শিক্ষার্থীই আধুনিক আইসিটি সরঞ্জাম ব্যবহারের সুযোগ পায়না।
- স্ব স্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আইসিটি ল্যাবরেটরিতে কারিগরি যন্ত্রাংশগুলো কার্যকর না থাকা
- অডিও ভিজ্যুয়াল সম্পর্কিত তথ্য ও জ্ঞানের অভাব

সমাধান : এক্ষেত্রে স্ব স্ব এলাকায় শিক্ষা কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে। কারিগরি অসংগতি দূর করার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

অ্যাপস এর নমুনা

স্ব স্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের ছবি ও প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের ছবি এই অ্যাপস এর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হবে। প্রতিনিয়ত আপডেট নোটিশ এই অ্যাপস এর মাধ্যমে সহজেই জানা যাবে। প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব নোটিশ কিংবা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষা বোর্ডের অথবা দেশি-বিদেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নোটিশ সহজেই দেখা যাবে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নোটিফিকেশন পাওয়া যাবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি শ্রেণির ক্লাস রুটিন এই অ্যাপসের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে। কোন পরিবর্তন সাধিত হলে তা নোটিফিকেশন পৌঁছে যাবে। বিভিন্ন শ্রেণির বিভিন্ন কোর্সের প্রয়োজনীয় রেফারেন্স বই কিংবা অতিরিক্ত বই সমূহের তালিকা এবং কতিপয় ক্ষেত্রে বইয়ের পিডিএফ ভার্সন উপস্থাপনের মাধ্যমে ডিজিটাল বুক এর মাঝে অন্তর্ভুক্ত থাকবে। শিক্ষার্থীর প্রয়োজনীয় রেজাল্ট (অভ্যন্তরীণ কিংবা জাতীয় পর্যায়ের যে কোন পরীক্ষার) এই অ্যাপস এর মাধ্যমে অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের ক্লাস ভিডিও করে আপলোড করা হবে। স্ব স্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকবৃন্দের ক্লাসসমূহ শিক্ষার্থীরা যে কোন সময় গ্রহণ করতে পারবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী প্রশ্ন উত্তর পর্বে অংশগ্রহণ করতে পারবে। নিজের প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ব্যতীত অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণের ক্লাসও উপভোগ করতে পারবে।

শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার পাশাপাশি কোন পার্ট টাইম চাকুরি বা বিভিন্ন অফিস / প্রতিষ্ঠানে চাকুরির সুযোগ, এ সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য, চাকুরির বিজ্ঞাপন ও চাকুরি দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনে এই অ্যাপসটি স্বয়ংক্রিয় থাকবে।

শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার পাশাপাশি সকল ধরনের সহশিক্ষা কার্যক্রমের তথ্য, সহশিক্ষা কার্যক্রমের প্রশিক্ষণ, যোগাযোগ ও সাংগঠনিক, সেবা, ক্রীড়া পরিচালনা ইত্যাদি প্রয়োজন মেটাতে এই অ্যাপসটি তথ্য ভান্ডার ও যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে কাজ করবে।

এই অ্যাপসটির মাধ্যমে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের তথ্য ভান্ডার গড়ে উঠবে। যে কোন প্রয়োজনে যে কোন শিক্ষার্থী-শিক্ষকের সাথে যোগাযোগ এবং দৈনন্দিন কার্যক্রমে উপস্থিতি নিশ্চিত ও অভিভাবকের সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে তা ভূমিকা রাখবে।

শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনে আইনগত, প্রশাসনিক, চিকিৎসাজনিত প্রয়োজন, মাদক, ইভটিজিং, বাল্যবিবাহ বিরোধী কার্যক্রম, সামাজিক দুর্ঘটনাজনিত প্রয়োজনে যোগাযোগের ক্ষেত্রে এই অ্যাপস বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

ইনোভেশন সম্পর্কিত গোলটেবিল আলোচনা

১৩/০৬/২০২১ তারিখে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর গৃহীত ইনোভেশন কর্মশালা আয়োজনের দিকনির্দেশনা অনুসারে ভার্চুয়াল আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় সভাপতি ছিলেন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের সুযোগ্য মহাপরিচালক প্রফেসর ড. সৈয়দ মো: গোলাম ফারুক, সকল উইং এর পরিচালক, উপ-পরিচালক ও সহকারী পরিচালকবৃন্দ।

আলোচনার শুরুতে সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) রূপক রায় বলেন, ২০১৫ সালে সরকার কর্তৃক গৃহীত ইনোভেশন নীতিমালা বাস্তবায়নে কলেজ ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে বেশকিছু ইনোভেশন আইডিয়া সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কয়েকটি আইডিয়া বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়েছে। এদের মধ্য থেকে সেরা আইডিয়াগুলোকে নিয়ে একটি পুস্তিকা তৈরির উদ্যোগে গ্রহণ করা হয়েছে। কোভিড পরিস্থিতিতে এই ব্যবস্থাকে চলমান রাখতে বিভিন্ন উদ্ভাবনী কৌশল নিয়ে ভাবতে হচ্ছে। বর্তমানের বিরূপ পরিস্থিতিতে শিক্ষা অধিদপ্তরের বিভিন্ন উদ্ভাবনী কৌশলকে যদি সময় উপযোগী করে শিক্ষাঙ্গনে ছড়িয়ে দেয়া যায় তবে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা বেগবান হবে। তাই যুগোপযোগী ও সমৃদ্ধ আইডিয়াগুলো নিয়ে আমরা একটি পুস্তিকা প্রকাশ করতে চাই। অধিদপ্তরের প্রতিটি উইং-এ নিয়মিত কাজের পাশাপাশি কিছু ইনোভেটিভ কাজ করতে হয় যার মধ্যে কিছু কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সরাসরি উপকৃত হয় আবার কিছু কাজের মাধ্যমে তারা পরোক্ষভাবেও উপকৃত হয়। ইনোভেশন সম্পর্কিত সরকারের গাইডলাইনে অনেকগুলো আইডিয়ার কথা বলা হয়েছে, কিছু লক্ষ্য নির্ধারিত হয়েছে যার মধ্যে কতগুলো বাস্তবায়িত হয়েছে, কতগুলো বাস্তবায়নের পথে আছে- সেটিও নিয়মিত পর্যালোচনা করা হচ্ছে।

প্রফেসর ড. প্রবীর কুমার ভট্টাচার্য্য
পরিচালক (প্রশিক্ষণ)

সরকারি কর্মচারিদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নাগরিক সেবা সহজিকরণ এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠায় জনপ্রশাসনে উদ্ভাবন চর্চার বিষয়টিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ প্রদানের লক্ষ্যে উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা, ২০১৫ তৈরি করা হয়। সে কারণে বিভিন্ন দপ্তর, পরিদপ্তর, অধিদপ্তর তাদের উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ এবং এর সুযোগ সৃষ্টি, দক্ষতা বৃদ্ধি ও প্রয়োজনীয় নীতি-পদ্ধতি প্রণয়নে ইনোভেশন কমিটি কাজ করবে। সরকারি দপ্তরে উদ্ভাবনী কার্যক্রমকে সুশৃংখল ও নিয়মতান্ত্রিক করা এবং প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করাই ছিল উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনার উদ্দেশ্য।

সরকারি দপ্তরে উদ্ভাবনী উদ্যোগের যে ক্ষেত্রগুলি ছিল তাতে বলা ছিল সেবা প্রদানের বর্তমান অবস্থার উন্নয়ন হয়, সেবায় নাগরিকদের ভোগান্তি কমে, নাগরিকদের সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধি পায়, দাপ্তরিক কর্মপরিকল্পনার উন্নয়ন হয় এবং সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে শিক্ষা অধিদপ্তরের অংশীদারিত্ব থাকে তার একটা সামগ্রিক কর্ম পরিকল্পনা নির্ধারণ করা। এর সাথে অংশীজনকে সম্পৃক্ত করার কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের উদ্ভাবনী কার্যক্রমে সকল অংশীজনের সংশ্লেষ থাকে এবং তারা কার্যকর ভূমিকা রাখে। এ লক্ষ্যে অংশীজনদের নিয়ে অনেকগুলো কর্মশালায় অধিদপ্তরের কাজ সহজীকরণ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। মহাপরিচালক মহোদয়ের নেতৃত্বে বিভিন্ন সমন্বয় সভার মাধ্যমে সেবা সহজীকরণ অগ্রগতি চলমান রয়েছে। সেবা সহজিকরণের জন্য অংশীজনের কাছে বিভিন্ন সময় প্রস্তাব চাওয়া হয়েছে। বিভিন্ন সমস্যা নিষ্পত্তিতে ধাপ কমানো হয়েছে এবং সকল কর্মকর্তার জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হয়েছে। তবে আমাদের বিভিন্ন উইং এর কাজের ক্ষেত্রে সহজিকরণ করার ব্যাপারে যদি কোনো প্রস্তাবনা থাকে তবে ইনোভেশন কমিটি তা বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। জুলাই মাসে অর্থবছরের শুরুতে যদি আমরা আমাদের কাজের পরিকল্পনা ঠিক করতে পারি তবে সঠিক সময়ে কাজ শেষ করা সম্ভব হয়। সকল উইং থেকে সেবা সহজিকরণের জন্য যদি অর্থ বছরের শুরুতেই প্রস্তাব করে তবে আমরা একটা সঠিক কর্মপরিকল্পনা ঠিক করে এগিয়ে যেতে পারি।

প্রফেসর মোঃ আমির হোসেন
পরিচালক (মনিটরিং অ্যান্ড ইভালুয়েশান)

ইনোভেশন কীভাবে সহজিকরণ এবং সেবা গ্রহণ দ্রুততর করে কাঙ্খিত ফল পাওয়া যায় সে বিষয়ে কাজ করতে হবে। মনিটরিং উইংয়ের প্রধান কাজ হল প্রতিষ্ঠান ভিজিট করে তার প্রেক্ষিতে চেকলিস্ট অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহ করে তা রিপোর্ট আকারে আপলোড করা। যেহেতু আমাদের কয়েক হাজার রিপোর্ট আছে, সেহেতু কোন নির্দিষ্ট ডেটা খুঁজে বের করার জন্য একটা অ্যাপস তৈরি করা গেলে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ চাওয়া মাত্র আমরা যেকোনো ডেটা কমসময়ে দিতে পারব। আর প্রয়োজন অনুসারে আমরা এসব তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারব, এ থেকে কোন বিষয়ে জানতে চাইলে রেজাল্ট পাবো। এ বিষয়ে মাউশির ডিজি স্যারের সহায়তায় A2I এর সাথে একটা মেমোরেন্ডাম স্বাক্ষর হয় যাতে আমরা DMS Apps (DMS-Digital Management System) ডেভেলপ করতে পারি। এখানে যে কাজগুলো করা হয়েছে তা হলো, সকল কর্মকর্তা একই ফরম্যাট ব্যবহার করবে। যে চেকলিস্ট দেয়া হবে তাতে কোন এডিট বা পরিবর্তন করা যাবেনা। পরিদর্শনের প্রতিবেদন আপলোডের সাথে সাথে সকল স্তর হতে মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা হবে। GPS Apps এর মাধ্যমে Real Time Monitoring, Dash board এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের চিত্র দেখানো হবে। এই কোভিড ১৯ পরিস্থিতে কার্যক্রমকে গতিশীল করার জন্য আমরা বিকল্প ব্যবস্থার দিকে আগাচ্ছি। অনলাইন ক্লাস, অনলাইন পরিদর্শন কার্যক্রম চলবে এবং সেটাকে আরও বেগবান করার প্রত্যাশা করছি।

প্রফেসর মোঃ বেলাল হোসাইন
পরিচালক (মাধ্যমিক)

বক্তব্যের শুরুতেই পরিচালক (প্রশিক্ষণ) যা বলেছেন তার প্রশংসা করে আরও নতুন কিছু বিষয় পরিচালক (মাধ্যমিক) মহোদয় যুক্ত করেন। তিনি বলেন, আমাদেরকে সেবা সহজিকরণ বিষয়ে যেভাবে নির্দেশনা দেওয়া হবে সেভাবেই সেবা দেওয়া হবে। আমাদের সেবা গ্রহীতার সংখ্যা অনেক বেশি। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের যতগুলো উইং রয়েছে এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি সেবা প্রদান করা হয় মাধ্যমিক উইং এ। গত ছয় মাসে আমাদের কাছে প্রায় ছয় হাজার আবেদন এসেছে, এর মধ্যে প্রায় সকল আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

ইনোভেটিভ আইডিয়া নিয়ে এমন কিছু উদ্ভাবন করা যায় কি না যেটা দিয়ে বেশি সংখ্যক মানুষকে সহজে সেবা দেওয়া যাবে। সেবা সহজিকরণে অনলাইন ক্লাশ এবং অ্যাসাইনমেন্টের কাজগুলো সফলভাবে করার জন্য আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। করোনাকালীন সময়ে অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রম চললেও শতভাগ শিক্ষার্থী এর আওতাভুক্ত ছিল না, হয়ত ৯০ বা ৯২% এর মত ছিল। যদি দীর্ঘদিন ধরে আমরা শ্রেণিকক্ষে পাঠদান করতে না পারি তাহলে কি ছাত্রছাত্রীরা ক্লাশ করবে না? তারা কি শুধুই ঘরে বসে থাকবে? না, সেটা করলে চলবে না। শতভাগ শিক্ষার্থীকে শিক্ষা কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা যায় এ জন্য মাঠ পর্যায়ের সকল শিক্ষককে কাজে লাগানোর চেষ্টা করতে হবে। শিক্ষকদের আন্তরিকতাকে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। প্রধান শিক্ষকের ভূমিকা এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি। তবে ডিভাইসের অভাব, ধীরগতির ইন্টারনেট ও অভিভাবকদের উদাসীনতা অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রমের অন্তরায়।

যদি এক হাজার শিক্ষার্থীর মধ্যে ছয়শত জনকে অনলাইনে পাঠদান করা যায় বাকি চারশো জনকে অফলাইনে সেবা দিতে হবে। শিক্ষকদের বাড়ির আশেপাশে যেসব শিক্ষার্থী রয়েছে তাদেরকে সুবিধাজনকভাবে তারা ভাগ ভাগ করে নিয়ে পাঠদান করবে। এক্ষেত্রে প্রধান শিক্ষকের নির্দেশনা অনুযায়ী কেউ ৫০ জনকে কেউ ৩০ জনকে, প্রয়োজনে বাড়ি বাড়ি গিয়ে পাঠদান করবেন। এই উদ্ভাবনী আইডিয়াকে শুধু পাঠদানে সীমাবদ্ধ না রেখে, ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকগণ যাতে তাদেরকে পড়াশোনা ব্যতিরেকে অন্য কোন প্রফেশনে জড়িত করে না দেয়, সেজন্য অভিভাবকগণকেও সচেতন করতে হবে এবং শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে বোঝাতে হবে।

এমন একটি উদ্ভাবনী আইডিয়া তৈরি করতে যাতে কোন শিক্ষার্থীই ঝরে না পরে, সকল শিক্ষার্থীই শতভাগ পাঠগ্রহণের সুযোগ পায়। এক্ষেত্রে মাউশির ডিজি, পরিচালক, উপ-পরিচালক সহ অন্যান্য কর্মকর্তাও সকল রকম সহযোগিতা করবেন আশা করা যায়।

প্রফেসর ড. একিউএম শফিউল আজম
পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)

ডিজি স্যারসহ সকলেই গাইডলাইন দিয়েছেন ইনোভেশন কে আমরা কীভাবে বাস্তবায়ন করব। এর আলোকে যেতে চাইলে আমাদের যে ইনোভেশনের কাজগুলো আছে এগুলো কীভাবে সহজ করা যায় এটার পরিকল্পনা করতে হবে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নির্দেশক্রমে ডিজি মহোদয় ইনোভেশনের যে চ্যালেঞ্জ নিয়েছেন তা সহজিকরণ করে শিক্ষার্থী অব্দি পৌছে দিতে পারার ব্যবস্থা করব। সকলের সমন্বিত প্রয়াসে কাঠামোবদ্ধভাবে ধাপে ধাপে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কাজ করতে হবে। সহজ, সুন্দর এবং কম সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করতে হবে। কোন সেবাকে সহজিকরণ না করে ডিজিটালাইজেশন করলে জনগণ তার সুফল পাবে না। তাই সেবাকে সহজিকরণ করে ডিজিটা-লাইজেশন করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

প্রফেসর মো: শাহেদুল খবির চৌধুরী
পরিচালক (কলেজ ও প্রশাসন)

ইনোভেশন একদম নতুন বিষয়। আর পাবলিক সেক্টরে এটা একদমই নতুন যেটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় শুরু হয়। এতে কিছু বাধা আছে, চ্যালেঞ্জ আছে। এখানে বিভিন্ন ধারণা মোতাবেক কিছু কাজ হয়েছে, কিছু কাজ বাকি আছে। বিভিন্ন উইং ও পর্যায় থেকে যে সব ইনোভেশন ফাইনালাইজড হয় ওই গুলো নিয়ে একটি প্রকাশনা বের করতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান না খোলা অব্দি শিক্ষার্থীদের শিক্ষায় যুক্ত করা/রাখা দরকার এবং পাঠ্যক্রম মূল্যায়ন করা দরকার। এর জন্য যা যা দরকার অর্থাৎ শিক্ষাটিভি চালু, অনলাইন প্ল্যাটফরম চালু ইত্যাদি করতে হবে। ছাত্র এবং শিক্ষক উভয়ের ওপর ফোকাস রাখতে হবে এবং ইস্যুভিত্তিক কাজ করতে হবে। শিক্ষকরা ছাত্রদের অ্যাসাইনমেন্টের উপর মন্তব্য করবেন এবং ফরম্যাটিভ অ্যাসেসমেন্টে কাজ করবেন, মাইন্ডসেট করবেন ও মোটিভেট করবেন। আমাদের শিক্ষার্থীদেরকে এনগেজ করতে হলে আইডিয়া জেনারেট করতে হবে। তারা যেভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে তাদের ফিরিয়ে আনা জরুরী। অ্যাসাইনমেন্ট নিঃসন্দেহে একটি ভালো আইডিয়া যেটা নিয়ে আমরা কাজ শুরু করেছি। এর পাশাপাশি আরও কী কী নিয়ে কাজ করা যায় সেটা নিয়ে চিন্তা করতে হবে। এই Pandemic অবস্থায় Demographic Dividend এর সুফল পাওয়া আমাদের জন্য বেশ কঠিন হবে। সেজন্য শিক্ষার্থীদেরকে অ্যাকাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি তারা যাতে প্রফেশনাল স্কিল ডেভেলপ করতে পারে সেজন্য তাদের দিক নির্দেশনা দিতে হবে।

আমরা যদি আমাদের অধিদপ্তর থেকে এই সম্পর্কিত সুযোগ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদেরকে জানিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারি তবে তারা নিজেদের স্কিল ডেভেলপ করে বর্তমান জব মার্কেটে ঢুকে যেতে পারবে। মাউশির রুটিন মাফিক কাজের পাশাপাশি বর্তমান Pandemic পরিস্থিতিতে অ্যাকাডেমিক কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করার দিকে নজর দিতে হবে এই পরিস্থিতিতে শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে Personalized Learning এবং Self Learning এসবের কোনো বিকল্প নেই। বর্তমান পরিস্থিতিতে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে Activity Based, Project Based শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের বিকল্প নেই।

কাজেই Demographic Dividend এর সুবিধা পেতে গেলে এবং ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে গেলে টেকনোলজি বেইজড শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। ICT নির্ভর স্কিলগুলোকে আমরা যদি শিক্ষার্থীদের মাঝে সহজলভ্য করে দিতে পারি তবে গতানুগতিক পদ্ধতিতে অনার্স মাস্টার্স করার পর জব মার্কেটে আসবে এই ধারণা থেকে তারা বেরিয়ে আসতে পারবে।

প্রফেসর ড. সৈয়দ মো. গোলাম ফারুক
মহাপরিচালক

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের সম্মানিত মহাপরিচালক মহোদয় প্রফেসর ড. সৈয়দ মো. গোলাম ফারুক বলেন বর্তমানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বে জাতির উন্নয়নের প্রতিটি পদক্ষেপে ইনোভেশন এর মাধ্যমে সেবা প্রদান করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে । ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনকাল হতে ব্রিটিশ শাসকেরা আমাদের শিক্ষাখাতকে ইনোভেশন বিরোধী করে গড়ে তুলেছিল। তবে বর্তমানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বের জনসেবায় ইনোভেশনে আমূল পরিবর্তন এসেছে । তিনি আরো বলেন, আধুনিক যুগেও যদি আমরা পুরনো কথা তথ্য উপাত্তের মাধ্যমে যাচাই না করে অন্ধভাবে অনুসরণ করি তবে তা হবে ইনোভেশনের বিপরীত। এই চিন্তাধারা আমাদের পরিবর্তন করতে হবে। খারাপ রেজাল্টধারী হলেও আমাদের ছাত্রছাত্রীদের সুযোগ দেয়া উচিত কারণ ভুল না করলে ছাত্রছাত্রীরা ইনোভেটিভ হতে পারবে না। তবে কতটুকু ভুল গ্রহণযোগ্য হবে সেটাও ইনোভেশনের মাধ্যমে চিন্তা করতে হবে। এই করোনা সংকটে শিক্ষাক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন হচ্ছে। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষা-উপমন্ত্রী'র সুযোগ্য নেতৃত্বে আমাদের এই সুযোগ কাজে লাগাতে হবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে ইনোভেশনের মাধ্যমে আমাদের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হবে। সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। আমরা করোনা পরিস্থিতিতে সকল বিশেষজ্ঞের সাথে আলোচনা ও প্রচুর তথ্য উপাত্ত যাচাই করে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি এবং তা কারো উপর বোঝা হিসেবে চাপিয়ে দেইনি।

তিনি প্রখ্যাত দার্শনিক কেইন রবিনসন এর উদ্ধৃতি উল্লেখ করে বলেন, Innovation is an Imagination Which Has Value. আমাদের কল্পনা শক্তির শক্ত ভিত থাকতে হবে যা হতে হবে তথ্য ও উপাত্তভিত্তিক। বিভিন্ন কলেজের শিক্ষকদের সাথে যোগাযোগ করে জানা যায় যে, শিক্ষার্থীদের অনলাইন ক্লাসে উপস্থিতির হার অপ্রতুল। এ ব্যাপারে শিক্ষকদের মত জানতে চাইলে শিক্ষকরা জানান যে , ইন্টারনেট ডাটার খরচ শিক্ষার্থীরা বহন করতে না পারায় এমন হচ্ছে । আমি মনে করি, শিক্ষার্থীদের সকল সমস্যা ইনোভেশনের মাধ্যমে সমাধান করে তাদের সকলকে শিক্ষাব্যবস্থার সকল পদক্ষেপের সাথে জড়িত করতে হবে। কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ধারণাভিত্তিক নয় বরং ইনোভেটিভ ধারণার মাধ্যমে তথ্য ও উপাত্তের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। সেবা সহজীকরণে তথ্য ও উপাত্তের মাধ্যমে সকল উদ্যোগ গ্রহণ ইনোভেশনের অংশ। বর্তমানে শিক্ষাক্ষেত্রে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর শিক্ষা ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি উদ্ভাবনী প্রভাব রেখেছে এবং ভবিষ্যতে আমাদের আরো দায়িত্ব নিতে হবে। সে প্রেক্ষিতে সকল উইং এর পরিচালক মহোদয়গণকে প্রেরণার মাধ্যমে দায়িত্ব নিতে হবে। করোনা মহামারীতে শিক্ষা ব্যবস্থার ধারাবাহিকতায় বিচ্ছেদের কারণে আমরা যে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছি তা পূরণ করতে হবে। আমদের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় এর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী দুই মাসের মধ্যে দেশের সকল শিক্ষার্থীকে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার সকল পদক্ষেপের সাথে জড়িত করার চ্যালেঞ্জ আমাদের নিতে হবে। সেক্ষেত্রে যত প্রকার ইনোভেশন দরকার যেমন অনলাইন ক্লাস, টেলিভিশনের এর মাধ্যমে ক্লাস গ্রহণ এবং নতুন পদক্ষেপ হিসেবে অ্যাসাইনমেন্ট শুরু করেছি। এভাবেই সকল চ্যালেঞ্জ গ্রহণের মাধ্যমে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়ের সকল প্রতিশ্রুতি পূরণে ইনোভেটিভ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

২০২০-২১ অর্থবছরে মাউশি অধিদপ্তর কর্তৃক সেবা সহজিকরণ কার্যক্রম

সেবার নাম: শিক্ষাছুটি/প্রেষণে উচ্চ শিক্ষা/গবেষণা কাজে নিয়োজিত শিক্ষক/কর্মকর্তাদের আপডেট ডাটাবেজ সংরক্ষণসহ গবেষণা/উচ্চ শিক্ষার অগ্রগতি পরীবিক্ষণ সহজিকরণ

মো: তানভীর হাসান, সহকারী পরিচালক
মো: আবুল হোসেন, গবেষণা কর্মকর্তা

সেবাটি সহজিকরণের যৌক্তিকতা:

উচ্চশিক্ষা অথবা গবেষণায় নিয়োজিত কর্মকর্তাগণ তাদের নিজ নিজ কর্মস্থল থেকে অতি সহজেই নিজেদের তথ্যাদি পূরণ করতে পারবেন ফলে তাদের তথ্যাদি নিয়মিত আপডেট এবং অনলাইনে সংরক্ষণ থাকবে। পাশাপাশি গবেষণাকর্মের অগ্রগতির প্রতিবেদন দাখিল করতে পারবেন এবং এজন্য মাউশি অধিদপ্তরে আসার প্রয়োজন হবেনা। মাউশি অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ গবেষণার অগ্রগতির প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে গবেষণার/উচ্চ শিক্ষার অগ্রগতি পরীবিক্ষণ করবেন।

১) বিদ্যমান সেবা-পদ্ধতি বিশ্লেষণ

সেবা প্রদানের ধাপ	কার্যক্রম	প্রতি ধাপের সময় (দিন/ঘন্ট/মিনিট)	সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গ (পদবি)
ধাপ-১	প্রশিক্ষণ উইং থেকে তথ্য ফরম সংগ্রহ করে তা পূরণ, তথ্য রেজিস্টারে তথ্য লিপিবদ্ধকরণ	০১ দিন	আবেদনকারী
ধাপ-২	আবেদনকারী কর্তৃক প্রতি ০৬ মাস অন্তর গবেষণার অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিলের জন্য আবেদনপত্র জমা প্রদান	০১ দিন	আবেদনকারী
ধাপ-৩	আবেদনপত্র গ্রহণ, ডায়েরিভূক্তকরণ ও প্রশিক্ষণ শাখায় প্রেরণ	০৬-১২ ঘন্টা	রিসিভ শাখা
ধাপ-৪	পরিচালক প্রশিক্ষণ কর্তৃক পর্যালোচনা	০৩-০৫ ঘন্টা	পরিচালক (প্রশিক্ষণ)
ধাপ-৫	উপ-পরিচালক কর্তৃক পর্যালোচনা	০৩-০৫ ঘন্টা	পরিচালক
ধাপ-৬	সহকারী পরিচালক কর্তৃক পর্যালোচনা	০৩-০৫ ঘন্টা	উপ-পরিচালক
ধাপ-৭	গবেষণা কর্মকর্তা কর্তৃক পর্যালোচনা	০৩-০৫ ঘন্টা	সহকারী পরিচালক
ধাপ-৮	সংক্ষিপ্ত মন্তব্যসহ আবেদনকারীর ফাইলে সংরক্ষণের জন্য সংশ্লিষ্ট অফিস সহকারী বরাবর শাখায় প্রেরণ	০৩-০৫ ঘন্টা	গবেষণা কর্মকর্তা

ধাপ: ০৮ টি
সম্পৃক্ত জনবল: ৫ জন
সময়: ০৩-০৪ দিন

২) বিদ্যমান পদ্ধতির প্রসেস ম্যাপ (Process Map)

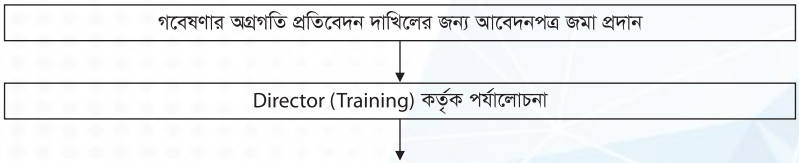

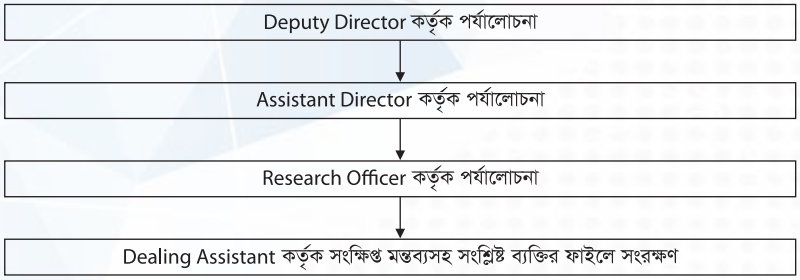

৩) বিদ্যমান সমস্যা সমাধানে ক্যাটাগরিভিত্তিক প্রস্তাবনা:

সেবা প্রদানের ধাপ	কার্যক্রম	সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গ (পদবি)
১। আবেদনপত্র/ফরম/ রেজিষ্টার/প্রতিবেদন	পূরণকৃত তথ্য ফরম এবং তথ্য রেজিস্টার হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, প্রয়োজনে তথ্য খুজে পেতে সমস্যা হয়, অগ্রগতির প্রতিবেদন দাখিলের জন্য সাদা কাগজে আবেদন করতে হয়	অনলাইনে তথ্য পূরণ এবং অগ্রগতির প্রতিবেদন দাখিল, ফলে হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই এবং এজন্য কোন আবেদন করারও কোন প্রয়োজন নেই
২। দাখিলীয় কাগজপত্রাদি	১. সাদা কাগজে আবেদন ২. পূরণকৃত তথ্য ফরম ৩. মাউশি অধিদপ্তরের ছাড়পত্র ৪. কোর্সের অগ্রগতির প্রতিবেদন (প্রতি ০৬ মাসের) গবেষণা সুপারভাইজারের স্বাক্ষরসহ	১. কোর্সের অগ্রগতির প্রতিবেদনের স্ক্যান কপি (প্রতি ০৬ মাসের) গবেষণা সুপারভাইজারের স্বাক্ষরসহ
৩। সেবার ধাপ	০৮	০২
৪। সম্পৃক্ত জনবল	০৫ জন	০১ জন
৫। স্বাক্ষরকারী/অনুমোদনের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তির সংখ্যা ও পদবি	১. পরিচালক (প্রশিক্ষণ) ২. উপ-পরিচালক (প্রশিক্ষণ) ৩. সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ) ৪. গবেষণা কর্মকর্তা (প্রশিক্ষণ) ৫. অফিস সহকারী	১. বর্ণিত কাজের জন্য অফিস কর্তৃক নিযুক্ত ব্যক্তি/এডমিন
৬। আন্তঃঅফিস নির্ভরশীলতা	নাই	নাই
৭। আইন/বিধি/প্রজ্ঞাপন ইত্যাদি	প্রযোজ্য নহে	প্রযোজ্য নহে
৮। অবকাঠামো/হার্ডওয়্যার ইত্যাদি	নাই	বিদ্যমান EMIS Software
৯। রেকর্ড/তথ্য সংরক্ষণ	রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা হয়	Software এ স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংরক্ষিত থাকবে
১০। প্রযুক্তির প্রয়োগ প্রযোজ্য কি না	না	হ্যাঁ
১১। খরচ (নাগরিক+অফিস)	৩০০-৮০০০/-	শূন্য
১২। সময় (নাগরিক+অফিস)	০৩-০৭ দিন	১০-১৫ মিনিট
১৩। যাতায়াত (নাগরিক)	০১ বার	শূন্য
১৪। অন্যান্য		

৪) প্রস্তাবিত প্রসেস ম্যাপ

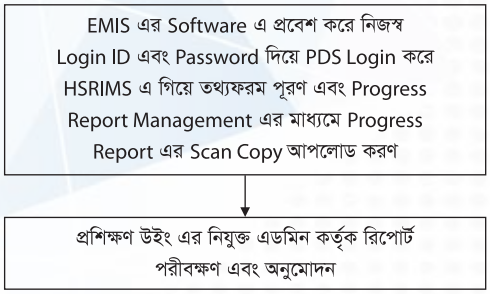

৫) তুলনামূলক বিশ্লেষণ (বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত পদ্ধতির ধাপভিত্তিক তুলনা):

বিদ্যমান প্রসেস ম্যাপের ধাপ	বিদ্যমান ধাপের বর্ণনা	প্রস্তাবিত প্রসেস ম্যাপের ধাপ	প্রস্তাবিত ধাপের বর্ণনা
ধাপ-১	প্রশিক্ষণ উইং থেকে তথ্য ফরম সংগ্রহ করে তা পূরণ, তথ্য রেজিস্টারে তথ্য লিপিবদ্ধকরণ	ধাপ-১	নিজস্ব PDS Login করে তথ্যফরম পূরণ এবং গবেষণার অগ্রগতির রিপোর্ট এর Scan Copy Upload করণ।
ধাপ-২	আবেদনকারী কর্তৃক প্রতি ০৬ মাস অন্তর গবেষণার অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিলের জন্য আবেদনপত্র জমা প্রদান	ধাপ-২	Admin কর্তৃক রিপোর্ট পরীবক্ষণ এবং Approve করা
ধাপ-৩	আবেদনপত্র গ্রহণ, ডায়েরীভূক্তকরণ ও প্রশিক্ষণ শাখায় প্রেরণ		
ধাপ-৪	পরিচালক (প্রশিক্ষণ) কর্তৃক পর্যালোচনা		
ধাপ-৫	উপ-পরিচালক কর্তৃক পর্যালোচনা		
ধাপ-৬	সহকারী পরিচালক কর্তৃক পর্যালোচনা		
ধাপ-৭	গবেষণা কর্মকর্তা কর্তৃক পর্যালোচনা		
ধাপ-৮	সংক্ষিপ্ত মন্তব্যসহ আবেদনকারীর ফাইলে সংরক্ষণের জন্য সংশ্লিষ্ট অফিস সহকারী বরাবর শাখায় প্রেরণ		

৬) TCV (Time, Cost & Visit) অনুসারে বিদ্যমান ও

	বিদ্যমান পদ্ধতি	প্রস্তাবিত পদ্ধতি
সময় (দিন/ঘন্টা)	০৩-০৭ দিন	১০-১৫ মিনিট
খরচ (নাগরিক ও অফিসের)	৩০০-৮০০/-	শূন্য
যাতায়াত	০১ বার	শূন্য
ধাপ	০৮	০২
জনবল	৫ জন	০১
দাখিলীয় কাগজপত্র	১. সাদা কাগজে আবেদন ২. পূরণকৃত তথ্য ফরম ৩. মাউশি অধিদপ্তরের ছাড়পত্র ৪. কোর্সের অগ্রগতির প্রতিবেদন (প্রতি ০৬ মাসের) গবেষণা সুপারভাইজারের স্বাক্ষরসহ	১. কোর্সের অগ্রগতির প্রতিবেদনের স্ক্যান কপি (প্রতি ০৬ মাসের) গবেষণা সুপারভাইজারের স্বাক্ষরসহ

উদ্ভাবন প্রকল্প ছক

দপ্তর/ প্রতিষ্ঠানের নাম: মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা

তারিখ: ০১/০৬/২০২১ খ্রি.

চিহ্নিত সেবার নাম: কেন্দ্রীয় অনলাইন শিক্ষা ব্যবস্থাপনা

চিহ্নিত সেবাটি বর্তমানে কীভাবে দেওয়া হয়? (বুকলেট আকারে)	চিহ্নিত সেবাটি বর্তমানে কীভাবে দেওয়া হয়? (প্রসেস ম্যাপ) উল্লেখযোগ্য প্রসেস ম্যাপ
ভর্তি প্রক্রিয়া: ফর্ম প্রদান; ফর্ম যাচাই; ব্যাংকে টাকা জমা; রশিদ, ফর্ম, সার্টিফিকেট যাচাই ও জমা; রোল নাম্বার দেয়া; রেজিস্ট্রি করা; কম্পিউটারে তথ্য এন্ট্রি। **অর্থ লেনদেন প্রক্রিয়া:** কলেজ নোটিশে জানিয়ে দেয় শিক্ষার্থী প্রদেয় অর্থের পরিমাণ। সেই অনুযায়ী ব্যাংকে টাকা জমাদান পূর্বক রশিদের এক কপি কলেজে জমা দিতে হয়। অনেকে ক্ষেত্রে কিছু অর্থ কলেজ অফিস সরাসরি গ্রহণ করে। অননুমোদিত অতিরিক্ত ফি আদায় করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। **পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা:** বিষয় বিশ্লেষণ, উপযুক্ত পরীক্ষার্থীর তালিকা প্রকাশ, কক্ষ ও আসন পরিকল্পনা, পরীক্ষা গ্রহণ, নম্বর পত্র তৈরি, এক্সেল বা অন্য সফটওয়্যার নম্বর এন্ট্রি এবং প্রক্রিয়াকরণ, প্রিন্ট, নোটিশ বোর্ডে নম্বরপত্র প্রদর্শন। **হাজিরা ব্যবস্থাপনা:** নির্দিষ্ট ক্লাসে হাজিরা খাতায় হাজিরা রেকর্ড করা হয়। মাস শেষে বা পরীক্ষার আগে শিক্ষার্থী অনুযায়ী হাজিরা গণনা করা হয়। **তথ্য আদান প্রদান প্রক্রিয়া:** শিক্ষার্থীর আবেদনের প্রেক্ষিতে চারিত্রিক সনদ, টেস্টিমোনিয়াল ইত্যাদি তথ্য যাচাই করে প্রদান করা হয়। নোটিশ বোর্ড, ওয়েবসাইট, সোশ্যাল মিডিয়াতে নোটিশ প্রদর্শন।	ভর্তি পদ্ধতির বর্তমান প্রসেস ম্যাপ 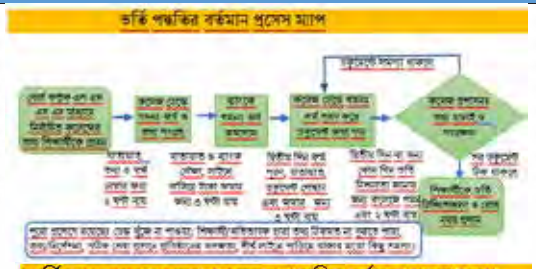 আর্থিক লেনদেন (স্বচ্ছতা ও দক্ষতা) পদ্ধতির বর্তমান প্রসেস ম্যাপ 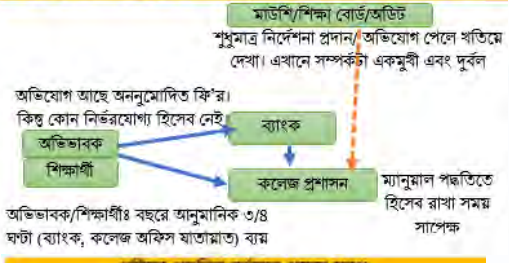 পরীক্ষা পদ্ধতির বর্তমান প্রসেস ম্যাপ হাজিরা পদ্ধতির বর্তমান প্রসেস ম্যাপ

(প্রকল্পটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমন কিছু জটিল সেবা পদ্ধতি সহজিকরণ এর উদ্দেশ্য করে প্রস্তাব করা হয়েছে যা ক্ষুদ্র পরিসরে বর্ণনা করা সম্ভবপর নয়। ফলে বর্তমান সেবাগুলো প্রদানের শুধুমাত্র কিছু উল্লেখযোগ্য বিষয় এখানে সন্নিবেশিত করা হল)	

চিহ্নিত সেবার মূল সমস্যা	সমস্যার পেছনের মূল কারণসমূহ	সেবাগ্রহীতা/প্রদানকারীর ভোগান্তি (TVC ++)
১। সেবাগ্রহীতা ও প্রদানকারীর মধ্যকার জটিল, সময়সাপেক্ষ, ভুলপ্রবণ: - **ভর্তি প্রক্রিয়া** - **অর্থ লেনদেন প্রক্রিয়া** (ভর্তি, বর্ষ পরিবর্তন ফি) - **তথ্য আদান প্রদান প্রক্রিয়া** (ফর্ম পূরণ, চারিত্রিক সনদ, টেস্টিমোনিয়াল, বিভিন্ন আবেদন)	• **স্বল্প সময়ে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীদের** কলেজ ভর্তি ও বিভিন্ন ফি প্রদান কার্যক্রম, বিভিন্ন সময়ের তথ্য প্রদান (ফর্ম পূরণ, ব্যানবেইস এর তথ্য হালনাগাদ ইত্যাদি) সম্পন্ন করা। সেবা প্রদানের **একটি প্লাটফরম/ডেস্ক/উইন্ডো** না থাকা (ফলে সেবাগ্রহীতা ও প্রদানকারীর মিথস্ক্রিয়ার সংখ্যা ও সময় বেড়ে যায়) • সেবা প্রদানের **ম্যানুয়াল পদ্ধতি** (রেজিস্ট্রি ইনপুট, টাকা জমা দেয়ার রশিদ পূরণ, রোল নাম্বার এন্ট্রি, একই তথ্য বার বার ভিন্ন ভিন্ন ডেস্কে দেয়া)	কলেজ প্রশাসন এবং শিক্ষার্থীদের ভর্তি, বিভিন্ন তথ্য ও ফি প্রদান সংক্রান্ত সেবা প্রদান এবং গ্রহণে- ➢ **দীর্ঘসূত্রিতা:** ব্যাংক এবং কলেজের বিভিন্ন ডেস্কে, লাইনে দাঁড়াতে, ডেস্কের মধ্যে যাতায়াতে সময় ব্যয়। ➢ **অর্থ:** যাতায়াত ব্যয় বৃদ্ধি, অতিরিক্ত লোকবল নিয়োগ। ➢ **দৈহিক এবং মানসিক ভোগান্তি:** প্রচুর রেজিস্টার পূরণ এবং স্বল্প সময়ে সেবা প্রদানের বাধ্যবাধকতা সেবাপ্রদানকারীর উপর চাপ তৈরি করে এবং ভুলের সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়। অন্যদিকে, সেবাগ্রহীতাদের উপর দৈহিক এবং মানসিক চাপের পাশাপাশি, বিভিন্ন ধাপের দীর্ঘ প্রক্রিয়া তাদের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি করে এবং সেবাপ্রদানকারীর উপর বিশ্বাসকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।
২। **ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি:** একেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একেক রকম শিক্ষার্থী, ভর্তি, এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি থাকার কারণে (স্বয়ংক্রিয় সফটওয়্যার ব্যবস্থাপনা থাকলেও কলেজ ভেদে সেগুলোর ভিন্নতা) সেবা প্রদানকারীর দক্ষতা প্রয়োগ/উন্নয়নে সমস্যা তৈরি করে অন্যদিকে সেবা গ্রহীতা সেবা প্রাপ্তির পদ্ধতি সম্পর্কে বিভ্রান্ত হয়।	• ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠানের **ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থাপনা** পদ্ধতি • ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠানের **ভিন্ন ভিন্ন সফটওয়্যার** ইন্টারফেস ব্যবহার (যদি সফটওয়্যার থেকে থাকে) • শিক্ষক/কর্মকর্তাদের **বদলিজনিত কারণে** তাদের ভিন্ন কলেজে ভিন্ন পদ্ধতি/সফটওয়্যার এর সাথে অভ্যস্ত হতে হয়।	**দীর্ঘসূত্রিতা:** দক্ষতার অভাবের কারণে সেবা প্রদানকারীর সেবা প্রদানে সময় বেশি লাগে **অর্থ:** সেবা প্রদানকারীকে নতুন পদ্ধতি সম্পর্কে পরিচিত করতে কলেজের পরোক্ষ খরচ বেড়ে যায়। সফটওয়্যার ডেভেলপার (আউটসোর্সিং প্রতিষ্ঠান) নতুন দায়িত্বপ্রাপ্তদের প্রশিক্ষণ বাবদ একটা খরচ সেবার সাথে যুক্ত করে দেয়। **মান:** পদ্ধতির ভিন্নতা সেবার মান কমিয়ে দেয়। যেহেতু সেবার প্রক্রিয়া কোন প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায় না, সেবাগ্রহীতা ও প্রদানকারীর দুই দলেরই বিভ্রান্ত হবার সুযোগ থাকে।

৩। পরীক্ষা ব্যবস্থাপনাঃ -সেবাপ্রদানকারীর জন্য শ্রমনিবিড় কাজে প্রচুর সময় ব্যয় করতে হয় -সেবাগ্রহীতা (শিক্ষার্থী, অভিভাবক) সঠিক সময়ে নির্ভুল ফলাফল সহজে দেখতে পারে না। -শিক্ষার্থীরা তাদের ফলাফলের পরিবর্তনের ধরনটা বিশ্লেষণ বা অনুধাবন করতে পারে না। -মহামারির মতো সঙ্কটকালীন অবস্থায় পরীক্ষা নেবার কোন ব্যবস্থাপনা নেই।	• ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে (কাগজ নির্ভর) পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা	**সময়ঃ** ফলাফল প্রকাশে এবং ফলাফলের অসঙ্গতি দূর করতে সময় বেশি লাগছে। **অর্থঃ** পরীক্ষার ব্যয় বাড়ছে। **মানঃ** সেবাগ্রহীতা (শিক্ষার্থী, অভিভাবক) সকল ফলাফল সহজে দেখতে পায় না। দেয়ালে টাঙানো ফলাফল (ক্লাস টেস্ট সহ অন্য পরীক্ষাগুলো) অনেক ক্ষেত্রে নিয়মিত দেখা সম্ভব নয়।
৪। বর্তমানে আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে ক্রয়ক্রিত সফটওয়্যার এর সীমাবদ্ধতাঃ -বিভিন্ন কলেজের তথ্যগুলো সমন্বয় করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যকার শিক্ষার্থীদের প্রকৃত ও তুলনামূলক অবস্থা বিশ্লেষণ করা সম্ভব হচ্ছে না। -একই সফটওয়্যার অনেক কলেজ আলাদাভাবে কিনছে ফলে খরচ বেড়ে যাচ্ছে। -শিক্ষক বদলি হলে সফটওয়্যার ব্যবহার না হওয়ার উদাহরণ আছে। -খরচের পরিমাণ উল্লেখ করা যায়। এ খাতে বৈধ উপায়ে ফি সংগ্রহ করার সুযোগ নেই। -শিক্ষার্থী অভিভাবকদের ব্যক্তিগত তথ্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কাছে থেকে যাচ্ছে। এটি বর্তমানে খুব ভীতিকর না হলেও ভবিষ্যতে যখন লাখ লাখ শিক্ষার্থীর বিস্তারিত তথ্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কাছে চলে যাবে সেক্ষেত্রে তথ্য গোপনীয়তা কঠিন হয়ে যাবে।	• বিভিন্ন কলেজের পরীক্ষা সফটওয়্যার ও শিক্ষা ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার এর উৎস ভিন্ন ভিন্ন প্রভাইডার হওয়ায় ভিন্ন সফটওয়্যার প্লাটফরম (বেসরকারি বাবস্থাপনায়) ব্যবহার করতে হচ্ছে।	**অর্থঃ** কলেজের সফটওয়্যার বাবদ অর্থ ব্যয় বেড়ে যায় যা শিক্ষার্থীদের উপর বর্তায় **মানঃ** একেক সফটওয়্যারের এর ইন্টারফেস একেক জায়গায় ভাল। কিন্তু সমন্বিত ভাবে সকল ভাল বিষয়গুলোর সুবিধা সেবাগ্রহীতা/প্রদানকারীরা পাচ্ছে না।
৫। আর্থিক স্বচ্ছতাঃ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অতিরিক্ত ফি আদায়ের সুযোগ থেকে যায়। অননুমোদিত অতিরিক্ত ফি আদায় করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সরকার জানতে পারেনা কে কত ফি আদায় করেছে? কার ছাত্র সংখ্যা কত। কোন প্রতিষ্ঠান অতিরিক্ত ভর্তি করছে কিনা?	• সরকারি /বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আদায়কৃত বিভিন্ন ফি এর নির্ভরযোগ্য তথ্য প্রাপ্তির কার্যকর পদ্ধতি নেই; যেটি ব্যবহার করে কেন্দ্রীয় ভাবে পর্যবেক্ষণ করা যেত এবং নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা যেত।	**অর্থঃ** সেবা গ্রহীতার ব্যয় বৃদ্ধি পায়।

৬। শিক্ষার্থী এবং কর্মচারীদের হাজিরা ব্যবস্থাপনা: - প্রতি ক্লাস এ হাজিরা নিতে গিয়ে, শ্রেণি কার্যক্রমের সময় কমে যায়। - ম্যানুয়াল হাজিরার তথ্য ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের শ্রেণিতে উপস্থিতির হার বেশি বাড়ান যায় না (পুরস্কার ও শাস্তির মাধ্যমে)। - শিক্ষার্থীর হাজিরার তথ্যের উপর শিক্ষা প্রশাসন (মাউশি, শিক্ষা মন্ত্রণালয়) বা গবেষকদের (ব্যানবেইস) সরাসরি নিয়ন্ত্রণ/প্রবেশ নেই। ফলে গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণে নীতিনির্ধারণ বা মূল্যায়নে সমস্যা তৈরি হচ্ছে।	• ম্যানুয়াল হাজিরা তথ্য রেজিস্ট্রি, প্রক্রিয়াকরণ ও ব্যবহারে সময় এবং দক্ষতা বেশি প্রয়োজন। • ম্যানুয়াল হাজিরা তথ্য রিয়াল টাইম এ ব্যবহার করে অভিভাবক, শিক্ষার্থীদের, এবং কলেজ প্রশাসনকে সময় সময়ে হাজিরার অবস্থা জানানো যায় না। • হাজিরা তথ্য অন্য তথ্যের (ফলাফল, অবকাঠামো ইত্যাদি) সাথে সমন্বয় করা যায় না।	**দীর্ঘসূত্রিতা:** শ্রেণির প্রকৃত সময় কমে যাচ্ছে **অর্থ:** কর্মচারীদের সেবার সর্বাধিক ব্যবহার করা যাচ্ছে না। এছাড়া হাজিরা খাতার খরচ একই রয়ে যাচ্ছে। **মান:** উপস্থিতি হারের হ্রাসের জন্য গুণগত শিক্ষা নিশ্চিত করা কষ্টকর হচ্ছে; সরকারি নীতি নির্ধারক প্রতিষ্ঠান সম্ভাবনাময় হাল নাগাদ উপস্থিতি সংক্রান্ত তথ্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

সমস্যা ও এর কারণ এবং প্রভাব সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত বিবৃতি (Why, What, Who, Where, When and How)

বাংলাদেশের কলেজগুলোর সার্বিক ব্যবস্থাপনা, বিশেষ করে ভর্তি, হাজিরা, অর্থনৈতিক লেনদেন, পরীক্ষা, শিক্ষক-শিক্ষার্থী-অভিভাবক মিথস্ক্রিয়া ব্যবস্থাপনা এখনও অনেক জটিল, সময়সাপেক্ষ, ভুলপ্রবণ। যদিও সংখ্যাগত শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলাদেশ অভাবনীয় সাফল্য দেখিয়েছে, কিন্তু গুণগত শিক্ষা নিশ্চিত করতে বর্তমান শিক্ষা সেবার গুণগত পরিবর্তন অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। কলেজ শিক্ষায় সেবাগ্রহীতা এবং সেবা দাতার মিথস্ক্রিয়ার যে উপায় বা মাধ্যমগুলো রয়েছে সেখানে অনেক সমস্যা এখনও রয়ে

গেছে। ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে হাজিরা গ্রহণ বাংলাদেশের সকল শিক্ষার্থীর মোট কত শ্রেণি ঘন্টার অপচয় ঘটায় তা কিছুটা হলেও অনুমেয়। আবার এত সময় যে কারণে (উপস্থিতি নির্ণয়) শিক্ষার্থীর জীবন থেকে হারিয়ে গেল, সেটার কোন অফফিসিয়াল তথ্য নীতিনির্ধারক পৌছায় না সঠিক পদ্ধতির অভাবে। সঠিক নজরদারি পদ্ধতির অভাবে যে অতিরিক্ত অর্থ শিক্ষার্থীর অভিভাবককে কলেজকে পরিশোধ করতে হয় সেটাও উদ্বেগজনক। ধারাবাহিক মূল্যায়নের যে ধারণা আমরা প্রয়োগ করতে চাচ্ছি এবং পরীক্ষা পদ্ধতিকে আরও সহজ করার আমাদের যে চেষ্টা সেটাও খুব সমস্যাসঙ্কুল হয়ে যাচ্ছে সঠিক সেবাগ্রহীতা এবং সেবাদাতার বর্তমান মিথস্ক্রিয়ার ধরনে। বর্তমান মহামারি আমাদের দেখিয়েছে যে আমাদের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার মিথস্ক্রিয়ার ত্রুটি এবং আমাদের সম্ভাবনাকে। যেখানে কম্পিউটার এর এক ক্লিকে একটি কলেজের ১২০০ শিক্ষার্থীর অভিভাবকের কাছে পরীক্ষার ফলাফল, তথ্য, বিভিন্ন মূল্যায়ন, নোটিশ পাঠান সম্ভব, সেখানে তাদেরকে ক্রমাগত কলেজের নোটিশ বোর্ডে নিয়ে আসা বা তথ্যের জন্য উদ্বিগ্ন রাখা সেবা সহায়ক নয়। বর্তমানে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই সফটওয়্যার কেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনার দিকে ঝুকছে। কিন্তু এক্ষেত্রেও কিছু গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা রয়ে গেছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন সফটওয়্যার কোম্পানির প্লাটফরম ব্যবহার করছে। আবার একই প্রতিষ্ঠান পরীক্ষার জন্য এক প্লাটফরম আবার অন্যান্য ব্যবস্থাপনার জন্য অন্য প্লাটফরম ব্যবহার করছে। আবার এই সকল শিক্ষার্থীর তথ্য একদিকে বাইরের ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানের হাতে থেকে যাচ্ছে, অন্যদিকে সরকারি নীতিনির্ধারক প্রতিষ্ঠানের এই কলেজের এই মূল্যবান তথ্যে কোন অ্যাক্সেস বা নিয়ন্ত্রণ নেই। অর্থাৎ সেবা সহজ করতে গিয়ে যে প্রক্রিয়া আমারা ব্যবহার করছি, সে প্রক্রিয়ায় ভবিষ্যতে আমরা আরও যে সকল সেবা তৈরি করতে পারি তার সুযোগ নষ্ট হচ্ছে।

সমস্যার প্রস্তাবিত সমাধান/আইডিয়া (বুকলেট আকারে)	সমস্যার প্রস্তাবিত সমাধান/আইডিয়া (প্রসেস ম্যাপ) একজন শিক্ষার্থী/অভিভাবক এর মিথস্ক্রিয়ার প্রতীকী ম্যাপ
কেন্দ্রীয় অনলাইন শিক্ষা ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি **প্রকল্প উপাদান-০১ (অনলাইন ভর্তি ও ফর্ম পূরণ সেবা)** • শিক্ষার্থী ঐ প্রতিষ্ঠানে ওয়েব সাইটে প্রবেশ করে নিজের ইউনিক আইডি SSC রোল ইনপুট দিয়ে ভর্তি ফর্ম ওপেন করে সকল তথ্য প্রদান করবে। • ঘরে মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত ফি প্রদান করে ফর্ম সাবমিট করবে। • ভর্তি কমিটি তথ্য যাচাইয়ের পর ফর্ম রিসিভ করলে শিক্ষার্থী ক্লাস রোল সহ একটি SMS পাবে। • কলেজ সুবিধাজনক সময়ে অথবা মূল কাগজপত্র জমা দেওয়ার দিনে আঙ্গুলের ছাপ জমা নিবে এবং শিক্ষার্থীর নিকট থেকে মূল কাগজপত্র সংগ্রহ করবে। • প্রতিষ্ঠান যোগ্য শিক্ষার্থীর (পরীক্ষায় উত্তির্ণ ও সন্তোষজনক হাজিরা) তালিকা প্রকাশ করলে শিক্ষার্থী মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে ফি প্রদান করে ফর্ম পূরণের কাজ সম্পন্ন করবে। • শিক্ষা বোর্ড চাইলে এই হাজিরা তথ্য দেখে ৮০% হাজিরা যাদের আছে তাদের ফর্ম পূরণ করতে দিতে পারে। **প্রকল্প উপাদান-০২ (পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা সেবা)** **অফলাইন** • যোগ্য শিক্ষার্থীর তালিকা প্রকাশ (যাদের হাজিরা সন্তোষজনক বা ৮০% তারা শুধুমাত্র পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে)। • সিট প্লান, কক্ষ ভিত্তিক আসন বিন্যাস, হাজিরাপত্র অটোমেটিক তৈরি করা যাবে। • পরীক্ষা শেষ হলে শিক্ষক খাতা মূল্যায়ন করে নিজ আইডি পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে সফটওয়ারে নম্বর পত্র এন্ট্রি করবেন। • প্রতিষ্ঠান ফলাফল প্রকাশ করলে শিক্ষার্থী বাসায় বসে নিজ আইডি পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে ফলাফল দেখবে। সঠিক উত্তর সমূহও দেখতে পারবে। **অনলাইন (স্বাভাবিক সময়ে এবং মহামারীকালে)**	

- শিক্ষকগণ তাদের বিষয়ে অধ্যায় অনুযায়ী CQ ও MCQ প্রশ্ন (যত নম্বরে পরীক্ষা তার দ্বিগুণ প্রশ্ন) আপলোড করবেন কেন্দ্রীয় সফটওয়ারে।
- শিক্ষার্থী SMS এর মাধ্যমে প্রাপ্ত আইডি পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে লগ ইন করে নির্ধারিত দিনে ও সময় পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে।
- পরীক্ষা শেষ হলে প্রতিষ্ঠান ফলাফল প্রকাশ করবে এবং অভিভাবককে SMS প্রদান করলে, শিক্ষার্থী বাসায় বসে নিজ আইডি পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে তার ফলাফল দেখতে পারবে।

প্রকল্প উপাদান-০৩ (ডিজিটাল হাজিরা সেবা)

- শিক্ষার্থী মূল কাগজপত্র জমা দেওয়ার দিনে প্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থী আঙ্গুলের ছাপ গ্রহণ করবে।
- শিক্ষার্থীর প্রতিদিন কলেজে প্রবেশ ও প্রস্থানের সময় ডিজিটাল হাজিরা মেশিনে আঙ্গুল স্ক্যান করে হাজিরা দিবে।
- যাদের আঙ্গুলে রেখা নেই তারা কিউআর কোড/বারকোড স্ক্যান করে হাজিরা দিবে।
- অনুপস্থিত শিক্ষার্থীর অভিভাবক ক্লাস শুরুর ১৫ মিনিটের মধ্যে অনুপস্থিতির SMS পাবেন।
- প্রতিষ্ঠান সকল ধরণের নোটিশ SMS এর মাধ্যমে প্রদান করতে পারবে।
- কোন অভিভাবক চাইলে শিক্ষার্থীর সাপ্তাহিক ও হাজিরা সিট প্রদর্শন।

প্রকল্প উপাদান-০৪ (অনলাইনে সনদ প্রদান, বৃত্তির আবেদন ও অন্যান্য সেবা)

- টেস্টিমোনিয়াল, চারিত্রিক সনদ, স্টুডেন্ট সনদ এসব ডকুমেন্ট ঘরে বসেই আবেদন করতে পারবে। রেডি হয়ে গেলে টেক্সট মেসেজ যাবে, কলেজ এ গিয়ে সংগ্রহ করবে।
- তার বেতন, ফি হ্রাস, দরিদ্র তহবিল, উপবৃত্তিসহ অন্যান্য বৃত্তির আবেদন ঘরে বসেই করতে পারবে।

প্রকল্প উপাদান-০৫ (শিক্ষার্থী অ্যাপ)

- শিক্ষার্থী/অভিভাবক ক্লাস, পরীক্ষা, ছুটি সহ বিভিন্ন বিষয়ে নোটিফিকেশন পাবে। ফলে শিক্ষার্থী কোন কলেজের সাথে সব সময় সম্পৃক্ত থাকবে।

হাজিরা পদ্ধতির প্রস্তাবিত প্রসেস ম্যাপ

আর্থিক লেনদেন (স্বচ্ছতা ও দক্ষতা) পদ্ধতির প্রস্তাবিত প্রসেস ম্যাপ

• নির্ধারিত সময়ে তার শ্রেণি ফলাফল, হাজিরা পরিসংখ্যান দেখতে পাবে। গ্রাফ এর মাধ্যমে শিক্ষার্থী/অভিভাবক সময়ের সাথে সাথে শ্রেণিতে শিক্ষার্থীর অবস্থান এর একটি তুলনামূলক চিত্র পাবে। • শিক্ষকদের নির্দেশনা এবং শ্রেণি উপকরণ অ্যাপ থেকে দেখা যাবে।	

উদ্ভাবনী আইডিয়ার শিরোনাম: কেন্দ্রীয় অনলাইন শিক্ষা ব্যবস্থাপনা

প্রত্যাশিত ফলাফল (TVC++): যেহেতু একটি উদ্যোগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন অংশের আমূল পরিবর্তন আনবে, তাই বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সেবার সহজিকরণকে সময়, খরচ, যাতায়াতের সংখ্যা দিয়ে এই স্বল্প পরিসরে মূল্যায়ন করা সমস্যাসঙ্কুল। তবে ১২০০ শিক্ষার্থীর একটি কলেজের অভিভাবকদের উপর ০১ বছরে প্রত্যাশিত ফলাফলের আনুমানিক একটি মোট (১২০০ জনের) প্রাক্কলন করা হল :

	সময় (দিন)	খরচ (টাকা)	যাতায়ত (কতবার)
আইডিয়া বাস্তবায়নের পূর্বে	৪৮০০ (৪*১২০০)	৩৬,০০,০০০/- (৩০০০/-*১২০০)	৩৬০০ (৩*১২০০)
আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে	১২০০ (১*১২০০)	৬,০০,০০০/- (৫০০/-*১২০০)	১২০০ (১*১২০০)
মোট পার্থক্য	৩৬০০	৩০,০০,০০০/-	২৪০০
অন্যান্য (TVC কমেনি, কিন্তু গুণগত মান বৃদ্ধি কিংবা অন্যান্য সুবিধা বেড়েছে)	উদ্যোগ যে সকল ক্ষেত্রে গুণগত পার্থক্য তৈরি করবে তার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দেয়া যেতে পারে- ১। শিক্ষার্থীর উপস্থিতির হার বৃদ্ধি; ২। অ-অনুমোদিত ফি আদায়ের হ্রাস; ৩। অভিভাবকদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে মিথস্ক্রিয়ার জন্য সময়, খরচ, যাতায়াত কমে যাবে উল্লেখযোগ্যভাবে; ৪। অনলাইন শিক্ষা সফটওয়্যার এর খরচ কমে যাবে; ৫। প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত খরচ কমে যাবে; ৬। তথ্য সেবা আরও সহজ হবে শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং শিক্ষা প্রশাসনের জন্য; ৬। নীতিনির্ধারক জন্য বিশাল তথ্য ভাণ্ডার উন্মুক্ত হবে; ৭। টেস্টিমোনিয়াল, বিভিন্ন সনদ সেবাগুলো আরও সহজ এবং দ্রুত হবে।		

উদ্যোগটির মধ্যে নতুনত্ব কী?

যে উদ্যোগটি প্রস্তাব করা হয়েছে তা অনেক প্রতিষ্ঠানেই বিচ্ছিন্নভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এই প্রস্তাবের নতুনত্ব হল- একটি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনায় সরকারিভাবে কম খরচে এবং স্থায়ী অনলাইন ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার প্লাটফরম তৈরি করা, যেখানে নিম্নোক্ত সুযোগসমূহ তৈরি করা যাবে:

- অভিভাবক এবং শিক্ষার্থী এই একটি প্লাটফরম দিয়ে কলেজের সাথে সহজে মিথস্ক্রিয়া (নোটিশ, ফলাফল, অনলাইন পরীক্ষা, শ্রেণি উপকরণ) করতে পারবে।
- মাউশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আদায়কৃত ফি সম্পর্কে ধারণা পাবে। কোন প্রতিষ্ঠান অতিরিক্ত ফি আদায় করলো কিনা মাউশি যাচাই করতে পারবে।
- শিক্ষার্থীর উপস্থিতি নিশ্চিত করা গেলে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা সহজ হবে।
- যেকোন প্রয়োজনে মাউশি শিক্ষার্থী সম্পর্কিত তথ্য দ্রুতই জানতে পার।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির দিনে ধাক্কা-ধাক্কি মারামারির মত ঘটনা ঘটবে না।
- ফি জালিয়াতি করে ভর্তির সুযোগ থাকবেনা।
- প্রতিষ্ঠানসমূহের হিসাব সংক্রান্ত কার্যক্রম সহজতর হবে।
- ছোট বড় সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একই ধরণের ডিজিটাল ব্যবস্থাপনায় আসবে।

প্রসারণযোগ্যতা (expandability) ও স্থায়িত্ব (sustainability)

উদ্যোগটির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল খুব ক্ষুদ্র পরিসরে শুরু করে খুব কম খরচে এটা পুরো শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রয়োগ করা যায়। যেমন ৩২০ টি সরকারি কলেজ এই উদ্যোগের প্রাথমিক স্টেকহোল্ডার হলেও, প্রায় একই সেট আপ ব্যবহার করে বাংলাদেশের সরকারি-বেসরকারি সকল মাধ্যমিক এবং কলেজ পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এই সফটওয়্যার এর আওতায় আনা সম্ভব। এছাড়া, প্রকল্পটিতে যেহেতু লোকবল এবং অফিস স্পেস খুব কম লাগছে এবং বর্তমানে আইসিটি প্রোফেসনাল শিক্ষা ক্যাডারে নিয়োগপ্রাপ্ত হচ্ছে, তাই আশা করা যায় ভবিষ্যতে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর প্রকল্পটির কার্যক্রমকে নিজেদের মৌলিক কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করে উদ্যোগটিকে স্থায়িত্ব দিতে সক্ষম হবে।

- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একা এত বড় খরচ বহন করতে হবেনা।
- শিক্ষকদের বদলিজনিত কারণে এই অনলাইন শিক্ষা ব্যবস্থাপনা বন্ধ হবেনা।
- সকল শিক্ষককে বুনিয়াদী প্রশিক্ষণের সময় এই অনলাইন শিক্ষা ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিলে এটি ফলপ্রসূ হবে।

প্রয়োজনীয় রিসোর্সঃ

খাতসমূহ	বিবরণ	প্রয়োজনীয় অর্থ	উৎস
জনবল	৪ জন [৩ জন বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডার (আইসিটি) + ১ জন অফিস সহকারী (আউটসোর্সিং)]	১ জন অফিস সহকারীর ৫ মাসের বেতনঃ ৮০,০০০/-	শিক্ষা মন্ত্রণালয়/মাউশি
কারিগরি যন্ত্রপাতি (সফটওয়্যার/ কম্পিউটার)	৩ টি কম্পিউটার (সার্ভার), প্রিন্টার, হাজিরা মেশিন, নেটওয়ার্ক যন্ত্রপাতি, সফটওয়্যার	১৫,০০,০০০/-	
অফিস স্থাপন (আসবাব+স্টেশনারী)	চেয়ার, টেবিল, আলমারি ইত্যাদি	১,০০,০০০/-	
প্রশিক্ষণ	নায়েমে ৫ দিন ব্যপি ৮ পাইলটিং কলেজের ১৬ প্রতিনিধির প্রশিক্ষণ	২,০০,০০০/-	
পরিদর্শন	২ টি কলেজ	১,০০,০০০/-	
সার্ভার, হাজিরা মেশিন ক্রয় ও স্থাপন	৮ পাইলটিং কলেজে	২০,০০,০০০/-	
কর্মশালা	৩ টি (২০ জন অংশগ্রহণকারী)	১,২০,০০০/-	
যাতায়াত	অফিস এবং পাইলটিং কলেজ এর মধ্যে	২,০০,০০০/-	
মোট		৪৩,০০,০০০/-	

আইডিয়া ওনারদের তথ্য (কর্মশালায় যারা আইডিয়া প্রণয়ন/ তৈরিতে যুক্ত আছেন

কর্মকর্তার নাম	পদবী	কর্মস্থল	মোবাইল	ইমেইল	পাইলটিং এলাকা
কাজী আসাদুল ইসলাম	সহকারী অধ্যাপক, রসায়ন	সাতক্ষীরা সরকারি কলেজ, সাতক্ষীরা	০১৭২৩৭১৪১৬১	kaichapal@gmail.com	ঢাকার নিকটবর্তী ৮ টি সরকারি কলেজ
মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মামুন	সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি	সরকারি তিতুমীর কলেজ, ঢাকা	০১৭৯৩৫৯২৫৪১	russell.mamun@gmail.com	
মোহাম্মদ মফিজুল ইসলাম ভূঁইয়া	সহকারী অধ্যাপক, অর্থনীতি	সবুজবাগ সরকারি কলেজ, ঢাকা	০১৭১৮১৭৫৭৫৫	mahfuzeco@gmail.com	
মো. ইসমাইল হোসেন	সহকারী অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান	সবুজবাগ সরকারি কলেজ, ঢাকা	০১৮১১২০৯৫৪৯	Sust71@gmail.com	

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ইনোভেশন আইডিয়া

উদ্ভাবন প্রকল্প ছক

দপ্তর/প্রতিষ্ঠানের নাম: সরকারি সিটি কলেজ, চট্টগ্রাম তারিখ: ২৮/০২/২০২১

চিহ্নিত সেবার নাম: শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি

চিহ্নিত সেবাটি বর্তমানে কীভাবে দেয়া হয় (বুলেট আকারে)?		চিহ্নিত সেবাটি বর্তমানে কীভাবে দেয়া হয় (প্রসেস ম্যাপ)?
শিখন কার্যক্রম		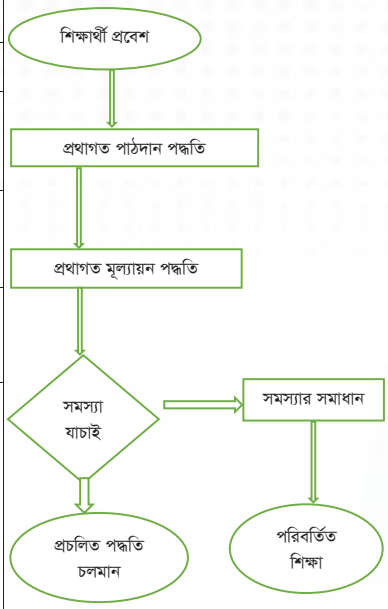
প্রথাগত (স্বাভাবিক পরিস্থিতি)	অনলাইন (অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি)	
লেকচার পদ্ধতিতে ক্লাস গ্রহণ	Zoom, Google meet এবং Facebook এ ক্লাস গ্রহণ	
কাগজ নির্ভর পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণ	Google Form ব্যবহার করে ক্লাস গ্রহণ	
অ্যানুয়াল মূল্যায়ন করে ফলাফল প্রদান	সফটওয়্যারে মূল্যায়ন করে ফলাফল প্রদান	

> Do one thing every day that scares you
>
> **-Eleanor Roosevelt**

চিহ্নিত সেবার মূল সমস্যা	সমস্যার পেছনে মূল কারণসমূহ	সেবা গ্রহীতা/প্রদানকারীর ভোগান্তি (TCV++)
১) মিথস্ক্রিয়ার ঘাটতি ২) উপস্থিত তুলনামূলক কম ৩) কার্যকর মনিটরিংয়ের সুযোগ কম ৪) লাইভ ক্লাসে ছাত্র ছাত্রীদের অংশগ্রহণের সীমাবদ্ধতা ৫) একই সময়ে পর্যাপ্ত ক্লাসের ব্যবস্থা করতে না পারা ৬) সময়মতো কোর্স সম্পাদন না হওয়া	শিক্ষক শিক্ষার্থীর অনুপাত যথাযথ নয় দূরত্ব ও যাতায়াত ব্যয়ের কারণে উপস্থিতি কম ধীর গতির ডাটা/নেট সমস্যা শিক্ষার্থীদের আর্থিক সীমাবদ্ধতা ফ্রি লাইভ স্ট্রিমিং অ্যাপ ব্যবহারের কারণে অংশগ্রহণকারীর সমস্যা এবং সময় এর সীমাবদ্ধতা পাবলিক পরীক্ষাসমূহ এবং অপ্রত্যাশিত বিভিন্ন কারণে ক্লাস সংখ্যা কমে যাওয়া	১) অপ্রতুল ক্লাসের কারণে সময়মতো সিলেবাস শেষ না হওয়া ২) প্রথাগত পদ্ধতিতে কোন শিক্ষার্থী কোন গুরুত্বপূর্ণ পাঠ গ্রহণে অপারগ হলে সেটি পরে করার সুযোগ নাই ৩) দূর-দূরান্তে অবস্থানকারী শিক্ষার্থীদের আর্থিক সমস্যার কারণে ক্লাসে উপস্থিত হতে না পারা ৪) শিক্ষার্থীদের বিচ্ছিন্ন উপস্থিতির কারণে শিক্ষকদের সিলেবাসের ধারাবাহিকতা ব্যাহত হওয়া ৫) অধিক শিক্ষার্থীর কারণে পাঠদান ও মূল্যায়নে সমস্যা
সমস্যা এবং এর কারণ ও প্রভাব সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত বিবৃতি (why, what, who, where, when & how)		
সরকারি কলেজগুলোতে অপেক্ষাকৃত দরিদ্র শিক্ষার্থীরা ভর্তি হয়। দূরত্ব ও যাতায়াত ভাড়ার কারণে এই শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা নিয়মিত ক্লাস করতে পারেনা। এত তাদের ধারাবাহিকতা ব্যাহত হয়। মিস করা ক্লাস/পাঠগুলো পাওয়ার কোন সুযোগ থাকেনা।		

সমস্যার প্রস্তাবিত সমাধান/আইডিয়া (বুলেট আকারে)	সমস্যার প্রস্তাবিত সমাধান/আইডিয়া (প্রসেস ম্যাপ)
প্রথাগত শিক্ষা পদ্ধতির পাশাপাশি অস্থায়ীভাবে সহজে ব্যবহারযোগ্য ডিজিটাল শিক্ষা কার্যক্রম প্রবর্তনের মাধ্যমে Blended Classroom প্রতিষ্ঠা করা ব্যাখ্যা:	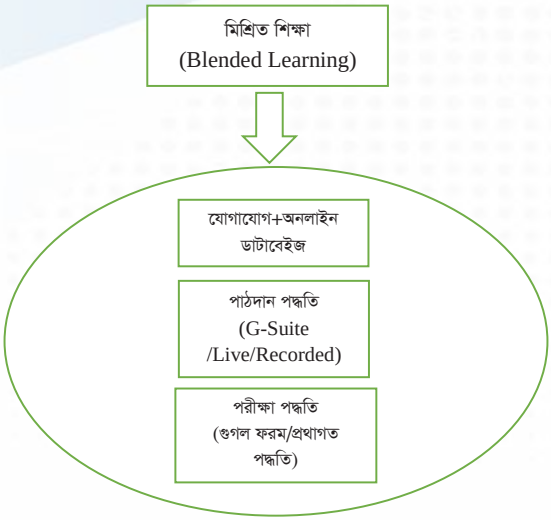
Blended শিক্ষা পদ্ধতি (G-Suite/Customized Software এর মাধ্যমে)	
ডিজিটাল শিক্ষা কার্যক্রম G-Suite এর পরিশোধিত সেবা বাস্তবায়নের মাধ্যমে নিম্নের সুবিধাসমূহ নিশ্চিত করা: ১) প্রত্যেক শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর জন্য আলাদা প্যানেল। ২) বিষয়ভিত্তিক আলাদা ক্লাসরুম। ৩) সিলেবাসের প্রতিটা অংশ নিয়ে ডিজিটাল ক্লাস ক্লাউড সার্ভারে সংরক্ষণ ৪) শিক্ষাথীদের আন্তর্জাতিক মানদন্ড অনুযায়ী মূল্যায়নে অভ্যস্ত করা। ৫) শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সকল কার্যক্রম স্বয়ংক্রিয় ভাবে Google Sheet এ সংরক্ষণ।	
শ্রেণি কক্ষের প্রথাগত ক্লাসটি নির্দিষ্ট বিষয়ের Google Class Room এ লাইভ সম্প্রচার/রেকর্ডেড ভিডিও আপলোড।	

আইডিয়া পাইলটিং টিম (নাম, পদবী, কর্মস্থল, মোবাইল নম্বর):				
টিম লিডার	সদস্য-১	সদস্য-২	সদস্য-৩	
নাম: মোহাম্মদ আকরাম হোসেন পদবী: সহযোগী অধ্যাপক কর্মস্থল: সরকারি সিটি কলেজ, চট্টগ্রাম মোবাইল নং-০১৮১৯৭১৫৫৭	নাম: মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন পদবী: সহকারী অধ্যাপক কর্মস্থল: সরকারি সিটি কলেজ, চট্টগ্রাম মোবাইল নং-০১৭১৬৬৪০৭২১	নাম: আবদুল মান্নান পদবী: সহকারী অধ্যাপক কর্মস্থল: সরকারি সিটি কলেজ, চট্টগ্রাম মোবাইল নং-০১৭১২২০৬২৭২	নাম: এ কে এম ইফতেখারুল আলম চৌধুরী পদবী: প্রভাষক কর্মস্থল: সরকারি সিটি কলেজ, চট্টগ্রাম মোবাইল নং-০১৮১৯৮২২১০১	

স্টেকহোল্ডারদের তথ্য (পাইলটিং টিমের বাইরে আইডিয়াটি বাস্তবায়নে যে যে ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান জড়িত)			
আইডিয়ার অনুমোদনকারী অধ্যক্ষ	পার্টনার নাই	পরামর্শক/সহায়তাকারী নাই	বিরোধিতাকারী (যদি থাকে): নাই

প্রয়োজনীয় রিসোর্স			
খাতসমূহ	বিবরণ	প্রয়োজনীয় অর্থ	উৎস
• জনবল	কলেজে কর্মরত ১২০ জন শিক্ষক		কলেজ প্রশাসন
• কারিগরি যন্ত্রপাতি (সফটওয়্যার/কম্পিউটার)	G-Suite, Webcam,Sound System, Lighting System	১২০০০০/-	
• বস্তুগত উপকরণ (স্টেশনারী, বাল্ক এসএমএস)	২৫২০০০ SMS	৩০০০/-	
• অন্যান্য (প্রশিক্ষণ, পরিদর্শন, সভা, প্রিন্টিং ইত্যাদি)	প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, প্রিন্টার ও স্ক্যানার	৪৭০০০/-	
	মোট	১৭০০০০/-	

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ইনোভেশন আইডিয়া

উদ্ভাবন প্রকল্প ছক

দপ্তর/প্রতিষ্ঠানের নাম: চাঁদপুর সরকারি কলেজ, চাঁদপুর তারিখ: ০৮/০২/২০২১

চিহ্নিত সেবার নাম: আমার লাইব্রেরি

চিহ্নিত সেবাটি বর্তমানে কীভাবে দেয়া হয়? (বুলেট আকারে)

- শিক্ষার্থীদের লাইব্রেরি কার্ড তৈরি
- লাইনে দাঁড়িয়ে শিক্ষার্থীদের লাইব্রেরিতে প্রবেশ
- লাইব্রেরিয়ানকে বইয়ের চাহিদা জানানো
- বই সংগ্রহে/পর্যাপ্ত হলে শিক্ষার্থীদের বই প্রাপ্তি
- বই সংগ্রহে না থাকলে পরবর্তী নির্দিষ্ট তারিখে প্রাপ্তির আশ্বাস
- শিক্ষার্থীদের বই সংগ্রহ
- নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে বই জমা না দিলে জরিমানা নির্ধারণ

চিহ্নিত সেবাটি বর্তমানে কীভাবে দেয়া হয়? (প্রসেস ম্যাপ)

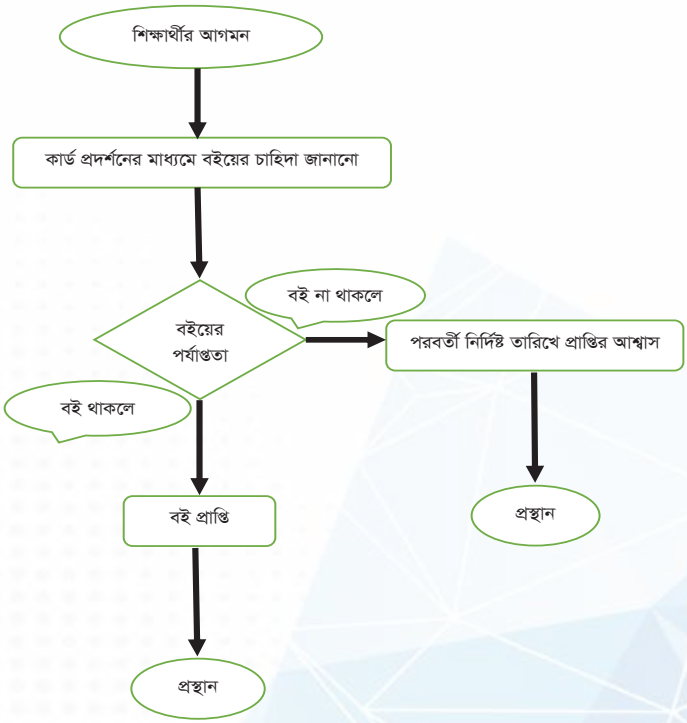

চিহ্নিত সেবার বিদ্যমান সমস্যা	সমস্যাটির মূল কারণ	সেবা গ্রহীতা/প্রদানকারীর ভোগান্তি
১) লাইনে দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট	১) বই এর একাধিক কপির অভাব	১) বই প্রাপ্তিতে অধিক জটিলতা
২) পর্যাপ্ত বইয়ের অভাব	২) দক্ষ লাইব্রেরিয়ানের অভাব	২) অর্থ ও সময়ের অপচয়
৩) আসন সংকট	৩) সুসজ্জিত বুকশেলফের অভাব	৩) একাধিকবার লাইব্রেরিতে আগমন ও প্রস্থান
৪) শোরগোলপূর্ণ পরিবেশ	৪) সঠিক ক্যাটালগে বই না সাজানো	
৫) নতুন বইয়ের সংকট	৫) পড়াশুনার জন্য প্রতিকূল পরিবেশ	
৬) যাতায়াত খরচ ও সময়ের অপচয়		

সমস্যার প্রস্তাবিত সমাধান (বুলেট আকারে)

১। ই-বুক (পিডিএফ ভার্সন) তৈরি ও সহজে মোবাইলে হস্তান্তরযোগ্য

২। লাইব্রেরি সেবা বিকেন্দ্রীকরণ

৩। লাইব্রেরির পরিবেশ উন্নয়ন

৪। শিক্ষার্থীদের আসন সংখ্যা বৃদ্ধি

সমস্যার প্রস্তাবিত সমাধান (প্রসেস ম্যাপ)

প্রত্যাশিত ফলাফল (TCV)

	সময়	খরচ	যাতায়াত
আইডিয়া বাস্তবায়নের আগে	৩ ঘন্টা	১০০ টাকা	২ বার
আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে	০৫ মিনিট	১০ টাকা	০০
আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে সেবাগ্রহীতার প্রত্যাশিত বেনিফিট	২.৫৫ ঘন্টা	৯০ টাকা	২ বার
অন্যান্য	শিক্ষার্থীদের পড়ার আগ্রহ বৃদ্ধি		
উদ্যোগের মধ্যে নতুনত্ব	ই-বুক (পিডিএফ ভার্সন) তৈরি, বিভাগ থেকে আংশিক লাইব্রেরি সেবা প্রদান		

রিসোর্স ম্যাপ

প্রয়োজনীয় সম্পদ			কোথা হতে পাওয়া যাবে?
খাত	বিবরণ	প্রয়োজনীয় অর্থ	
জনবল	২ জন	---	বিদ্যমান
বস্তুগত	কম্পিউটার-৩টি স্ক্যানার-৩টি প্রিন্টার-১টি	৩,০০,০০০/-	মাউশির ইনোভেশন ফান্ড
আসবাবপত্র	টেবিল-৩টি চেয়ার-৬টি	৬০,০০০/-	মাউশির ইনোভেশন ফান্ড
অন্যান্য			
প্রয়োজনীয় মোট অর্থ		৩,৬০,০০০/-	মাউশির ইনোভেশন ফান্ড

আইডিয়া পাইলটিং টিম

নাম	পদবী	বিষয়	কর্মস্থল
জনাব মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান	সহযোগী অধ্যাপক	ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা	চাঁদপুর সরকারি কলেজ
জনাব কিউ এম হাসান শাহরিয়ার	সহকারী অধ্যাপক	ব্যবস্থাপনা	চাঁদপুর সরকারি কলেজ
জনাব মোঃ মহসীন আরাফাত	প্রভাষক	উদ্ভিদবিদ্যা	চাঁদপুর সরকারি কলেজ
জনাব মোঃ মাসুদ আলম	প্রভাষক	রাষ্ট্রবিজ্ঞান	চাঁদপুর সরকারি কলেজ
জনাব সুমন মজুমদার	প্রভাষক	ইতিহাস	চাঁদপুর সরকারি কলেজ

উদ্ভাবন প্রকল্প ছক

দপ্তর/প্রতিষ্ঠানের নাম: রাণী ভবানী সরকারি মহিলা কলেজ, নাটোর তারিখ: ০৮/০২/২০২১

চিহ্নিত সেবার নাম: প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা

চিহ্নিত সেবাটি বর্তমানে কীভাবে দেয়া হয়? (বুলেট আকারে)	চিহ্নিত সেবাটি বর্তমানে কীভাবে দেয়া হয়? (প্রসেস ম্যাপ)
কোন ছাত্রী হঠাৎ অসুস্থ হলে তাকে First Aid Box থেকে Unprescribed চিকিৎসা প্রদান করা হয়। তাছাড়া যেকোনো স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ব্যাপারে/চিকিৎসার প্রয়োজনে জেলা সদর হাসপাতালে নেওয়া হয়।	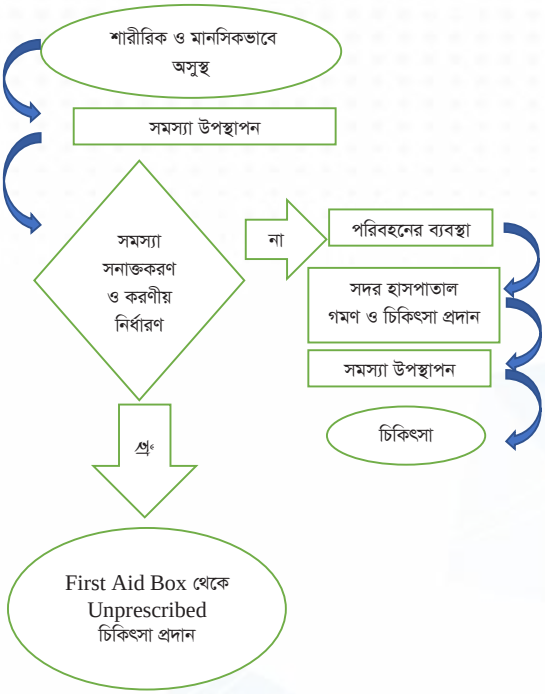

চিহ্নিত সেবার মূল সমস্যা	সমস্যার পেছনে মূল কারণসমূহ	সেবা গ্রহীতা/প্রদানকারীর ভোগান্তি (TCV++)
১. শিক্ষার্থী জানে না কাঙ্খিত সেবা প্রাপ্তির জন্য কোথায় যেতে হবে; ২. সমস্যার কথা কার কাছে বলতে হবে তা বুঝাতে না পারা; ৩. সঠিকভাবে কাউন্সেলিং না পাওয়া; ৪. শিক্ষার্থীদের সঙ্কোচবোধের কারণে সমস্যা বলতে না পারা; ৫. ডাক্তারি জ্ঞান না থাকায় অনুমান নির্ভর রোগ নির্ণয়; ৬. পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি; ৭. অধিক সময় ও অর্থ ব্যয়; ৮. পরিবহন সঙ্কট ও পরিবহন ঝুঁকি; ৯. হঠাৎ অসুস্থতায় প্রাথমিক চিকিৎসা সেবার অভাব।	১. শিক্ষার্থীদের কাছে স্বাস্থ্যসেবা সংক্রান্ত তথ্য না থাকা; ২.কাউন্সেলিং টিম না থাকা; ৩. দায়িত্বপ্রাপ্ত ডাক্তার না থাকা; ৪.স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সেশন পরিচালিত না হওয়া; ৫.নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থা না থাকা; ৬. First Aid সেবা প্রদানকারীর প্রশিক্ষণ না থাকা।	ক. সেবা গ্রহীতার ভোগান্তি ১. হঠাৎ অসুস্থতায় দ্রুততম সময়ে চিকিৎসা সুবিধা না পাওয়া; ২. শারীরিক ও মানসিক রোগের আশংকা; ৩. স্থায়ীভাবে রোগগ্রস্থ হওয়ার আশংকা; ৪. সময়মত পরিবহন সুবিধা না পাওয়া; ৫. সেবাপ্রাপ্তির বিভিন্ন পর্যায়ে দীর্ঘসূত্রিতা; খ. সেবা প্রদানকারীর ভোগান্তি ১. First Aid সেবা প্রদানকারীর প্রশিক্ষণ না থাকা; ২. সঠিক রোগ নির্ণয় করতে না পারা; ৩. কাউন্সেলিং করতে না পারা; ৪. পরিবহন সংকট; ৫. প্রয়োজনীয় পরিমাণ ঔষধ প্রদান করতে না পারা; ৬. ডাক্তার/চিকিৎসা কর্মীর দুস্প্রাপ্যতা।

সমস্যা এবং এর কারণ ও প্রভাব সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত বিবৃতি (why, what, who, where, when & how)

জেলা সদরের কলেজ হলেও বেশিরভাগ শিক্ষার্থী মূলত গ্রাম থেকে আসে এবং তাদের আর্থিক অস্বচ্ছলতা থাকে। ফলে তারা হঠাৎ অসুস্থ হলে একদিকে যেমন কলেজ থেকে তেমন চিকিৎসা সেবা পায়না, অন্যদিকে বিভিন্ন শারীরিক ও মানসিক সমস্যা গোপন রাখতে চায়। এজন্য তারা পড়ালেখায় আশানুরূপ মনোনিবেশ করতে পারে না। এমতাবস্থায় প্রাথমিক পর্যায়ের চিকিৎসা ও মানসিক কাউন্সেলিং করা গেলে সংকট অনেকাংশে কমে যাবে। একজন ডাক্তার প্রতি সপ্তাহে একটি নির্দিষ্ট সময়ে আসবেন এবং প্রয়োজনীয় সেবা দিবেন। প্রতি মাসে একদিন স্বাস্থ্য সচেতনতা মূলক সেশন পরিচালনা করবেন। এছাড়া জরুরি অবস্থায় কল-অন-সার্ভিস পরামর্শ সেবা প্রদান করবেন। ফলে সরকারের SDG 3 & 4 নম্বর Goal বাস্তবায়িত হবে। এছাড়া সরকারের গৃহীত মেগা প্রকল্প Golden 1000 Days বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত হবে।

সমস্যার প্রস্তাবিত সমাধান/আইডিয়া (বুলেট আকারে)	সমস্যার প্রস্তাবিত সমাধান/আইডিয়া (প্রসেস ম্যাপ)
১. ক্যাম্পাসে চুক্তিভিত্তিক ডাক্তারের ব্যবস্থা; ২. কাউন্সেলিং টিম গঠন করা; ৩. স্বাস্থ্যসেবা ও সচেতনতা বৃদ্ধির উপর সেশন পরিচালনা করা; ৪. কল-অন-সার্ভিস স্বাস্থ্যসেবা চালু করা; ৫. ঔষধের সরবরাহ বৃদ্ধি; ৬. শিক্ষার্থীদের Health Card প্রদান।	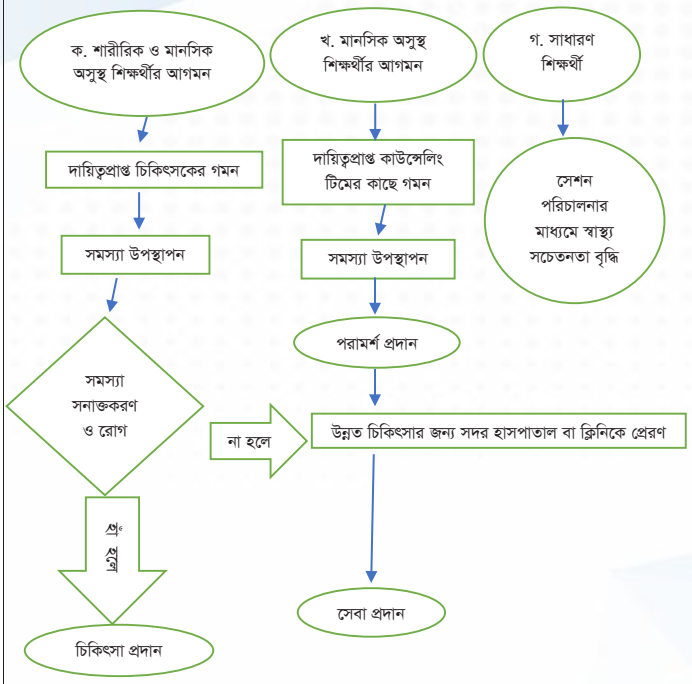

> Innovation distinguishes between a leader and a follower
>
> **- Steve Jobs**

উদ্ভাবনী আইডিয়ার শিরোনাম: শিক্ষার্থীর সুস্থ শরীর, সুস্থ মন; বাংলাদেশের উন্নয়ন

প্রত্যাশিত ফলাফল (TCV++)			
আইডিয়া বাস্তবায়নের পূর্বে	সময় (দিন)	খরচ (টাকা)	যাতায়াত (কতবার)
	২	৬০০	৩ বার
আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে	১	০০	১ বার
মোট পার্থক্য	১ (দ্রুততম সময়ে)	৬০০ (ছাত্রী প্রতি)	২ বার
অন্যান্য (TCV কমেনি, কিন্তু গুণগত মান বৃদ্ধি কিংবা অন্যান্য সুবিধা বেড়েছে)	মূলত স্বাস্থ্যসেবার গুণগত মান বৃদ্ধি পাবে। TCV এখানে গুরুত্বপূর্ণ নয়। সেবাটি ১৬-২৩ বছর বয়সী নারী শিক্ষার্থীদের জন্য। সরকারের SDG 3 & 4 নম্বর Goal বাস্তবায়িত হবে। এছাড়া সরকারের গৃহীত মেগা প্রকল্প Golden 1000 Days বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত হবে।		

উদ্যোগটির মধ্যে নতুনত্ব কী?

কলেজ ক্যাম্পাসে স্বাস্থ্য সুবিধা নিশ্চিতকরণ এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ।

আইডিয়া পাইলটিং টিম (নাম, পদবী, কর্মস্থল, মোবাইল নম্বর):				
টিম লিডার	সদস্য-১	সদস্য-২	সদস্য-৩	সদস্য-৪
নাম: মোঃ কামরুল হাসান পদবী: সহকারী অধ্যাপক কর্মস্থল: রাণী ভবানী সরকারি মহিলা কলেজ, নাটোর মোবাইল নং- ০১৭১০৪৮০২০৬	নাম: এনামুল হক পদবী: প্রভাষক কর্মস্থল: রাণী ভবানী সরকারি মহিলা কলেজ, নাটোর মোবাইল নং- ০১৭১৭৪৩৭৫৯৭	নাম: মোঃ রোকনুজ্জামান পদবী: প্রভাষক কর্মস্থল: রাণী ভবানী সরকারি মহিলা কলেজ, নাটোর মোবাইল নং- ০১৯২২১৪৫৯১৪	নাম: মোঃ মাহমুদ হাসান পদবী: প্রভাষক কর্মস্থল: রাণী ভবানী সরকারি মহিলা কলেজ, নাটোর মোবাইল নং- ০১৭১৭৫৮৪৫৪৮	নাম: দেবানন্দ মন্ডল পদবী: প্রভাষক কর্মস্থল: রাণী ভবানী সরকারি মহিলা কলেজ, নাটোর মোবাইল নং- ০১৭৩৭৭৪৬৭৫৬
স্টেকহোল্ডারদের তথ্য (পাইলটিং টিমের বাইরে আইডিয়াটি বাস্তবায়নে যে যে ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান জড়িত)				
আইডিয়ার অনুমোদনকারী অধ্যক্ষ		পার্টনার	পরামর্শক/সহায়তাকারী সিভিল সার্জন	বিরোধিতাকারী (যদি থাকে):

প্রয়োজনীয় রিসোর্স			
খাতসমূহ	বিবরণ	প্রয়োজনীয় অর্থ	উৎস
• জনবল	মেডিক্যাল ডাক্তার	১,২০,০০০/- (বাৎসরিক)	শিক্ষার্থীদের প্রদত্ত চিকিৎসা ফান্ড, রেড ক্রিসেন্ট,রোভার স্কাউট ফান্ড ও সরকারি বরাদ্দ
• কারিগরি যন্ত্রপাতি (সফটওয়ার/কম্পিউটার)	First Aid Box এবং প্রয়োজনীয় ঔষধ ও উপকরণ	২০,০০০/-	
• বস্তুগত উপকরণ (স্টেশনারী, বাল্ক এসএমএস)	হেলথ কার্ড	২০,০০০/-	
• অন্যান্য (প্রশিক্ষণ, পরিদর্শন, সভা, প্রিন্টিং ইত্যাদি)	আসবাবপত্র (এককালীন) কক্ষ সজ্জিতকরণ	৪০,০০০/- ১০,০০০/-	
	মোট=	২,১০,০০০/-	

উদ্ভাবন প্রকল্প ছক

দপ্তর/প্রতিষ্ঠানের নাম: দর্শনা সরকারি কলেজ, চুয়াডাঙ্গা

চিহ্নিত সেবার নাম: হাতের মুঠোয় শিক্ষা তথ্য (শিক্ষা তথ্য শিক্ষার্থীর, যুগ এখন প্রযুক্তির)।

চিহ্নিত সেবাটি বর্তমানে কিভাবে দেয়া হয়? (বুলেট আকারে)	চিহ্নিত সেবাটি বর্তমানে কিভাবে দেয়া হয়? (প্রসেস ম্যাপ)
• সরাসরি প্রচলিত মূল্যায়নের মাধ্যমে (অনলাইন মূল্যায়ন); • শ্রেণিকক্ষে প্রশ্নোত্তর ও সাপ্তাহিক শ্রেণি পরীক্ষা মাধ্যমে; • জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চমাধ্যমিক বোর্ড কর্তৃক প্রদেয় নির্দেশনার মাধ্যমে; • ম্যানুয়ালি; • কলেজ নোটিশ বোর্ড ও পত্রযোগে।	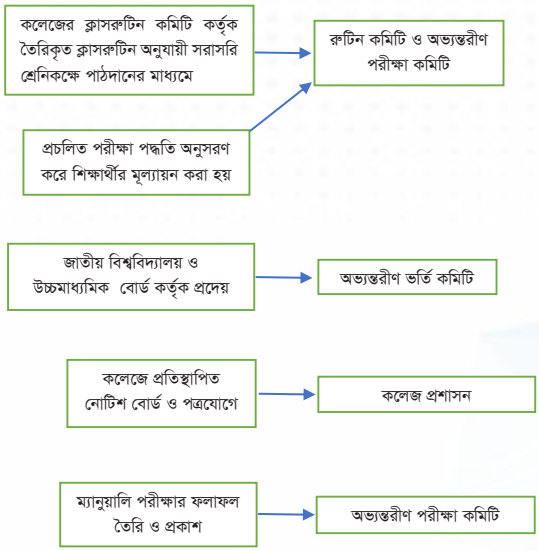

> An essential aspect of creativity is not being afraid to fail
>
> **-Dr. Edward Land**

বিদ্যমান সমস্যা: শিক্ষার্থীদের তথ্য প্রাপ্তিতে ভোগান্তি।

* ডিজিটাল সিস্টেম প্রয়োগ করে শিক্ষার্থী ব্যবস্থাপনার কাজ সম্পন্ন হয় না।
* নোটিশ, চিঠি ম্যানুয়ালি প্রদান করা হয় বিধায় সময়মতো শিক্ষার্থীর নিকট তথ্য পৌছায় না।
* তথ্যের সহজলভ্যতা নেই।
* তথ্য সংগ্রহের জন্য স্বশরীরের উপস্থিত হতে হয়।

সমস্যাটির মূল কারণ:

- প্রচলিত ধারা অনুসরণ।
- নোটিশ বোর্ডে নোটিশ দীর্ঘদিন না রাখা।
- প্রযুক্তি ব্যবহার না করা।
- জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চমাধ্যমিক বোর্ড কর্তৃক নির্মিত সফটওয়্যার ব্যবহার।
- নোটিশ ডিজিটালি প্রদান করা হয়না এবং অভিভাবকের নিকট পত্রাদি প্রেরণের ক্ষেত্রে ই-মেইল ব্যবহার করা হয়না।

আইডিয়ার বিবরণ:

❖ প্রতিটি শিক্ষার্থীর ভর্তির সময় ক্লাস রোলের সাথে সমন্বয় করে জি-মেইল অ্যাকাউন্ট খোলা।

❖ প্রতিটি শিক্ষার্থীর ভর্তির সময় ক্লাস রোলে সাথে সমন্বয় করে ডাটাবেজ তৈরি।

❖ আইসিটির শিক্ষক বা আইটি বিশেষজ্ঞ দ্বারা ডাটাবেজের ভেরিফিকেশন করা।

❖ Google Classroom এ Google meet Apps ব্যবহার করে অনলাইনে শিক্ষার্থীরদের নোটিশের লিংক প্রদান (ডিজিটাল নোটিশ)।

❖ নোটিশ ট্র্যাকিং সিস্টেম।

নতুনত্ব: সময় ও অর্থ সাশ্রয় করে ঘরে বসে শিক্ষার্থীরা দ্রুত তথ্য পাবে।

প্রত্যাশিত ফলাফল (TCV++)			
আইডিয়া বাস্তবায়নের পূর্বে	সময় (দিন)	খরচ (টাকা)	যাতায়াত (কত বার)
	গড়ে সময় ০৭ দিন	খরচ বেশি	বছরে ০৫ বার
আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে	সময় ০১ দিন	তুলনামূলক খরচ কম	প্রয়োজন নেই
মোট পার্থক্য	সময় সাশ্রয়ী	সামগ্রিক ব্যয় কম	যাতায়াত সাশ্রয়ী
অন্যান্য (TCV কমেনি, কিন্তু গুণগত মান বৃদ্ধি কিংবা অন্যান্য সুবিধা বেড়েছে):	শিক্ষকের মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর এবং ভিডিও'র সমন্বয়ে পাঠদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ইন্টারেকটিভ ক্লাস নিতে সক্ষম হবে। দ্বিমুখী যোগাযোগ বৃদ্ধি পাবে। শিক্ষার্থীরা সময় বেশি দিতে পারবে এবং ফলাফল ভালো হবে।	খরচ কম	পাঠদান ও পরীক্ষায় কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ছাড়া শুধু তথ্যের জন্য আসতে হবে না।

প্রয়োজনীয় রিসোর্স			
খাতসমূহ	বিবরণ	প্রয়োজনীয় অর্থ	উৎস
• জনবল • কারিগরি যন্ত্রপাতি (সফটওয়্যার/কম্পিউটার) • বস্তুগত উপকরণ (স্টেশনারী, বাল্ক এসএমএস) • অন্যান্য (প্রশিক্ষণ, পরিদর্শন, সভা, প্রিন্টিং ইত্যাদি)	কলেজের কম্পিউটার অপারেটর, কম্পিউটার ল্যাব, ৫টি কম্পিউটার, প্রিন্টার, ল্যাবে কারিগরি যন্ত্রপাতিসমূহ	কলেজ ফান্ড ও আইসিটি খাতে সরকারি অর্থ বরাদ্দ	কলেজে বিদ্যমান জনবল

স্টেকহোল্ডারদের তথ্য (পাইলটিং টিমের বাইরে আইডিয়াটি বাস্তবায়নে যে যে ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান জড়িত)			
আইডিয়ার অনুমোদনকারী প্রফেসর মোঃ শহীদুল ইসলাম অধ্যক্ষ দর্শনা সরকারি কলেজ, চুয়াডাঙ্গা **মোবাইল নং-০১৭১৮০০৩১৯৩**	পার্টনার	পরামর্শক/সহায়তাকারী শান্তনু হাসান প্রভাষক (ব্যবস্থাপনা) ঢাকা কলেজ, ঢাকা	বিরোধিতাকারী (যদি থাকে): নেই

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ইনোভেশন আইডিয়া

উদ্ভাবন প্রকল্প ছক

দপ্তর/প্রতিষ্ঠানের নাম: চট্টগ্রাম কলেজ, চট্টগ্রাম তারিখ: ১৮/০২/২০২১

চিহ্নিত সেবার নাম: পাঠদান সেবা।

চিহ্নিত সেবাটি বর্তমানে কীভাবে দেয়া হয়? (বুলেট আকারে)	চিহ্নিত সেবাটি বর্তমানে কীভাবে দেয়া হয়? (প্রসেস ম্যাপ)
• শিক্ষার্থী ভর্তি ; • সিলেবাসভিত্তিক পাঠদান; • পরীক্ষা গ্রহণ; • ফলাফল প্রকাশ।	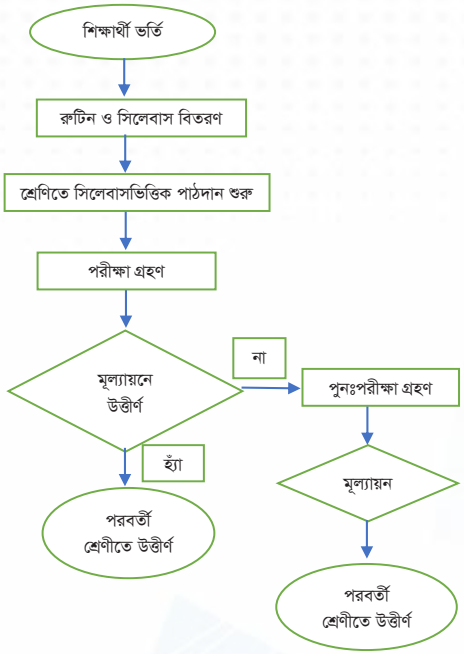

চিহ্নিত সেবার মূল সমস্যা	সমস্যার পেছনে মূল কারণসমূহ	সেবা গ্রহীতা/প্রদানকারীর ভোগান্তি (TCV++)
○ শিক্ষার্থী ঝরে পড়া ○ শ্রেণি কার্যক্রমে অনুপস্থিতি ○ সিলেবাসভিত্তিক পাঠগ্রহণে অনাগ্রহ	১) পাঠ্য পুস্তকের পাঠদানের সাথে বাস্তবতার যোগসূত্রতা কম ২) শিক্ষার্থীদের লক্ষ্যহীনতা ৩) অপ্রতুল সহ-পাঠক্রমিক কার্যক্রম	➢ শিক্ষার্থীদের মাঝে হতাশা ➢ শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী চাকুরি না পাওয়া
সমস্যা এবং এর কারণ ও প্রভাব সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত বিবৃতি (why, what, who, where, when & how)		

সমস্যার প্রস্তাবিত সমাধান/আইডিয়া (বুলেট আকারে)	সমস্যার প্রস্তাবিত সমাধান/আইডিয়া (প্রসেস ম্যাপ)
• ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং ক্লাব গঠন	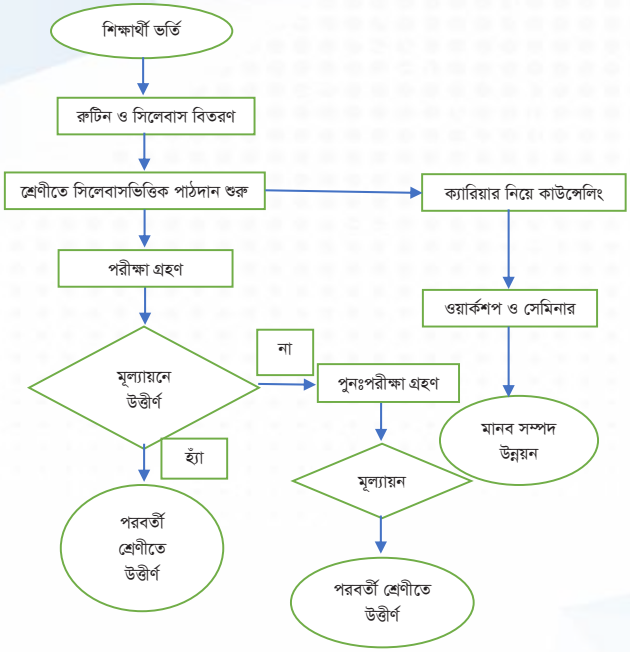

উদ্ভাবনী আইডিয়ার শিরোনাম: ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং ক্লাব

প্রত্যাশিত ফলাফল (TCV++)			
আইডিয়া বাস্তবায়নের পূর্বে	সময় (দিন)	খরচ (টাকা)	যাতায়াত (কতবার)
আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে			
মোট পার্থক্য			
অন্যান্য (TCV কমেনি, কিন্তু গুণগত মান বৃদ্ধি কিংবা অন্যান্য সুবিধা বেড়েছে):	১) গুণগত মান বৃদ্ধি ২) অন্যান্য সুবিধা বাড়বে		
উদ্যোগটির মধ্যে নতুনত্ব কী? ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং এর মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং চাকুরী প্রতিযোগিতায় সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।			

আইডিয়া পাইলটিং টিম (নাম, পদবী, কর্মস্থল, মোবাইল নম্বর):				
টিম লিডার	সদস্য-১	সদস্য-২	সদস্য-৩	সদস্য-৪
নাম: মোহাম্মদ আবদুর রহিম খন্দকার পদবী: সহযোগী অধ্যাপক (অর্থনীতি) কর্মস্থল: চট্টগ্রাম কলেজ, চট্টগ্রাম মোবাইল নং- ০১৮১৯৮৪৯০৮৫	নাম: আলী ইমাম পদবী: প্রভাষক কর্মস্থল: চট্টগ্রাম কলেজ, চট্টগ্রাম মোবাইল নং- ০১৮২৯৫০৫৫৬৮	নাম: মোঃ হাসান পদবী: প্রভাষক কর্মস্থল: চট্টগ্রাম কলেজ, চট্টগ্রাম মোবাইল নং- ০১৭৭৩৩৩২৪৫১	নাম: মোঃ আতিকুর রহমান পদবী: প্রভাষক (উদ্ভিদ বিদ্যা) কর্মস্থল: চট্টগ্রাম কলেজ, চট্টগ্রাম মোবাইল নং- ০১৯১১১১৮৯৬৮	নাম: পদবী: কর্মস্থল: মোবাইল নং-
স্টেকহোল্ডারদের তথ্য (পাইলটিং টিমের বাইরে আইডিয়াটি বাস্তবায়নে যে যে ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান জড়িত)				
আইডিয়া অনুমোদনকারী অধ্যক্ষ চট্টগ্রাম কলেজ, চট্টগ্রাম		পার্টনার বিভাগীয় প্রধান চট্টগ্রাম কলেজ, চট্টগ্রাম	পরামর্শক/সহায়তাকারী সম্পাদক, শিক্ষক পরিষদ চট্টগ্রাম কলেজ, চট্টগ্রাম	বিরোধিতাকারী (যদি থাকে): নেই

প্রয়োজনীয় রিসোর্স			
খাতসমূহ	বিবরণ	প্রয়োজনীয় অর্থ	উৎস
• জনবল • কারিগরি যন্ত্রপাতি (সফটওয়্যার/কম্পিউটার) • বস্তুগত উপকরণ (স্টেশনারী, বাল্ক এসএমএস) • অন্যান্য (প্রশিক্ষণ, পরিদর্শন, সভা, প্রিন্টিং ইত্যাদি)	বিভাগীয় শিক্ষক সংশ্লিষ্ট বিভাগ	২,৫০,০০০/-	বিভাগ/অধ্যক্ষ মহোদয়

> There's a way to do it better, find it
>
> **-Thomas Alva Edison**

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ইনোভেশন আইডিয়া

উদ্ভাবন প্রকল্প ছক

দপ্তর/প্রতিষ্ঠানের নাম: সরকারি মুজিবুর রহমান মহিলা কলেজ, বগুড়া তারিখ: ০৮/০২/২০২১

চিহ্নিত সেবার নাম: পূর্ণাঙ্গ স্যানিটেশন সার্ভিস

চিহ্নিত সেবাটি বর্তমানে কীভাবে দেয়া হয়? (বুলেট আকারে)	চিহ্নিত সেবাটি বর্তমানে কীভাবে দেয়া হয়? (প্রসেস ম্যাপ)
দেয়া হয় না	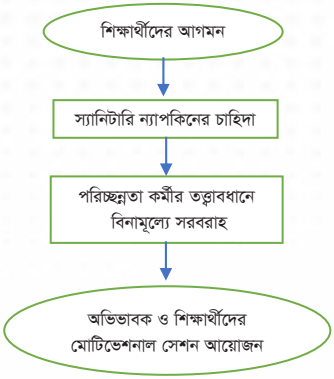

চিহ্নিত সেবার মূল সমস্যা	সমস্যার পেছনে মূল কারণসমূহ	সেবা গ্রহীতা/প্রদানকারীর ভোগান্তি (TCV++)
☐ ন্যাপকিনের অপ্রতুলতা	তহবিলের অভাব	➢ প্রদানকারীকে সার্বক্ষণিক না পাওয়া
☐ জনবলের অভাব	প্রচলিত জনবল কাঠামো	➢ ন্যাপকিনের অপব্যবহার/অপচয়
☐ ইনফরমেশনের ঘাটতি	প্রচারহীনতা	
☐ সচেতনতার অভাব	স্যানিটেশন জ্ঞানের অভাব	
☐ লজ্জাবোধ	বয়োঃ সন্ধিকাল	

সমস্যা এবং এর কারণ ও প্রভাব সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত বিবৃতি (why, what, who, where, when & how)

সমস্যাগুলির কারণে স্বাস্থ্যঝুঁকি বৃদ্ধি পায় ও শ্রেণীকক্ষে ছাত্রী উপস্থিতি হ্রাস পায়।

সমস্যার প্রস্তাবিত সমাধান/আইডিয়া (বুলেট আকারে)	সমস্যার প্রস্তাবিত সমাধান/আইডিয়া (প্রসেস ম্যাপ)
• প্রদানকারী কর্মচারীর সার্বক্ষণিক উপস্থিতি নিশ্চিত করা • ন্যাপকিনের অপচয় রোধকল্পে শিক্ষার্থীকে মোটিভেট করা	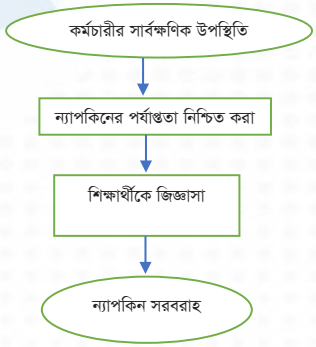

উদ্ভাবনী আইডিয়ার শিরোনাম: Easy Sanitary Napkin Service

প্রত্যাশিত ফলাফল (TCV++) (জন প্রতি)			
আইডিয়া বাস্তবায়নের পূর্বে	সময় (দিন)	খরচ (টাকা)	যাতায়াত (কতবার)
আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে			
মোট পার্থক্য			
অন্যান্য (TCV কমেনি, কিন্তু গুণগত মান বৃদ্ধি কিংবা অন্যান্য সুবিধা বেড়েছে):	সেবার গুণগত মান বৃদ্ধিতে পূর্ণসময় ক্লাসে উপস্থিত থাকতে পারা। স্বাস্থ্য ঝুঁকি হ্রাস পাওয়া।		

আইডিয়া পাইলটিং টিম (নাম, পদবী, কর্মস্থল, মোবাইল নম্বর):				
টিম লিডার	সদস্য-১	সদস্য-২	সদস্য-৩	
নাম: দেব দুলাল দাস পদবী: সহযোগী অধ্যাপক কর্মস্থল: সরকারি মুজিবুর রহমান মহিলা কলেজ, বগুড়া মোবাইল নং- ০১৭২০৫৫০৭২৫	নাম: আই.আর.এম সাজ্জাদ হোসেন পদবী: সহকারী অধ্যাপক (ইংরেজি) কর্মস্থল: সরকারি মুজিবুর রহমান মহিলা কলেজ, বগুড়া মোবাইল নং- ০১৭১৬১০৮৭২৬	নাম: খান ফৌজিয়া সুলতানা পদবী: সহকারী অধ্যাপক কর্মস্থল: সরকারি মুজিবুর রহমান মহিলা কলেজ, বগুড়া মোবাইল নং- ০১৮১৬২১৩৫২৯	নাম: আব্দুল বাকী পদবী: প্রভাষক (ই.ই ও সং) কর্মস্থল: সরকারি মুজিবুর রহমান মহিলা কলেজ, বগুড়া মোবাইল নং- ০১৭২৬৩৪৫৪৫৫	
স্টেকহোল্ডারদের তথ্য (পাইলটিং টিমের বাইরে আইডিয়াটি বাস্তবায়নে যে যে ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান জড়িত)				
আইডিয়ার অনুমোদনকারী অধ্যক্ষ		পার্টনার অধ্যক্ষ	পরামর্শক/সহায়তাকারী অধ্যক্ষ	বিরোধিতাকারী (যদি থাকে): নেই

উদ্যোগটির মধ্যে নতুনত্ব কী?

স্বাস্থ্য সেবার গুণগত মান বৃদ্ধি ও ঝুঁকিমুক্ত স্বাস্থ্য সেবা।

উদ্ভাবনী আইডিয়া পাইলটিং এর কর্মপরিকল্পনা							
কাজ	কে করবে	সময়কাল (মাস/তারিখ)					
		মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট
অনুমোদনকারী/উর্ধ্বতন কর্মকর্তার সাথে আইডিয়া সম্পর্কে আলোচনা ও মতামত গ্রহণ	টিম লিডার	১২					
চূড়ান্ত পাইলটিং টিম গঠন ও তাদের সাথে আইডিয়া সম্পর্কে আলোচনা ও মতামত গ্রহণ	টিম লিডার	২৮					
সকল স্টেকহোল্ডারের সাথে আইডিয়া সম্পর্কে আলোচনা ও মতামত গ্রহণ	সদস্যবৃন্দ		০৭				
সেবাগ্রহীতাদের সাথে আইডিয়া সম্পর্কে আলোচনা ও মতামত গ্রহণ	সদস্যবৃন্দ		২০				
সকল পর্যায়ের মতামতসমূহের সংকলন ও আইডিয়াটি চূড়ান্তকরণ	টিম লিডার			২৫			
বাজেট চূড়ান্তকরণ	অধ্যক্ষ				০৭		
বাজেট উপস্থাপন ও অনুমোদন প্রাপ্তি/গ্রহণ	টিম লিডার				২৭		

প্রয়োজনীয় রিসোর্স			
খাতসমূহ	বিবরণ	প্রয়োজনীয় অর্থ	উৎস
• জনবল	২ জন কর্মচারি	১০,০০০/- মাস	কলেজ তহবিল
• কারিগরি যন্ত্রপাতি (সফটওয়্যার/কম্পিউটার)	স্যানিটারি ন্যাপকিন, আলমারি, রেজিঃ খাতা, সচেতনতা বিষয়ক সেমিনার	৩৫,০০০/- মাস	
• বস্তুগত উপকরণ (স্টেশনারী, ব্যাঙ্ক এসএমএস)		১০,০০০/- মাস	
• অন্যান্য (প্রশিক্ষণ, পরিদর্শন, সভা, প্রিন্টিং ইত্যাদি)			

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ইনোভেশন আইডিয়া

উদ্ভাবন প্রকল্প ছক

দপ্তর/প্রতিষ্ঠানের নাম: বরিশাল সরকারি মহিলা কলেজ তারিখ: ০১/০৩/২০২১

চিহ্নিত সেবার নাম: ক্যাম্পাস পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সেবা

চিহ্নিত সেবাটি বর্তমানে কীভাবে দেয়া হয়? (বুলেট আকারে)	চিহ্নিত সেবাটি বর্তমানে কীভাবে দেয়া হয়? (প্রসেস ম্যাপ)
• পরিচ্ছন্নতা কর্মী কর্তৃক বর্জ্যসমূহ বিনে সংরক্ষণ; • বর্জ্য পৃথকীকরণ; • পাতা জাতীয় বর্জ্য মাটিতে পুঁতে ফেলা/পুড়িয়ে ফেলা; • অন্যান্য বর্জ্য সিটি কর্পোরেশনের নির্ধারিত স্থানে ডাম্পিং।	

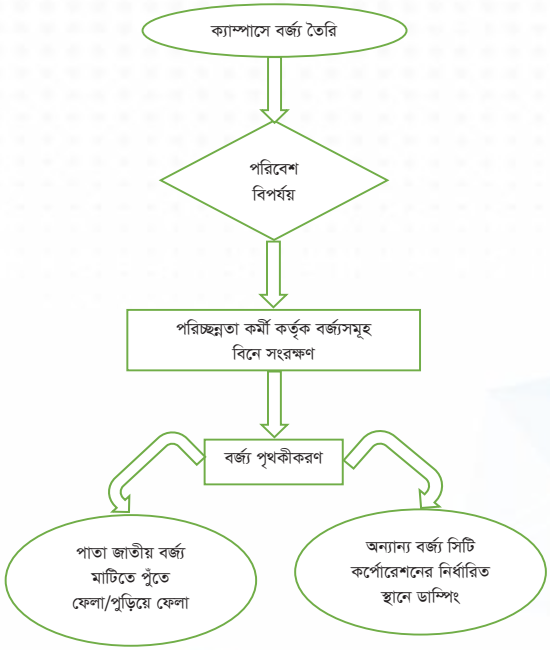

চিহ্নিত সেবার মূল সমস্যা	সমস্যার পেছনে মূল কারণসমূহ	সেবা গ্রহীতা/প্রদানকারীর ভোগান্তি (TCV++)
• ক্যাম্পাস অপরিচ্ছন্ন হওয়া • দুর্গন্ধ বৃদ্ধি পাওয়া • মশার প্রাদুর্ভাব • সংক্রামক রোগের সৃষ্টি • গ্রীন হাউজ গ্যাসের সৃষ্টি হওয়া • স্থান সংকুলানের অভাব	• বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের অভাব • আধুনিক প্রযুক্তির অভাব • লোকবলের অভাব • বর্জ্য স্থানান্তরের সময় স্থানীয় পরিবেশের দুষণ • বাজেট ঘাটতি	➢ পরিবেশ দূষণের ফলে সংশ্লিষ্ট সকলের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি ➢ সংশ্লিষ্ট সকলের চিকিৎসা ব্যয় বৃদ্ধি ➢ স্থানান্তরের জন্য ভোগান্তি ➢ GHGs বৃদ্ধির কারণে সার্বিক পরিবেশ ও আর্থিক বিপর্যয়

সমস্যা এবং এর কারণ ও প্রভাব সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত বিবৃতি (why, what, who, where, when & how)
বর্জ্য ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়নের ঘাটতির জন্য পরিবেশ ও আর্থিক ক্ষতি

সমস্যার প্রস্তাবিত সমাধান/আইডিয়া (বুলেট আকারে)	সমস্যার প্রস্তাবিত সমাধান/আইডিয়া (প্রসেস ম্যাপ)
• দুই ধরনের বিনে বর্জ্য সংগ্রহ • অপচনশীল বর্জ্যকে রি-ইউজ/রি-সাইকেল করার ব্যবস্থা গ্রহণ • পচনশীল বর্জ্যকে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কম্পোস্ট সারে পরিণত করা • এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাকটিভিটিস হিসাবে ছাত্রীদের এ কাজে সংযুক্তকরণ • উৎপন্ন সার কলেজ ক্যাম্পাসে ব্যবহার • আর্থিকভাবে লাভজনক হিসাবে উৎপাদন	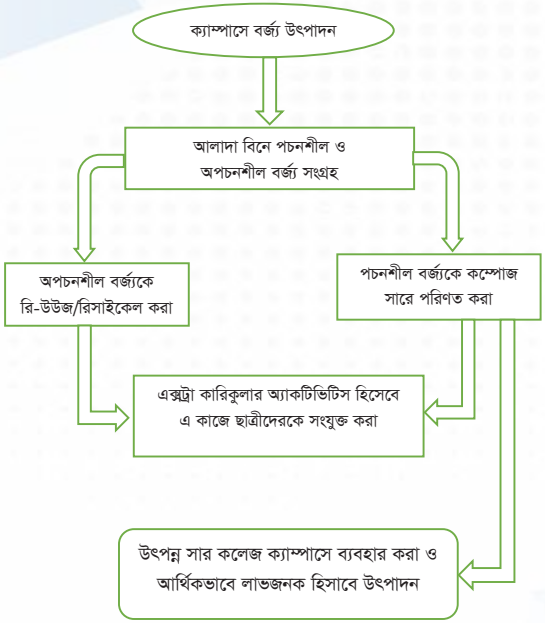

উদ্ভাবনী আইডিয়ার শিরোনাম: গ্রিন ক্যাম্পাস

প্রত্যাশিত ফলাফল (TCV++)			
আইডিয়া বাস্তবায়নের পূর্বে	সময় (দিন)	খরচ (টাকা)	যাতায়াত (কতবার)
	৩	১০,০০০/- (মাসিক)	৬০ বার (মাসিক)
আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে	১	৮,০০০/- (মাসিক)	৩০ বার (মাসিক)
মোট পার্থক্য	২	২,০০০/- (মাসিক)	৩০ বার (মাসিক)
অন্যান্য (TCV কমেনি, কিন্তু গুণগত মান বৃদ্ধি কিংবা অন্যান্য সুবিধা বেড়েছে):	পরিবেশ দূষণ সর্বনিম্ন পর্যায়ে নামিয়ে আনা		
উদ্যোগটির মধ্যে নতুনত্ব কী? বর্জ্যকে সম্পদে পরিণত করা এবং ছাত্রীদের এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাকটিভিটিস হিসাবে এটিকে সংশ্লিষ্ট করা।			

আইডিয়া পাইলটিং টিম (নাম, পদবী, কর্মস্থল, মোবাইল নম্বর)				
টিম লিডার	সদস্য-১	সদস্য-২	সদস্য-৩	
নাম: মনজুর সোহেল পদবী: সহকারী অধ্যাপক (পদার্থবিদ্যা) কর্মস্থল: বরিশাল সরকারি মহিলা কলেজ মোবাইল নং- ০১৮১৯০৬৪২৬৯	নাম: মোঃ মনিরুজ্জামান পদবী: সহকারী অধ্যাপক (প্রাণিবিদ্যা) কর্মস্থল: বরিশাল সরকারি মহিলা কলেজ মোবাইল নং- ০১৭৯০৩৭০৭০৬	নাম: নুসরাত জাহান পদবী: সহকারী অধ্যাপক (রসায়ন) কর্মস্থল: বরিশাল সরকারি মহিলা কলেজ মোবাইল নং- ০১৭১৬৮৫৮৪০৮	নাম: আবদুল্লাহ আল মামুন পদবী: প্রভাষক (রসায়ন) কর্মস্থল: বরিশাল সরকারি মহিলা কলেজ মোবাইল নং- ০১৭৪৯৩৯২৪৭৪	
স্টেকহোল্ডারদের তথ্য (পাইলটিং টিমের বাইরে আইডিয়াটি বাস্তবায়নে যে যে ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান জড়িত)				
আইডিয়ার অনুমোদনকারী: অধ্যক্ষ বরিশাল সরকারি মহিলা কলেজ		পার্টনার	পরামর্শক/সহায়তাকারী: উপাধ্যক্ষ বরিশাল সরকারি মহিলা কলেজ	বিরোধিতাকারী (যদি থাকে): --

প্রয়োজনীয় রিসোর্স			
খাতসমূহ	বিবরণ	প্রয়োজনীয় অর্থ	উৎস
• জনবল	০২	৪৮.০০০/-	কলেজ ফান্ড
• কারিগরি যন্ত্রপাতি (সফটওয়্যার/কম্পিউটার)	০১	--	কলেজ ফান্ড
• বস্তুগত উপকরণ (স্টেশনারী, বাল্ক এসএমএস)	টিন সেড, টেবিল, চেয়ার	৩,২০,০০০/-	ইনোভেশন ফান্ড
• অন্যান্য (প্রশিক্ষণ, পরিদর্শন, সভা, প্রিন্টিং ইত্যাদি)	১০	অনির্ণেয়	ইনোভেশন ফান্ড
		৯৫,০০০ টাকা	

> When it comes to innovation, an ounce of execution is worth more than a ton of theory
>
> **-Phil McKinney**

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ইনোভেশন আইডিয়া

উদ্ভাবন প্রকল্প ছক

দপ্তর/প্রতিষ্ঠানের নাম: ঈশ্বরদী সরকারি কলেজ, পাবনা। তারিখ: ১১/০৩/২০২১

চিহ্নিত সেবার নাম: শিক্ষার্থীদের তথ্য সেবা।

চিহ্নিত সেবাটি বর্তমানে কীভাবে দেয়া হয়? (বুলেট আকারে)	চিহ্নিত সেবাটি বর্তমানে কীভাবে দেয়া হয়? (প্রসেস ম্যাপ)
ম্যানুয়্যাল পদ্ধতিতে	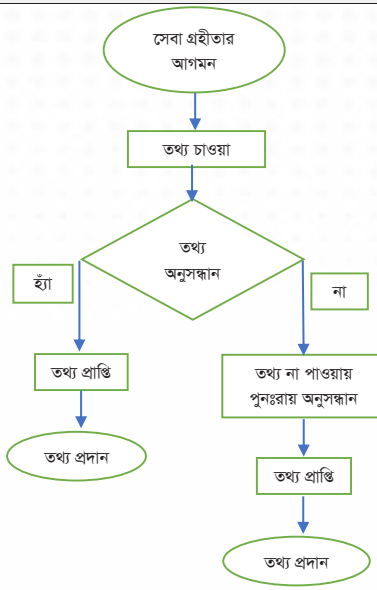

চিহ্নিত সেবার মূল সমস্যা	সমস্যার পেছনে মূল কারণসমূহ	সেবা গ্রহীতা/প্রদানকারীর ভোগান্তি (TCV++)
১। যাতায়াত সমস্যা	দূরত্ব বেশি হতে পারে	উল্লেখিত সমস্যাও কারণের প্রেক্ষিতে সেবা গ্রহণকারীগণ ভোগান্তির সম্মুখীন হতে পারে।
২। সময়ক্ষেপন	অধিক অর্থ ব্যয়	
৩। অজ্ঞতা (সেবা গ্রহণকারী)	সহজে সঠিক তথ্য কেন্দ্র পাবে না	
৪। বিলম্বে তথ্য দেওয়া	ফাইল খুঁজে পেতে দেরি হওয়া	
৫। তথ্য খুঁজে না পাওয়া	ফাইল হারিয়ে যাওয়া	
৬। প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের তথ্য প্রদানে জটিলতা	কর্মকর্তা/কর্মচারীর অনুপস্থিতি	
৭। ফাইল সঠিকভাবে সংরক্ষণে না রাখা	প্রয়োজনীয় জনবলের অভাব	
৮। জনবলের অভাব	ফাইল নষ্ট হয়ে যেতে পারে	
	পুরাতন কাগজের স্তুপ	
	অনলাইন পদ্ধতি চালু না থাকা	

সমস্যা এবং এর কারণ ও প্রভাব সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত বিবৃতি (why, what, who, where, when & how)

ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে সকল শিক্ষার্থীর যাবতীয় তথ্য আদান প্রদানের ক্ষেত্রে নানাবিধ সমস্যার কারণে ভোগান্তির সম্মুখীন হয়।

সমস্যার প্রস্তাবিত সমাধান/আইডিয়া (বুলেট আকারে)
১। কলেজ তথ্য বাতায়ন APPS তৈরি। ২। সকল তথ্য (নাম,ঠিকানা,ফোন নং একাডেমিক) APPS-এ রাখা। ৩। তথ্য সেবা কেন্দ্র স্থাপন করা। ৪। সেবা গ্রহণকারীকে দ্রুততম সময়ে সেবা প্রদান করা। ৫। মানবিক বোধসম্পন্ন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রশিক্ষিত করে তথ্য কেন্দ্রের দায়িত্ব দেওয়া।

উদ্ভাবনী আইডিয়ার শিরোনাম: শিক্ষার্থীর তথ্য বাতায়ন

প্রত্যাশিত ফলাফল (TCV++)			
	সময় (দিন)	খরচ (টাকা)	যাতায়াত (কতবার)
আইডিয়া বাস্তবায়নের পূর্বে	০৩ দিন	২০০/=	০৩ বার
আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে	০১ দিন	২০/=	০১ বার
মোট পার্থক্য	০২ দিন	১৮০/=	০২ বার
অন্যান্য (TCV কমেনি, কিন্তু গুণগত মান বৃদ্ধি এবং অন্যান্য সুবিধা বেড়েছে):			

If you want something new, you have to stop doing something old

-Peter F. Drucker

উদ্যোগটির মধ্যে নতুনত্ব কী?

ম্যানুয়াল পদ্ধতির পরিবর্তে ডিজিটাল পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর যাবতীয় তথ্য ঘরে বসে অনলাইনের মাধ্যমে সমাধান করা।

আইডিয়া পাইলটিং টিম (নাম, পদবী, কর্মস্থল, মোবাইল নম্বর):				
টিম লিডার	সদস্য-১	সদস্য-২	সদস্য-৩	
নাম: মোঃ সিরাজুল ইসলাম পদবী: সহকারী অধ্যাপক, হিসাব বিজ্ঞান কর্মস্থল: ঈশ্বরদী সরকারি কলেজ, পাবনা। মোবাইল নং- ০১৭৩৩২০২০২০	নাম: মোঃ আব্দুল আওয়াল পদবী: সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস কর্মস্থল: ঈশ্বরদী সরকারি কলেজ, পাবনা। মোবাইল নং- ০১৭২৪০৮৬৪০৬	নাম: মোঃ রাকিবুল হাসান পদবী: প্রভাষক, প্রাণিবিদ্যা কর্মস্থল: ঈশ্বরদী সরকারি কলেজ, পাবনা। মোবাইল নং- ০১৭১৯৩৯৫৭০৯	নাম: মোঃ আব্দুল্লাহ আল-মামুন পদবী: প্রভাষক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি কর্মস্থল: ঈশ্বরদী সরকারি কলেজ, পাবনা। মোবাইল নং- ০১৭১৭৫৭৪৭৮৯	
স্টেকহোল্ডারদের তথ্য (পাইলটিং টিমের বাইরে আইডিয়াটি বাস্তবায়নে যে যে ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান জড়িত)				
আইডিয়ার অনুমোদনকারী: অধ্যক্ষ		পার্টনার: মাউশি	পরামর্শক/সহায়তাকারী:	বিরোধিতাকারী (যদি থাকে): প্রযোজ্য নয়।

প্রয়োজনীয় রিসোর্স			
খাতসমূহ	বিবরণ	প্রয়োজনীয় অর্থ	উৎস
• জনবল • কারিগরি যন্ত্রপাতি (সফটওয়্যার/কম্পিউটার) • বস্তুগত উপকরণ (স্টেশনারী, বাল্ক এসএমএস) • অন্যান্য (প্রশিক্ষণ, পরিদর্শন, সভা, প্রিন্টিং ইত্যাদি)	১০ জন	৫০,০০০ ২,০০,০০০ ৫০,০০০ ৫০,০০০	মাউশি ও কলেজ ফান্ড

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ইনোভেশন আইডিয়া

উদ্ভাবন প্রকল্প ছক

দপ্তর/প্রতিষ্ঠানের নাম: সরকারি আশেক মাহমুদ কলেজ, জামালপুর। তারিখ: ১১/০৩/২০২১

চিহ্নিত সেবার নাম: তথ্য সেবা।

চিহ্নিত সেবাটি বর্তমানে কভাবে দেয়া হয়? (বুলেট আকারে)	চিহ্নিত সেবাটি বর্তমানে কীভাবে দেয়া হয়? (প্রসেস ম্যাপ)
• বিষয় ভিত্তিক একই তথ্য বিভিন্ন বিভাগ থেকে সরবরাহ করা হয় বিভিন্নভাবে। • কলেজ অফিসকক্ষ থেকে তথ্য সরবরাহ করা হয়। এতে সময় ব্যয় বেশি হয়। • কলেজ ওয়েবসাইটে তথ্য হালনাগাদ না করা।	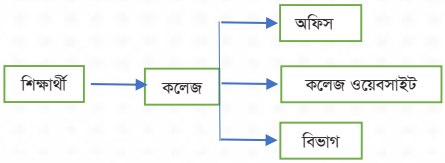

চিহ্নিত সেবার মূল সমস্যা	সমস্যার পেছনে মূল কারণসমূহ	সেবা গ্রহীতা/প্রদানকারীর ভোগান্তি (TCV++)
১। সময়মত সঠিক তথ্য না জানা। ২। সমস্যা সমাধানের স্থান ও সময় না জানা। ৩। সমাধানের পদ্ধতিগত প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা না থাকা।	প্রয়োজনীয় বিজ্ঞপ্তি শিক্ষার্থীর কাছে না পৌঁছা বিষয়ভিত্তিক সঠিক তথ্য একত্রে না থাকা একই তথ্য প্রতি দপ্তর থেকে ভিন্ন ভিন্নভাবে সরবরাহ করা	➢ সময় অপচয় হয় ➢ অর্থের অপচয় ➢ ভুল তথ্যে বিভ্রান্তি ছড়ায় ও ভোগান্তি হয়।

সমস্যা এবং এর কারণ ও প্রভাব সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত বিবৃতি (why, what, who, where, when & how)

সমস্যা: তথ্য প্রাপ্তির জন্য শিক্ষার্থীর উক্ত প্রতিষ্ঠানে ভীড় করার ফলে কাজ ব্যাহত হয় ও সময় নষ্ট হয়।

কারন: প্রয়োজনীয় তথ্য একই স্থান থেকে না পাওয়া।

প্রভাব: সময় ও অর্থের অপচয় হয় ও ভোগান্তি বাড়ে। দাপ্তরিক কাজে বিঘ্ন ঘটে।

সমস্যার প্রস্তাবিত সমাধান/আইডিয়া (বুলেট আকারে)
❑ শিক্ষার্থীদের ডাটাবেজ তৈরি করা ❑ ডাটাবেজ অনুসারে প্রয়োজনীয় তথ্য সম্বলিত Apps তৈরি ও Koisk মেশিন স্থাপন করা। ❑ Apps এ সরবরাহকৃত তথ্য শিক্ষার্থীরা তাদের USER ID ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় তথ্যসমূহ জেনে নিবে। ❑ Email ও SMS এর মাধ্যমে তথ্য সরবরাহ করা ও জানা যাবে। ❑ Koisk মেশিনে প্রশ্ন সম্বলিত উত্তর জানতে পারবে।

উদ্ভাবনী আইডিয়ার শিরোনাম: শিক্ষার্থীর তথ্য সেবা।

প্রত্যাশিত ফলাফল (TCV++)			
আইডিয়া বাস্তবায়নের পূর্বে	সময় (দিন)	খরচ (টাকা)	যাতায়াত (কতবার)
	১ দিন	২০০ টাকা	১ বার
আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে	১০ মিনিট	০৫ টাকা	মুহূর্ত
মোট পার্থক্য	২৩ ঘন্টা ৫০ মিনিট	১৯৫ টাকা	১ দিন
অন্যান্য (TCV কমেনি, কিন্তু গুণগত মান বৃদ্ধি কিংবা অন্যান্য সুবিধা বেড়েছে):	অর্থ সাশ্রয় হয়েছে। সময় ব্যয় কম হয়েছে। নির্ভুল তথ্য সঠিক সময়ে পাওয়া সহজ হয়েছে।		

> Creativity involves breaking out of established patterns in order to look at things in a different way.
>
> **-Edward De Bono**

উদ্যোগটির মধ্যে নতুনত্ব কী?

- শিক্ষার্থীরা ঘরে বসে Apps এর মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় তথ্য জানতে পারবে।
- প্রশ্ন ও SMS এর মাধ্যমে সঠিক তথ্য সময়মত জানতে পারবে।

আইডিয়া পাইলটিং টিম (নাম, পদবী, কর্মস্থল, মোবাইল নম্বর):				
টিম লিডার	সদস্য-১	সদস্য-২	সদস্য-৩	সদস্য-৪
নাম: মোঃ ইমরান হোসেন পদবী: প্রভাষক কর্মস্থল: সরকারি আশেক মাহমুদ কলেজ, জামালপুর। মোবাইল নং-০১৭১০৪৮৯৯৫৬	নাম: মোঃ রাশেদুল ইসলাম পদবী: প্রভাষক কর্মস্থল: সরকারি আশেক মাহমুদ কলেজ, জামালপুর। মোবাইল নং-০১৯১১২১৪৯৫৭	নাম: বেলাল হোসেন পদবী: প্রভাষক কর্মস্থল: সরকারি আশেক মাহমুদ কলেজ, জামালপুর। মোবাইল নং-০১৭২৩৯৬৭৫৫৫	নাম: মোঃ ইমরান হোসেন পদবী: প্রভাষক কর্মস্থল: সরকারি আশেক মাহমুদ কলেজ, জামালপুর। মোবাইল নং-০১৭১০৪৮৯৯৫৬	নাম: আসলাম হোসেন পদবী: প্রভাষক কর্মস্থল: সরকারি আশেক মাহমুদ কলেজ, জামালপুর। মোবাইল নং-০১৭৫৩৪৮৯২৪২
স্টেকহোল্ডারদের তথ্য (পাইলটিং টিমের বাইরে আইডিয়াটি বাস্তবায়নে যে যে ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান জড়িত)				
আইডিয়ার অনুমোদনকারী: অধ্যক্ষ, সরকারি আশেক মাহমুদ কলেজ, জামালপুর।		পার্টনার: NGO/মোবাইল কোম্পানি	পরামর্শক/সহায়তাকারী: মাউশি	বিরোধিতাকারী (যদি থাকে):

প্রয়োজনীয় রিসোর্স			
খাতসমূহ	বিবরণ	প্রয়োজনীয় অর্থ	উৎস
• জনবল	০২ জন		কলেজ মাউশি কলেজ ফান্ড
• কারিগরি যন্ত্রপাতি (সফটওয়্যার/কম্পিউটার)	কিয়স্ক মেশিন,কম্পিউটার ও ইন্টারনেট	১,৫০,০০০ /=	
• বস্তুগত উপকরণ (স্টেশনারী, বাল্ক এসএমএস)	ডেস্ক টেবিল ও চেয়ার	৪০,০০০/=	
• অন্যান্য (প্রশিক্ষণ, পরিদর্শন, সভা, প্রিন্টিং ইত্যাদি)			

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ইনোভেশন আইডিয়া

উদ্ভাবন প্রকল্প ছক

দপ্তর/প্রতিষ্ঠানের নাম: সরকারি বি এম কলেজ, বরিশাল। তারিখ: ০৪/০৩/২০২১

চিহ্নিত সেবার নাম: শিক্ষালাভে কর্মসুযোগ।

চিহ্নিত সেবাটি বর্তমানে কীভাবে দেয়া হয়? (বুলেট আকারে)	চিহ্নিত সেবাটি বর্তমানে কীভাবে দেয়া হয়? (প্রসেস ম্যাপ)
• দরিদ্র তহবিল হতে সহায়তা • উপবৃত্তি প্রদান • ব্যক্তিগত সহায়তা	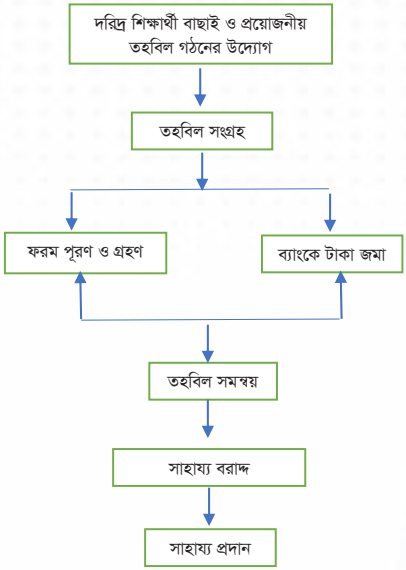

চিহ্নিত সেবার মূল সমস্যা	সমস্যার পেছনে মূল কারণসমূহ	সেবা গ্রহীতা/প্রদানকারীর ভোগান্তি (TCV++)
• অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতা • শ্রেণিকক্ষে অনুপস্থিতি • শিক্ষার্থী ঝরে পরা	মেধা বিকাশে সুযোগের অভাব প্রাতিষ্ঠানিক পৃষ্ঠপোষকতার অভাব	➢ কাঙ্খিত ফলাফল ও গুণগত শিক্ষা লাভে ব্যর্থ ➢ মানসিক অবসাদ ও হতাশা ➢ প্রত্যাশিত পেশা লাভে ব্যর্থতা

সমস্যা এবং এর কারণ ও প্রভাব সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত বিবৃতি (why, what, who, where, when & how)

* কর্মসংস্থান ও শিক্ষার সুযোগ বিন্যাস
* উপার্জন সক্ষমতা বৃদ্ধি

সমস্যার প্রস্তাবিত সমাধান/আইডিয়া (বুলেট আকারে)	সমস্যার প্রস্তাবিত সমাধান/আইডিয়া (প্রসেস ম্যাপ)
• প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি • কর্মসংস্থান ব্যবস্থা (টিউশন, ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিকাশ প্রভৃতির মাধ্যমে উদ্যোক্তা সৃষ্টি)	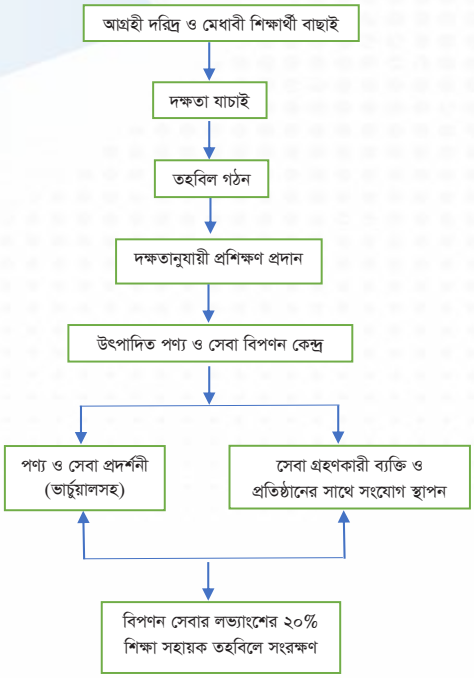

উদ্ভাবনী আইডিয়ার শিরোনাম: কর্ম যখন শিক্ষা সহায়ক

প্রত্যাশিত ফলাফল (TCV++)			
আইডিয়া বাস্তবায়নের পূর্বে			
আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে			
মোট পার্থক্য			
অন্যান্য (TCV কমেনি, কিন্তু গুণগত মান বৃদ্ধি কিংবা অন্যান্য সুবিধা বেড়েছে):	১। কাঙ্খিত ফলাফল ও গুণগত শিক্ষা লাভ হবে। ২। মানসিক অবসাদ ও হতাশা দূর হবে। ৩। প্রত্যাশিত পেশা লাভ হবে।		

উদ্যোগটির মধ্যে নতুনত্ব কী?

- কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে অর্থনৈতিক বাধা নিরসন করে শিক্ষা জীবনের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখা
- কর্মসংস্থান ও শিক্ষার সুযোগ বিন্যাস
- উপার্জন সক্ষমতা বৃদ্ধি

আইডিয়া পাইলটিং টিম (নাম, পদবী, কর্মস্থল, মোবাইল নম্বর):				
টিম লিডার	সদস্য-১	সদস্য-২	সদস্য-৩	সদস্য-৪
নাম: এম.এম. তারিকুজ্জামান পদবী: সহকারী অধ্যাপক (রাষ্ট্রবিজ্ঞান) কর্মস্থল: সরকারি বি এম কলেজ, বরিশাল। মোবাইল নং-০১৭১০৫০১৭৫৮	নাম: শিশির চন্দ্র পাইক পদবী: প্রভাষক (সমাজকল্যাণ) কর্মস্থল: সরকারি বি এম কলেজ, বরিশাল। মোবাইল নং-০১৭৭২০২১২৮৬	নাম: অভিজিত সিকদার পদবী: প্রভাষক (রসায়ন) কর্মস্থল: সরকারি বি এম কলেজ, বরিশাল। মোবাইল নং-০১৭১৭৯৫২৩৮৪	নাম: মোঃ আবুল হাসনাত পদবী: প্রভাষক (দর্শন) কর্মস্থল: সরকারি বি এম কলেজ, বরিশাল। মোবাইল নং-০১৭২৭৮২৫০৪৭	নাম: মোঃ মহব্বত হোসেন পদবী: প্রভাষক (অর্থনীতি) কর্মস্থল: সরকারি বি এম কলেজ, বরিশাল। মোবাইল নং-০১৭১৭৫৮০৬০৮

প্রয়োজনীয় রিসোর্স			
খাতসমূহ	বিবরণ	প্রয়োজনীয় অর্থ	উৎস
• জনবল	শিক্ষার্থী ও শিক্ষক	প্রয়োজনমত	শিক্ষার্থী ও কলেজ
• কারিগরি যন্ত্রপাতি (সফটওয়্যার/কম্পিউটার)			শিক্ষার্থী ও কলেজ
• বস্তুগত উপকরণ (স্টেশনারী, বাল্ক এসএমএস)	অবকাঠামো	প্রয়োজনমত	শিক্ষার্থী
• অন্যান্য (প্রশিক্ষণ, পরিদর্শন, সভা, প্রিন্টিং ইত্যাদি)	প্রশিক্ষণ	প্রয়োজনমত	

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ইনোভেশন আইডিয়া

উদ্ভাবন প্রকল্প ছক

দপ্তর/প্রতিষ্ঠানের নাম: ইডেন মহিলা কলেজ, ঢাকা। তারিখ: ১১/০৩/২০২১

চিহ্নিত সেবার নাম: শিক্ষা সেবা।

চিহ্নিত সেবাটি বর্তমানে কীভাবে দেয়া হয়? (বুলেট আকারে)	চিহ্নিত সেবাটি বর্তমানে কীভাবে দেয়া হয়? (প্রসেস ম্যাপ)
• শিক্ষার্থীদের ক্লাস/পরীক্ষার হলে প্রবেশ। • হাজিরা খাতায় উপস্থিতি। • প্রশ্নপত্র প্রদান ও পরীক্ষা গ্রহণ। • উত্তরপত্র মূল্যায়ন। • ফলাফল প্রকাশ।	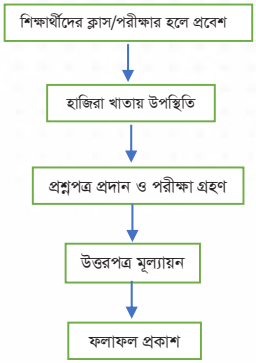

চিহ্নিত সেবার মূল সমস্যা	সমস্যার পেছনে মূল কারণসমূহ	সেবা গ্রহীতা/প্রদানকারীর ভোগান্তি (TCV++)
১। উপস্থিতি নিশ্চিতকরণে জটিলতা ২। পরীক্ষা গ্রহণে দীর্ঘসূত্রতা ৩। ফলাফল প্রকাশে বিলম্ব	উপস্থিতির বিষয়টি সফটওয়্যার প্রক্রিয়ায় না থাকা পরীক্ষা গ্রহণ ও ফলাফল প্রকাশে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা না থাকা	➢ সময়ক্ষেপন ➢ ফলাফল প্রকাশে ভুল ত্রুটি থাকায় শিক্ষার্থীদের ভোগান্তি ➢ শ্রম শক্তির অপচয়

সমস্যা এবং এর কারণ ও প্রভাব সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত বিবৃতি (why, what, who, where, when & how)

শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি, পরীক্ষা গ্রহণ ও ফলাফল প্রকাশে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা না থাকার কারণে দীর্ঘসূত্রিতায় শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের ভোগান্তি ও সময়ের অপচয় হয়।

সমস্যার প্রস্তাবিত সমাধান/আইডিয়া (বুলেট আকারে)	সমস্যার প্রস্তাবিত সমাধান/আইডিয়া (প্রসেস ম্যাপ)
• শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক ও কর্তৃপক্ষের তথ্যভিত্তিক ডাটাবেজ তৈরি করা হবে। • ERP সফ্টওয়্যার ক্রয় করে Customize করতে হবে। • স্বয়ংক্রিয়ভাবে উপস্থিতি নির্ণয়, পরীক্ষা গ্রহণ ও ফলাফল প্রকাশিত হবে।	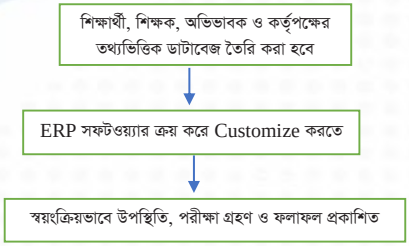

উদ্ভাবনী আইডিয়ার শিরোনাম: "হাতের মুঠোয় শিক্ষা"

প্রত্যাশিত ফলাফল (TCV++)			
আইডিয়া বাস্তবায়নের পূর্বে	সময় (দিন)	খরচ (টাকা)	যাতায়াত (কতবার)
	৩০	৫০০	১০
আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে	০১	১০০	০১
মোট পার্থক্য	২৯	৪০০	০৯
অন্যান্য (TCV কমেনি, কিন্তু গুণগত মান বৃদ্ধি কিংবা অন্যান্য সুবিধা বেড়েছে):	শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির সাথে সাথে ERP ব্যবহারের মাধ্যমে সকল অংশীজনকে অন্তর্ভুক্ত করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে উপস্থিতি, পরীক্ষা গ্রহণ ও ফলাফল প্রকাশ।		

আইডিয়া পাইলটিং টিম (নাম, পদবী, কর্মস্থল, মোবাইল নম্বর):				
টিম লিডার	সদস্য-১	সদস্য-২	সদস্য-৩	সদস্য-৪
নাম: এবিএম রেজাউল করীম পদবী: অধ্যাপক (গনিত) কর্মস্থল: ইডেন মহিলা কলেজ, ঢাকা। মোবাইল নং-০১৭৩২৪৭৭৭৫৩	নাম: ড. মো: জাহাঙ্গীর আলম খান পদবী: সহযোগী অধ্যাপক (রসায়ন) কর্মস্থল: ইডেন মহিলা কলেজ, ঢাকা। মোবাইল নং-০১৭১২২৭৬৯৯৯	নাম: আবু সালেহ মুহাম্মদ নোমান পদবী: সহকারী অধ্যাপক (সমাজবিজ্ঞান) কর্মস্থল: ইডেন মহিলা কলেজ, ঢাকা। মোবাইল নং-০১৭১২৭৩৯২০৬	নাম: নাজমুল হাসান সেলিম পদবী: সহকারী অধ্যাপক (রাষ্ট্রবিজ্ঞান) কর্মস্থল: ইডেন মহিলা কলেজ, ঢাকা। মোবাইল নং-০১৭১৬০৫০৬৯৩	নাম: কাজী মশিউর রহমান পদবী: সহকারী অধ্যাপক (অর্থনীতি) কর্মস্থল: ইডেন মহিলা কলেজ, ঢাকা। মোবাইল নং-০১৭১৬০৬৭৯৮৫
স্টেকহোল্ডারদের তথ্য (পাইলটিং টিমের বাইরে আইডিয়াটি বাস্তবায়নে যে যে ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান জড়িত)				
আইডিয়ার অনুমোদনকারী: অধ্যক্ষ, ইডেন মহিলা কলেজ, ঢাকা।		পার্টনার: যেকোন দক্ষ সফ্টওয়্যার কোম্পানী	পরামর্শক/সহায়তাকারী: মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর	বিরোধিতাকারী (যদি থাকে): -

উদ্যোগটির মধ্যে নতুনত্ব কী?

ERP সফটওয়্যার ব্যবহারের মাধ্যমে সকল অংশীজনকে অন্তর্ভুক্ত করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে উপস্থিতি পরীক্ষা গ্রহণ ও ফলাফল প্রকাশ।

প্রয়োজনীয় রিসোর্স			
খাতসমূহ	বিবরণ	প্রয়োজনীয় অর্থ	উৎস
• জনবল	১২ জন	৫,০০,০০০	কলেজ, মাউশি কলেজ মাউশি অধিদপ্তর কলেজ
• কারিগরি যন্ত্রপাতি (সফটওয়্যার/কম্পিউটার)	সফটওয়্যার ক্রয় ও কাস্টমাইজ, ডেস্কটপ-২টি,ল্যাপটপ-২টি	২,০০,০০০	
• বস্তুগত উপকরণ (স্টেশনারী, বাল্ক এসএমএস)	বাল্ক-১০টি	২,০০,০০০	
• অন্যান্য (প্রশিক্ষণ, পরিদর্শন, সভা, প্রিন্টিং ইত্যাদি)	আসবাবপত্র	১,০০,০০০	

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ইনোভেশন আইডিয়া

উদ্ভাবন প্রকল্প ছক

দপ্তর/প্রতিষ্ঠানের নাম: সরকারি বরিশাল কলেজ, বরিশাল। তারিখ: ০৪/০৩/২০২১

চিহ্নিত সেবার নাম: দরিদ্র শিক্ষার্থীদের আর্থিক সহযোগিতা।

চিহ্নিত সেবাটি বর্তমানে কীভাবে দেয়া হয়? (বুলেট আকারে)	চিহ্নিত সেবাটি বর্তমানে কীভাবে দেয়া হয়? (প্রসেস ম্যাপ)
• শিক্ষার্থীর আবেদনের ভিত্তিতে যাচাই পূর্বক • কলেজের দরিদ্র ও বৃত্তি তহবিল থেকে দেওয়া হয়।	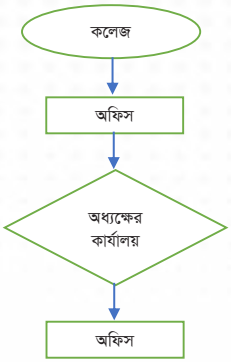

চিহ্নিত সেবার মূল সমস্যা	সমস্যার পেছনে মূল কারণসমূহ	সেবা গ্রহীতা/প্রদানকারীর ভোগান্তি (TCV++)
১। পড়াশুনায় অমনোযোগিতা ২। শিক্ষার্থীর ঝরে পড়া	পারিবারিক আর্থিক অস্বচ্ছলতা	

সমস্যা এবং এর কারণ ও প্রভাব সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত বিবৃতি (why, what, who, where, when & how)

পারিবারিক আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে শিক্ষার্থীরা অমনোযোগী হয় ও ঝরে পড়ে।

সমস্যার প্রস্তাবিত সমাধান/আইডিয়া (বুলেট আকারে)	সমস্যার প্রস্তাবিত সমাধান/আইডিয়া (প্রসেস ম্যাপ)
• দরিদ্র শিক্ষার্থীদের চিহ্নিত করা হবে। • দাতা নির্বাচন করা হবে। • অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন তহবিল গঠন করা হবে। • অর্থ সহায়তা প্রদান। • মনিটরিং করার মাধ্যমে সাহায্য প্রাপ্তদের মানোন্নয়ন নিশ্চিত করা হবে।	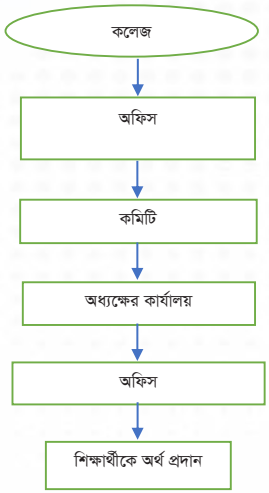

It's important to create a culture of innovation one that both valves and rewards risk

-Barbara Landes

উদ্ভাবনী আইডিয়ার শিরোনাম: উচ্চ শিক্ষার ধারণালাভ এবং ক্যারিয়ার সচেতনতা

প্রত্যাশিত ফলাফল (TCV++) (জন প্রতি)			
আইডিয়া বাস্তবায়নের পূর্বে	সময় (দিন)	খরচ (টাকা)	যাতায়াত (কতবার)
আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে			
মোট পার্থক্য			
অন্যান্য (TCV কমেনি, কিন্তু গুণগত মান বৃদ্ধি কিংবা অন্যান্য সুবিধা বেড়েছে)	পড়াশুনায় মনোযোগী হবে এবং ঝরে পড়া রোধ হবে।		

উদ্যোগটির মধ্যে নতুনত্ব কী?

দাতাদের মাধ্যমে অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন তহবিল গঠন

আইডিয়া পাইলটিং টিম (নাম, পদবী, কর্মস্থল, মোবাইল নম্বর):				
টিম লিডার	সদস্য-১	সদস্য-২	সদস্য-৩	সদস্য-৪
নাম: হুমায়ুন কবির পদবী: সহ. অধ্যাপক কর্মস্থল: সরকারি বরিশাল কলেজ, বরিশাল। মোবাইল নং-০১৭২২৬৯০০০০	নাম: হোসনে আরা পারভীন পদবী: সহ. অধ্যাপক কর্মস্থল: সরকারি বরিশাল কলেজ, বরিশাল। মোবাইল নং-০১৭১৮৭২০৫৫৮	নাম: মোঃ সাইফুল ইসলাম পদবী: প্রভাষক কর্মস্থল: সরকারি বরিশাল কলেজ, বরিশাল। মোবাইল নং-০১৭১৬০৪০৩৩০	নাম: মোঃ জামাল উদ্দিন পদবী: প্রভাষক কর্মস্থল: সরকারি বরিশাল কলেজ, বরিশাল। মোবাইল নং-০১৭১২৯৩৫৩৬৪	নাম: রাজিউর রহমান পদবী: প্রভাষক কর্মস্থল: সরকারি বরিশাল কলেজ, বরিশাল। মোবাইল নং-০১৭৩৮১১৩২৫৩
স্টেকহোল্ডারদের তথ্য (পাইলটিং টিমের বাইরে আইডিয়াটি বাস্তবায়নে যে যে ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান জড়িত)				
আইডিয়ার অনুমোদনকারী অধ্যক্ষ, সরকারি বরিশাল কলেজ, বরিশাল।		পার্টনার:	পরামর্শক/সহায়তাকারী:	বিরোধিতাকারী (যদি থাকে):

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ইনোভেশন আইডিয়া

উদ্ভাবন প্রকল্প ছক

দপ্তর/প্রতিষ্ঠানের নাম: বগুড়া সরকারি কলেজ, বগুড়া। তারিখ: ০৪/০৩/২০২১

চিহ্নিত সেবার নাম: শিক্ষার্থীর উচ্চ শিক্ষা এবং ক্যারিয়ার সমস্যার সমাধান।

চিহ্নিত সেবাটি বর্তমানে কীভাবে দেয়া হয়? (বুলেট আকারে)	চিহ্নিত সেবাটি বর্তমানে কীভাবে দেয়া হয়? (প্রসেস ম্যাপ)
• শিক্ষার্থীর আগমন • শিক্ষার্থীর সিদ্ধান্তহীনতা • শিক্ষকের মতামত প্রদান • প্রস্তুতি গ্রহণ • ভর্তি হওয়া	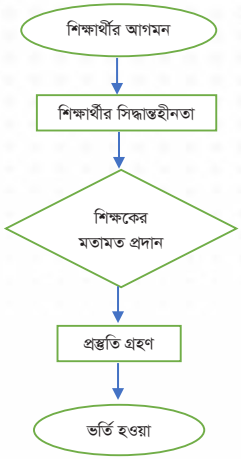

চিহ্নিত সেবার মূল সমস্যা	সমস্যার পেছনে মূল কারণসমূহ	সেবা গ্রহীতা/প্রদানকারীর ভোগান্তি (TCV++)
১। কোন বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করবে তা বুঝতে না পারা। ২। শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ কর্মজীবনে বা পেশা হিসাবে কী বেছে নিবে তা বুঝতে না পারা। ৩। শিক্ষা সংক্রান্ত শিক্ষার্থীর মানসিক, পারিবারিক ও আর্থিক সমস্যা ৪। অনুপ্রেরণা এবং আত্ম-উন্মোচনের অভাব	১। অনগ্রসর ও অসচেতনতা ২। দারিদ্র্য ৩। অপ্রতুল দিক নির্দেশনা	শিক্ষার্থীরা বিভিন্নভাবে আগমন করায় সময় অর্থ এবং যাতায়াত খরচ বেশি হয়। শিক্ষার্থীরা অনুপ্রেরণা পায় না।

সমস্যা এবং এর কারণ ও প্রভাব সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত বিবৃতি (why, what, who, where, when & how)	
অনগ্রসর, অসচেতনতা, দারিদ্র্য ও অপ্রতুল দিক নির্দেশনার কারণে যুগোপযোগী উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে ব্যর্থ হওয়ায় শিক্ষার্থী ভবিষ্যৎ কর্মজীবন ঠিক করতে পারে না। ফলে শিক্ষার্থীর মানসিক,পারিবারিক,আর্থিক এবং আত্ম-উন্মোচন ব্যাহত হয়।	
সমস্যার প্রস্তাবিত সমাধান/আইডিয়া (বুলেট আকারে)	**সমস্যার প্রস্তাবিত সমাধান/আইডিয়া (প্রসেস ম্যাপ)**
• ক্লাব গঠন • শিক্ষার্থীর আগমন • শিক্ষার্থীর সমস্যা পর্যালোচনা • শিক্ষক/বিশেষজ্ঞের (ক্লাবের) মতামত প্রদান • শিক্ষার্থীর প্রস্তুতি • ভর্তি হওয়া	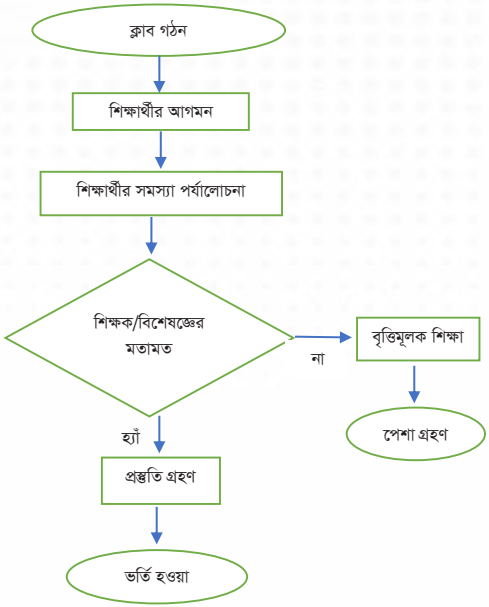

উদ্ভাবনী আইডিয়ার শিরোনাম: উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে এবং ক্যারিয়ার সচেতনতায় সহায়তা

প্রত্যাশিত ফলাফল (TCV++)			
আইডিয়া বাস্তবায়নের পূর্বে	সময় (দিন)	খরচ (টাকা)	যাতায়াত (কতবার)
আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে			
মোট পার্থক্য			
অন্যান্য (TCV কমেনি, কিন্তু গুণগত মান বৃদ্ধি কিংবা অন্যান্য সুবিধা বেড়েছে):	একসাথে অনেক শিক্ষার্থীকে দেওয়ায় সময়, অর্থ এবং যাতায়াত খরচ সাশ্রয় হবে।		

উদ্যোগটির মধ্যে নতুনত্ব কী?

সুনির্দিষ্ট প্ল্যাটফরম গঠন করা।

আইডিয়া পাইলটিং টিম (নাম, পদবী, কর্মস্থল, মোবাইল নম্বর):				
টিম লিডার	সদস্য-১	সদস্য-২	সদস্য-৩	সদস্য-৪
নাম: মোঃ সাহাদৎ হোসেন পদবী: সহকারী অধ্যাপক কর্মস্থল: বগুড়া সরকারি কলেজ, বগুড়া। মোবাইল নং-০১৭১৮১৩৪৪২৪	নাম: এ.এইচ.এম নূরুল আনোয়ার পদবী: সহকারী অধ্যাপক কর্মস্থল: বগুড়া সরকারি কলেজ, বগুড়া। মোবাইল নং-০১৭১২১৭৪৮১১	নাম: রনজু মিয়া পদবী: সহকারী অধ্যাপক কর্মস্থল: বগুড়া সরকারি কলেজ, বগুড়া। মোবাইল নং-০১৭১১০০৮৮৪৮	নাম: মোঃ আনোয়ার করিম পদবী: প্রভাষক কর্মস্থল: বগুড়া সরকারি কলেজ, বগুড়া। মোবাইল নং-০১৭১১৪৪১০৮৬	নাম: মোঃ জুলফিকার আলী পদবী: প্রভাষক কর্মস্থল: বগুড়া সরকারি কলেজ, বগুড়া। মোবাইল নং-০১৭২৩৬২০৪১১
স্টেকহোল্ডারদের তথ্য (পাইলটিং টিমের বাইরে আইডিয়াটি বাস্তবায়নে যে যে ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান জড়িত)				
আইডিয়া অনুমোদনকারী: অধ্যক্ষ, বগুড়া সরকারি কলেজ, বগুড়া।		পার্টনার NGO	পরামর্শক/সহায়তাকারী: মোঃ মাকসুদুল আলম ০১৯১১৭৪০৬৪০	বিরোধিতাকারী (যদি থাকে): ছাত্র নেতা

প্রয়োজনীয় রিসোর্স			
খাতসমূহ	বিবরণ	প্রয়োজনীয় অর্থ	উৎস
• জনবল			কলেজ
• কারিগরি যন্ত্রপাতি (সফটওয়্যার/কম্পিউটার)		অধ্যক্ষ	
• বস্তুগত উপকরণ (স্টেশনারী, বাল্ক এসএমএস)			
• অন্যান্য (প্রশিক্ষণ, পরিদর্শন, সভা, প্রিন্টিং ইত্যাদি)			

> Life is a continuous exercise in creative problem solving
>
> **-Michael J Gelb**

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ইনোভেশন আইডিয়া

উদ্ভাবন প্রকল্প ছক

দপ্তর/প্রতিষ্ঠানের নাম: পাবনা সরকারি মহিলা কলেজ, পাবনা। তারিখ: ০৪/০৩/২০২১

চিহ্নিত সেবার নাম: শিক্ষার্থীর হাসি।

চিহ্নিত সেবাটি বর্তমানে কীভাবে দেয়া হয়? (বুলেট আকারে)	চিহ্নিত সেবাটি বর্তমানে কীভাবে দেয়া হয়? (প্রসেস ম্যাপ)
• শিক্ষার্থী/অভিভাবক সমস্যার সমাধান জানার জন্য সরাসরি অধ্যক্ষের কক্ষে প্রবেশ করে। • অধ্যক্ষের নিকট হতে অফিস রুমে যেতে হয়। • অফিস সমাধান করতে না পারলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের নিকট যেতে হয়। • নানা বিড়ম্বনায় কাঙ্খিত সেবা পেতে তিন/চার দিন সময় লাগে।	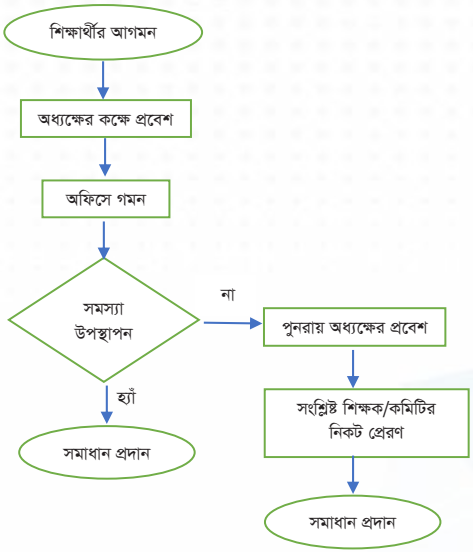

চিহ্নিত সেবার মূল সমস্যা	সমস্যার পেছনে মূল কারণসমূহ	সেবা গ্রহীতা/প্রদানকারীর ভোগান্তি (TCV++)
১। সমস্যা উপস্থাপনের নির্দিষ্ট স্থান সম্পর্কে ধারণা না থাকা। ২। সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র না আনা। ৩। শিক্ষার্থীর পরিবর্তে অভিভাবক বা প্রতিনিধি আসা।	১। তথ্য হালনাগাদ না থাকা ২। তথ্য সংরক্ষণে গাফিলতি ৩। ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ ৪। প্রশাসনিক কাজে ব্যস্ততা	১। বেশি সময় ব্যয় হয়। ২। আর্থিক ক্ষতি হয়। ৩। অনেকবার যাতায়াত করতে হয়। ৪। ভোগান্তির শিকার হয়। ৫। প্রতিষ্ঠানের প্রতি বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি হয়।

সমস্যা এবং এর কারণ ও প্রভাব সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত বিবৃতি (why, what, who, where, when & how)

ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ ও তথ্যের হালনাগাদ না থাকায় শিক্ষার্থীদের বেশি সময় লাগে ও ভোগান্তির শিকার হয়।

সমস্যার প্রস্তাবিত সমাধান/আইডিয়া (বুলেট আকারে)	সমস্যার প্রস্তাবিত সমাধান/আইডিয়া (প্রসেস ম্যাপ)
• অধ্যক্ষ কর্তৃক শিক্ষার্থী সহায়তা কেন্দ্রের কমিটি গঠন। • কমিটির সদস্য হবেন পর্যায়ক্রমে ১জন শিক্ষক, ১জন অফিস সহকারী ও ১জন পিয়ন। • একটি মোবাইল/টেলিফোনের ব্যবস্থা থাকবে। • কমিটিতে BNCC বা রোভার স্কাউটস সদস্য পর্যায়ক্রমে থাকবে। • শিক্ষার্থীর সমস্যা শুনে তাৎক্ষণিকভাবে সহায়তা কেন্দ্র থেকে সংশ্লিষ্ট অফিস বা কমিটির শিক্ষকের সাথে যোগাযোগ করে সেবা প্রদান করবে। • সহায়তা কেন্দ্রে যোগাযোগের নম্বর কলেজ ওয়েবসাইটে দেয়া থাকবে।	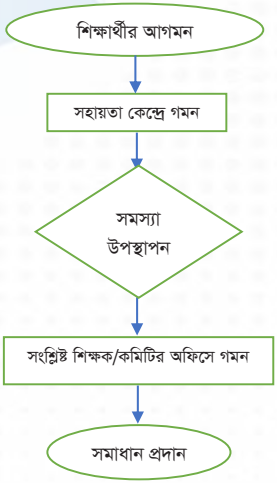

Never before in history has innovation offered promise of so much to so many in so short time

-Bill Gates

উদ্ভাবনী আইডিয়ার শিরোনাম: শিক্ষার্থী সহায়তা কেন্দ্র স্থাপন।

প্রত্যাশিত ফলাফল (TCV++)			
	সময় (দিন)	খরচ (টাকা)	যাতায়াত (কতবার)
আইডিয়া বাস্তবায়নের পূর্বে	৩ দিন	৪৫০/=	৩ বার
আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে	১ দিন	১৫০/=	১ বার
মোট পার্থক্য	২ দিন	৩০০/=	২ বার
অন্যান্য (TCV কমেনি, কিন্তু গুণগত মান বৃদ্ধি কিংবা অন্যান্য সুবিধা বেড়েছে):	এছাড়াও শিক্ষার্থী ভোগান্তি কম হবে। কলেজের প্রতি বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি হবে না।		

আইডিয়া পাইলটিং টিম (নাম, পদবী, কর্মস্থল, মোবাইল নম্বর):				
টিম লিডার	সদস্য-১	সদস্য-২	সদস্য-৩	সদস্য-৪
নাম: আলী আজমল পদবী: সহ. অধ্যাপক কর্মস্থল: পাবনা সরকারি মহিলা কলেজ, পাবনা। মোবাইল নং-০১৭১১০৪৩০৪১	নাম: মোঃ আব্দুল খালেক পদবী: সহ. অধ্যাপক কর্মস্থল: পাবনা সরকারি মহিলা কলেজ, পাবনা। মোবাইল নং-০১৭১৮০৪৭৩৭৫	নাম: মোঃ আলমগীর বুলবুল পদবী: প্রভাষক কর্মস্থল: পাবনা সরকারি মহিলা কলেজ, পাবনা। মোবাইল নং-০১৭১৯৯৩১৪৭৪	নাম: মোঃ ফিরোজ হোসেন পদবী: প্রভাষক কর্মস্থল: পাবনা সরকারি মহিলা কলেজ, পাবনা। মোবাইল নং-০১৭৮০৭৫৩৩৩০	নাম: মোঃ আলামিন হোসেন পদবী: প্রভাষক কর্মস্থল: পাবনা সরকারি মহিলা কলেজ, পাবনা। মোবাইল নং-০১৭২০৩৩২৬৪২
স্টেকহোল্ডারদের তথ্য (পাইলটিং টিমের বাইরে আইডিয়াটি বাস্তবায়নে যে যে ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান জড়িত)				
আইডিয়ার অনুমোদনকারী:		পার্টনার	পরামর্শক/সহায়তাকারী:	বিরোধিতাকারী (যদি থাকে):

প্রয়োজনীয় রিসোর্স			
খাতসমূহ	বিবরণ	প্রয়োজনীয় অর্থ	উৎস
• জনবল	বিদ্যমান জনবল	-	কলেজ তহবিল ও উন্নয়ন তহবিল
• কারিগরি যন্ত্রপাতি (সফটওয়্যার/কম্পিউটার)	কম্পিউটার, স্ক্যানার, প্রিন্টার, মোবাইল	১,১০,০০০/=	
• বস্তুগত উপকরণ (ষ্টেশনারী, বাল্ক এসএমএস)	ষ্টেশনারী, এসএমএস	৬,০০০/=	
• অন্যান্য (প্রশিক্ষণ, পরিদর্শন, সভা, প্রিন্টিং ইত্যাদি)	সভা, প্রিন্টিং	২,০০০/=	

স্থাপিতঃ ১৮২৩
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বাংলাদেশ, ঢাকা